S. K GHOSH.

আহ্নিকতত্ত্বমালা।

(বিশুদ্ধহিন্দুসৎকর্ম্মপ্রয়োগঃ)

স্বধর্ম্মপরায়ণ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন

সঙ্কলিতা যুক্তিপ্রমাণাদিভিরলঙ্কৃতা চ।
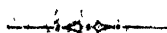
যদ্যত্র বহবো দোষা গুণলেশোঽপি কুত্রচিৎ।
অনুগৃহ্ণন্তু গৃহ্ণন্তু সন্তো গুণকণং মম॥

সিমুলিয়াসংস্কৃতবিদ্যালয়াধ্যাপকেন

শ্রীআশুতোষ শিরোরত্ন ভট্টাচার্য্যেণ

সংশোধিতা।

বিডনষ্ট্রীটস্থ দ্বাবিংশতিসংখ্যকভবনাৎ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতা।

নিবেদন।

আজকাল অনেকেই নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি প্রকাশ করিতে-ছেন। কেহ এক খণ্ডে, কেহ বা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে-ছেন। যাঁহারা এক খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা স্থানে স্থানে এরূপ অস্পষ্ট ভাবে এবং সংক্ষেপে লিখিয়াছেন যে সে পুস্তক দেখিয়া কার্য্য করিলে বিশেষ অসুবিধা হয়। যাঁহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ ভাবে লিখিয়াছেন যে সমুদয় খণ্ডগুলি একত্র না করিলে কোন কার্য্য করিতে পারা যায় না। নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি মুদ্রিত হওয়ায় সাধারণের উপকার নিশ্চয়ই হইয়াছে, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে না হওয়ায় অনেক অসুবিধাও হইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করি-বার জন্য ও কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, যত্ন ও শ্রম সফল হইলে কৃতার্থ বোধ করিব। পূর্ব্বপ্রকাশকেরা যেন কদাচ মনে না করেন যে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমি পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ এবং আমি যাহা লিখিলাম তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমার অভিপ্রায় এই যে একখণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদির কোন্ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য তাহাই প্রকাশ করা। ইহাতে পাণ্ডিত্য দেখাই-বার কিছুই নাই, কারণ, তাঁহারা যেরূপ শাস্ত্রাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন আমি ও সেইরূপ অনেক শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংকলন করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রকাশসম্বন্ধে আমার আর একটী বিশেষ বক্তব্য আছে। আমি শ্যামবাজার পল্লীস্থ কোন আত্মীয়ের বাটীতে কোন কার্য্যবশতঃ প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বাটীর কর্ত্তা তখন স্থানান্তরে থাকায় আমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম বাটীর কর্ত্রী একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া বাটী প্রবেশ করিতে করিতে বলিতেছেন, "বাপরে! কি সময় উপস্থিত হইল! আজ আমার ৮।৯ টী ছেলে থাকিতে বাটীতে শালগ্রামশিলার পূজা হয় না; তাহার জন্য একঘণ্টা কাল অনুসন্ধান করিয়া পল্লী হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া পূজা করাইতে হইল! কি দুঃখের বিষয়!" কিয়ৎক্ষণ পরে বাটীর কর্ত্তা প্রত্যাগমন করিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমি কর্ত্রীর মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিলাম, তাহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন যে "এখনকার ছেলেরা ইংরাজের মত হুট্‌হাট্ করিয়া বেড়ায়, ইংরাজি লেখাপড়ায় যত্নবান বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিয়ম কিছু মাত্র রাখে না। তাহাদিগকে অনেক রকম নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি পুস্তক দিয়াছি, কিন্তু কোন পুস্তকই পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হয় নাই বলিয়া তাহারাও সন্ধ্যা বা পূজাদি করিতে নিতান্ত অসুবিধা মনে করে।" পরে তিনিও আমাকে পর্য্যায়ক্রমে নিত্যকার্য্যাদি লিখিতে অনুরোধ করেন।

আর একটী ব্যাপার দেখিতেছি, যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কাহার সহিত কাহারও ঐক্য নাই। যিনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, বিশেষতঃ ত্রিবেদীয়সন্ধ্যা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিয়াছেন। সামবেদীয় ও

যজুর্ব্বেদীয়সন্ধ্যা পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঠিক করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদীয়সন্ধ্যার আজ পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক হয় নাই, সুতরাং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। আমি এই ঋগ্বেদীয়সন্ধ্যা শাস্ত্রসম্মত করিবার জন্য বোম্বাই হইতে বেদশাস্ত্র প্রভৃতি আনাইয়া অনেক যত্নসহকারে যতদূর পারা যায় ঠিক করিয়াছি, আশা করি ইহাতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। অনেকেই সন্ধ্যা প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্য অনুবাদ না করিয়া যাহা যাহা নিত্যকর্ম্মে প্রয়োজনীয় তাহাই প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকে "নিষ্কাম সাধনা" দেওয়া হইয়াছে, ইহা একটী অপূর্ব্ব স্তোত্র। সাধারণের বিশেষ পাঠোপযোগী করিবার জন্য ইহা যতদূর বিশুদ্ধ করিতে পারা যায় তাহা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমার কেবল মাত্র এই প্রার্থনা যে আমার এই "আহ্নিকতত্ত্বমালা" সাধারণের বিশেষতঃ যুবক-বৃন্দের নিত্যকর্ম্মের উপযোগী হয়।

সাধারণের সুবিধার জন্য এই পুস্তকে ৺ সত্যনারায়ণ পূজা-পদ্ধতি ও তাহার ব্রতকথা স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের ৪ অধ্যায় প্রকাশিত হইল। স্ত্রীলোক ও অপরসাধারণের বোধগম্যের জন্য উক্ত ব্রতকথা বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইল। আশা করি ইহাতে সকলেরই সুবিধা হইবে।

আমি বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলাম যাহাতে এই পুস্তক বিশুদ্ধ ভাবে ছাপা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ছাপাখানার লোকের অসাবধানতাপ্রযুক্ত স্থানে স্থানে অশুদ্ধ হইয়াছে। কতিপয় বিদেশীয় গ্রাহকের এই পুস্তক নিতান্ত শীঘ্র আবশ্যক

হওয়াতে ভ্রম সংশোধন করিতে সময় পাইলাম না, তাহার জন্ত পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে বিশুদ্ধভাবে ছাপাইতে বিশেষরূপে যত্নবান হইব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোরত্ন মহাশয় অনেক পরিশ্রম ও যত্ন-সহকারে আমার এই"আহ্নিকতত্ত্বমালা" সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

২২ নং বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আষাঢ় ১৩১২ সাল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ
মুখোপাধ্যায়স্ত।

সূচিপত্রং।

আহ্নিকতত্ত্বমালা।

কৃত্যবিধানম্।

প্রভাতে জাগরিত হইয়া যথানিয়মে প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিবে। পরে মলমূত্রত্যাগ, শৌচাদি ও দন্তধাবনক্রিয়া সমাপন করিয়া, শুচি হইয়া, রাত্রিপরিধেয়বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তৎপরে সমর্থ হইলে প্রাতঃস্নান করিয়া তর্পণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃস্নান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া পুষ্পচয়ন করিবে। তদনন্তর ক্ষৌরাদিকর্ম্ম সমাপন করিয়া তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান বা সন্নিকটস্থ নদীতে অথবা পুষ্করিণীতে স্নান করিবে। পরে শিখাবন্ধন, তিলকধারণ, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা, ও তর্পণাদি করিয়া গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজাপূর্ব্বক নারায়ণাদি পূজা করিবে। তৎপরে ভোগ দিয়া স্তব ও কবচাদি পাঠ করিবে। তদনন্তর ভোজন ইত্যাদি ও সায়ংকালের কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে করিতে হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নিত্যকর্ম্ম, ইহা যথাপূর্ব্বক না করিলে পাপ হয়, এবং সেই পাপজনিতফল স্বরূপ নানারোগ ভোগ করিতে হয়। অতএব ধর্ম্মও শরীর রক্ষার্থে এই সমস্তকর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক করিবার জন্য তাহার অনুষ্ঠান-প্রকরণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইল।

নিদ্রাভঙ্গবিধিঃ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে।

প্রাতঃস্মরণীয়মন্ত্রাঃ।

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী,
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতূ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং।
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।

যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া "ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিবে এবং পুরুষ অগ্রে দক্ষিণ পদ এবং স্ত্রীজাতি অগ্রে বামপদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

মলমূত্রত্যাগশৌচবিধিঃ।

প্রাতে মলমূত্রত্যাগ করা শারীরিকস্বাস্থ্য লাভের প্রধান উপায়। সেই দারুণ ঘৃণাকর অমেধ্য বস্তুর কণামাত্র যতক্ষণ শরীরে সংলগ্ন থাকে ততক্ষণ পবিত্রতা বা বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয়। শয়ন, উপবেশন, দেবার্চ্চনা, ভোজনাদি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, এবং ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে এক ভয়ানক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে মলমূত্রত্যাগের কোন রূপ ব্যাঘাত না জন্মে, সাধারণের এইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। কদাচ মলমূত্রের বেগসম্বরণ করিবে না। মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে, দুঃসাধ্যরোগাক্রান্ত হইয়া, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যাঁহারা যথাসময়ে মলমূত্রত্যাগ করেন তাঁহাদের ব্রহ্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মাচরণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি যথাবিধি প্রতিপালন করিতে কদাপি কষ্ট হয় না। মলমূত্রত্যাগকালীন যজ্ঞোপবীত

দক্ষিণকর্ণে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে, কথা কহিবে না, এবং জুতা পায়ে দিয়া মলত্যাগ করিবেনা। জলপাত্র ধারণ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। পথে, জলে, ভস্মে, পর্ব্বতে, গোষ্ঠে, ক্ষেত্রে, উই-ঢিপিতে, চিতায়, বা দেবালয়ে, দাঁড়াইয়া, বা চলিতে চলিতে, মলমূত্রত্যাগ করিবে না। মলমূত্রত্যাগের পর জলদ্বারা শৌচ-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবে। বামহস্ত দ্বারা মলদ্বার তিনবার ও মূত্রদ্বার একবার মৃত্তিকা দিয়া লেপন করা বিধেয়। অনন্তর উভয় স্থান নয় বার ধৌত করিবে। এইরূপ মলমূত্রদ্বারের শৌচসাধন করিয়া বাম হস্তে দশবার মৃত্তিকা লেপন করিবে। বাম হস্তের পশ্চাৎভাগে দুইবার ও তৎপরে বাম ও দক্ষিণ উভয়হস্তে সাত-বার এবং দুই পদতলে তিন তিন বার মৃত্তিকা লেপন করিবে। মৃত্তিকালেপনের পর জলদ্বারা ধৌত করিলেই শৌচকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। মূত্রত্যাগ সময়ে কাছা খুলিতে হয় ও জলদ্বারা শৌচ করা বিধেয়।

মুখপ্রক্ষালনবিধিঃ।

মলমূত্রত্যাগের পর মুখপ্রক্ষালন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বরাত্রির ভুক্ত-বস্তুর অতি সূক্ষ্ম কণামাত্র দন্তমূলে বা মুখের ভিতর কোথাও সংলগ্ন থাকিলে শৌচ হইবে না, এবং বৈধকার্য্যে অধিকার জন্মিবে না। দন্তকাষ্ঠ, মঞ্জন বা চূর্ণক দিয়া দন্তমার্জ্জন করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে। কদম্ব, করঞ্জ, বট, নিম্ব, বিল্ব, আকন্দ, তেঁতুল, বাঁস, আম্র, যজ্ঞডম্বুর ইত্যাদি কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন প্রশস্ত। প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা,

পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, জন্মদিন, বিবাহদিন শ্রাদ্ধদিন, ব্রতদিন ও উপবাস দিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষেধ। যে দিন দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ, এবং যে দিনে দন্তকাষ্ঠের অভাব হইবে সেই দিন কেবল মাত্র বারটি কুল্লি করিলেই মুখশুদ্ধি হইবে। দন্তধাবন অতিসাবধানে করা কর্ত্তব্য, কারণ দন্ত হইতে কোন রূপে রক্তপাত হইলে ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচে কাম্য কার্য্য নিষিদ্ধ। দন্তসংলগ্ন বস্তু যাহা অনায়াসে বাহির না হইবে তাহাকে দন্তবৎ জানিতে হইবে। তৈলমর্দ্দন করিয়া দন্তধাবন করিবে না। অনন্তর জিহ্বা-নির্লেপন, (চাঁচিয়া) তাহার সংস্কার করিবে। তর্জ্জনীদ্বারা দন্তমার্জ্জন নিষিদ্ধ।

প্রাতঃসন্ধ্যা।

দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালনের পর পরিধেয়বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে পরে দীক্ষিতব্রাহ্মণ তান্ত্রিকসন্ধ্যা করিবে। (প্রাতঃসন্ধ্যাদি পরে দ্রষ্টব্য।)

প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। কিন্তু প্রাতঃসন্ধ্যার কাল অতীত হইবার আশঙ্কা না থাকিলে স্নানান্তে তর্পণ করিয়া সন্ধ্যাদি সমাপন করিবেন। যদ্যপি কালাতিপাতের আশঙ্কা ঘটে তাহা হইলে স্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া তর্পণ করিবেন।

পুষ্পচয়নবিধিঃ।

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রাতঃ ভ্রমণের ফল শরীরের বিশেষ উপকার হয়। প্রাতঃসমীরণসেবন

ও প্রাতঃকালীন প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন কেবল যে আনন্দকর তাহা নহে, ইহা অতিস্বাস্থ্যপ্রদ। এই প্রাতঃসমীরণ সেবনে অনেক অমোঘ বলকারক ঔষধে যাহা না করিতে পারে, তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নির্ম্মল প্রাতঃসমীরণস্পর্শে ও প্রাতঃকালীনপ্রকৃতির অপূর্ব্বশোভাসন্দর্শনে চিত্তের অতিশয় প্রসন্নতা জন্মে এবং হৃদয় ঈশ্বরাভিমুখীন হয়। দেবদেবীরপূজার্থে বামহস্তে কদাচ পুষ্পচয়ন করিবে না। বিল্বপত্র ও তুলসী বৃন্তসংযুক্ত তুলিবে। উগ্রগন্ধ বা নির্গন্ধ পুষ্প দেবদেবীপূজায় ব্যবহার করিবে না। শুষ্ক, বাসি, কীটযুক্ত ও আঘ্রাত পুষ্পে পূজা নিষেধ। তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, চম্পক, বকুল, এবং পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প বাসি হইলে ও পূজাতে ব্যবহার করা যায়। শ্রাদ্ধে ও শিবপূজাতে দূর্ব্বার মধ্যস্থিতদল ফেলিয়া ব্যবহার করিবে। সাধারণ পূজায় দূর্ব্বা ও বিল্বপত্র ত্রিপত্র রাখিবে।

তুলসীচয়নবিধিঃ।

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তুলসীচয়ন করিবে।

সংক্রান্তি, দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সায়ংকাল, রাত্রিকাল এবং শাখার সহিত তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ।

বিল্বপত্রচয়নমন্ত্রঃ।

ওঁ অমৃতোদ্ভব শ্রীবৃক্ষ শঙ্করস্য সদা প্রিয়।
ক্ষমস্ব শিবপূজার্থং তব পত্রং হরাম্যহম্॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া বিল্বপত্রচয়ন করিবে।

যজ্ঞসূত্রধারণবিধিঃ।

যজ্ঞসূত্র জীর্ণ হইলে বা অশৌচান্তে গ্রন্থি দিয়া ধারণ করিতে হয়। গ্রন্থি কি প্রকারে দিতে হয় তাহারই বিধান নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থিবিধানম্।

প্রথমতঃ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া বসিবে। পরে দুই হাঁটু উত্তোলন করিয়া উভয়হাঁটুর মধ্যে কিঞ্চিৎ অধিক এক হাত দীর্ঘে ফাঁক রাখিলে যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ নির্ণয় হয়। তৎপরে যজ্ঞসূত্রের একখুঁট বামহস্তে ধরিয়া বামহাঁটু বেষ্টনপূর্ব্বক উভয়হাঁটুর মধ্যস্থলে আনিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া রাখিবে; এবং দক্ষিণহস্ত দ্বারা দক্ষিণদিক হইতে তিন ফের ঘুরাইয়া দুই খুঁট একত্র করিবে। দ্বিতীয় খুঁট্‌টী বাম দিকে একটু অধিক করিয়া লইবে। পরে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে আনিয়া দক্ষিণহাটুর কাছে টান করিয়া গুঁজিয়া রাখিবে। তৎপরে প্রথমখুঁট দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির দক্ষিণদিকে যে চার তার সুতা থাকিবে উহাকে স্বীয়প্রবর উল্লেখ করিয়া তিন ফের জড়াইবে এবং দ্বিতীয়খুঁট যাহা হাঁটুর দক্ষিণদিকে টান করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উত্তোলন করিয়া ঐ খুঁটের নিম্ন দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর যে সুতা আছে উহা নামাইলে একটী ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র হইবে, ঐ ছিদ্রের ভিতর প্রথমখুঁট্‌টী দিয়া বাহির করিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া রাখিবে, পরে দ্বিতীয়খুঁট্‌টী ধরিয়া টান্ দিলেই গ্রন্থি পড়িবে।

গ্রন্থি পড়িবার সময় বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবঃ শর্ম্মা যজ্ঞোপবীতার্থং যজ্ঞসূত্রগ্রন্থিমহং করিষ্যে। (অপরের গ্রন্থি দিতে হইলে দেবশর্ম্মাপর্য্যন্ত পড়িয়া অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ পড়িবে, এবং করিষ্যের স্থলে করিষ্যামি হইবে) বলিয়া গায়ত্রী পড়িবে। তৎপরে—"এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থ যজ্ঞসূত্রং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে অর্পিত মস্তু" বলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে সামবেদীয়গ্রন্থি বলে।

গোত্রপ্রবরাঃ।

ভরদ্বাজ গোত্রের—ভরদ্বাজ অঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবর।

বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের—ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবর।

শাণ্ডিল্যগোত্রের—শাণ্ডিল্য অসিত দেবল প্রবর।

কাশ্যপ গোত্রের—কাশ্যপ অপসার নৈয়ধ্রুব প্রবর।

ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মগ্রন্থি দিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদীয় যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ নাভির উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এবং যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ নাভি পর্য্যন্ত হইবে।

যজ্ঞোপবীতধারণমন্ত্রঃ।

(সামবেদীয়)

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া ধারণ করিবে।

(ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীয়)

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে।

যজ্ঞোপবীত সর্ব্বদা উপবীতীরূপে অর্থাৎ বামস্কন্ধে রাখিবে। পাঠকবর্গের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা যেন তাঁহারা যজ্ঞোপবীত সর্ব্বদা পরিস্কার রাখেন তাহাতে মনও সর্ব্বদা পরিস্কার থাকিবে।

ক্ষৌরবিধিঃ।

রবিবারে ধনহানি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বৃহস্পতিবারে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রহানি, এবং শনিবারে ধনপুত্ত্রাদিনাশ। রাত্রি, সন্ধ্যাকাল, দশমী, পৌর্ণমাসী, দ্বাদশী, এই সকল বারে ও তিথিতে ক্ষৌর হইবে না। কেবল মাত্র সোমবারে ও বুধবারে ক্ষৌর কার্য্য কর্ত্তব্য। জন্মবারে ক্ষৌর নিষিদ্ধ।

তৈলমর্দ্দনম্।

বঙ্গদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করেন। তৈল দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়, এবং তদ্দ্বারা লোমকূপের মুখ কিয়ৎপরিমাণ রুদ্ধ থাকে বলিয়া স্নান কালে শরীরমধ্যে অধিকজল প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে চর্ম্মের পুষ্টি, চিক্কণতা ও মসৃণতা জন্মে এবং অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ

হয় না। তৈলমর্দ্দন করিবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তৈল লইয়া "ওঁ অশ্বত্থাম্নে নমঃ" বলিয়া তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তৈলমর্দ্দন করিবে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, ও পূর্ণিমাপ্রভৃতি তিথিতে এবং রবিবারে ও শ্রাদ্ধদিনে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। কিন্তু সর্ষপতৈল, পক্কতৈল এবং ফুলেলতৈল নিষিদ্ধ নহে। অগ্রে ব্রাহ্মণ বামপদে, ক্ষত্রিয় দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্য দক্ষিণপদে, এবং শূদ্র মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিবে।

স্নানবিধিঃ।

যতরকম স্নান আছে তন্মধ্যে গঙ্গাস্নান প্রশস্ত। তাহার পর নদীস্নান, তাহার পর সরোবরস্নান, তাহার পর তোলা জলে স্নান। গঙ্গার পবিত্রসলিলে অবগাহনস্নান করিলে শরীর পবিত্র হয়, রোগাদি বিনষ্ট হয় এবং দিন দিন শরীরে কান্তি ও তৎসঙ্গে মন পরিষ্কৃত হইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয়। ক্রমে সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের ধ্যানধারণায় নিমগ্ন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করে। অতএব মানবজাতির প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গফল লাভ হয়। গঙ্গাস্নানাভাবে নদীজলে স্নান করিবে। স্রোতোজলে স্নান করিলে মন প্রফুল্লিত হয় ও শরীরের রোগাদি বিনষ্ট হয়। নদী অভাবে সরোবরে স্নান ভাল, কিন্তু স্রোতোজলে স্নান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সরোবরের বদ্ধজলে স্নান করিলে, তদ্রূপ ফল হয় না। কিন্তু তোলা জলে স্নান

অপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যপ্রদ। তোলাজলে স্নান কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অন্য উপায় থাকিলে কদাচ তোলাজলে স্নান করিবে না। উহাতে নানাপ্রকার ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করে, তাহাতে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা। শাস্ত্রে একবস্ত্রে স্নান করিতে নিষেধ থাকয়া গামছা থাকা আবশ্যক। পরিহিতবস্ত্রদ্বারা গাত্রমার্জ্জনাদি করিবে না। অসুস্থতানিবন্ধন স্নান করিতে অসমর্থ হইলে সিক্তবস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করা বিধেয়।

গঙ্গাস্নানবিধিঃ।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজোনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

গঙ্গামৃত্তিকা-লেপনমন্ত্রঃ।

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া গাত্রে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিবে। স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিলে শরীরে কোন প্রকার রোগ স্পর্শ করিতে পারে না, দেহ শীতল থাকে এবং মনও পবিত্র হয়। দেখা গিয়াছে অনেক লোক গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

সঙ্কল্পবাক্যং।

সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে একটি ডুব দিয়া আচমন করিবে এবং এক অঞ্জলিজল লইয়া সঙ্কল্প করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। *

কটিদেশপর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া আচমন করিবে এবং "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চারিদিকে একহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে গঙ্গাদিতীর্থের আবাহন করিবে।

আবাহনমন্ত্রঃ।

ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
ত্রাহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে॥
ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥

স্নানমন্ত্রঃ।

বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

---

* নদীতে স্নান করিলে অস্যাং নদ্যাং, পুষ্করিণীতে স্নান করিলে অস্যাং পুষ্করিণ্যাং বলিবে। স্ত্রী ও শূদ্রেরা শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽহদ্য বলিবে এবং স্ত্রীলোক অমুকগোত্রা অমুকী দেবী বা দাসী বলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বলিবে। শূদ্রেরা অমুকদাসঃ বলিবে।

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং॥

পরে পূর্ব্বমুখ হইয়া স্রোতোঽভিমুখে ডুব দিবে।

স্নানান্তে বস্ত্রপরিত্যাগ না করিয়া শিখাবন্ধনাদি ও তর্পণ করিবে।

শিখাবন্ধনবিধিঃ।

ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রী জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিবেন।

শূদ্রের শিখাবন্ধনের মন্ত্র।—

নমো ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণীশতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শূদ্রে শিখাবন্ধনপূর্ব্বক আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

তিলকধারণবিধিঃ।

কর্ম্মের আদিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতিরই তিলক ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিলক না করিয়া যদি কোন কার্য্য করে তাহা নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, শূদ্র গোলাকারতিলক করিবে। নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র তিলকের নাম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিশূলাকৃতি তিলকের নাম ত্রিপুণ্ড্র। মধ্যমা বা অনামিকা অথবা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিলক করিবে। গঙ্গামৃত্তিকা, যজ্ঞভস্ম, বা চন্দন দ্বারা তিলক করিতে হয়, এই সকলের অভাব হইলে কেবল জল

দ্বারাও তিলক করা যায়। তিলকের মধ্যস্থলের ছিদ্র অঙ্গুলী দ্বারা করিবেনা। মস্তকে, ললাটে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়মূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে ও পৃষ্ঠে এক একটী এবং দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া তিলক করিবে।

তিলকধারণমন্ত্রঃ।

কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিলকধারণ করিবে।

চন্দন দ্বারা তিলকধারণ করিতে হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহং॥

বৈষ্ণবপ্রভৃতির তিলকধারণের মন্ত্র।

ললাটে—কেশবায় নমঃ, কণ্ঠে—পুরুষোত্তমায় নমঃ, বামবাহুতে—বাসুদেবায় নমঃ, দক্ষিণবাহুতে—দামোদরায় নমঃ, নাভিতে—নারায়ণায় নমঃ, হৃদয়ে—মাধবায় নমঃ, দক্ষিণ-পার্শ্বে—গোবিন্দায় নমঃ, বামপার্শ্বে—ত্রিবিক্রমায় নমঃ, শিরো—মধ্যে—হৃষীকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে—পদ্মনাভায় নমঃ। তিলক-ধারণের পর হস্তপ্রক্ষালনের জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে দিবে।

তর্পণবিধিঃ।

তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমং॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥

তর্পণ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে একটী অত্যন্ত আনন্দসূচক কার্য্য। ইহা যে কেবল প্রথানুসারে করা হয় তাহা নহে। ইহাদ্বারা প্রতিদিন পূর্ব্বপুরুষগণের স্মরণ ও তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করা হয়। জগদীশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন বস্তুই চিরস্থায়ি নহে কিন্তু ভগবন্মায়া এরূপ বলবতী যে পিতৃমাতৃপ্রভৃতির বিয়োগ-দুঃখ কিছুদিন পরেই তিরোহিত হয়, এমন কি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে কখন কখন বিস্মৃত হইতে হয়; কিন্তু প্রত্যহ স্নানকালে তাঁহাদিগের তর্পণ করিলে, তাঁহাদিগকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁহারাও তথায় উপস্থিত হইয়া জলগণ্ডূষপানে তৃপ্তি-লাভ করিয়া অধস্তনবংশের সুখাভিলাষী হইয়া থাকেন। এই জন্যই তর্পণ করা ব্যবস্থা হইয়াছে অতএব পিতৃহীনব্যক্তি মাত্রেরই তর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান এবং অঙ্গ। প্রতিদিন সন্ধ্যাদির ন্যায় পিতৃযজ্ঞরূপ যে তর্পণ করা যায় তাহাকে প্রধানতর্পণ বলে; এবং স্নানান্তে যে তর্পণ করা হয় তাহাকে অঙ্গতর্পণ বলে। স্নান তিন প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য; অতএব স্নানাঙ্গ তর্পণ ও তিনপ্রকার। স্নানাঙ্গতর্পণ করিলে পৃথক ভাবে প্রধান

তর্পণ করিতে হয় না। এইরূপ তিনপ্রকার স্নানাঙ্গতর্পণের মধ্যে এক প্রকার করিলে অন্য দুই প্রকার তর্পণ আর করিতে হয় না। কিন্তু বিধি আছে এক দিবসে গ্রহণ ও তীর্থাদিনিমিত্তক যতবার স্নান করিবে প্রত্যেক স্নানেই তর্পণ করিতে হইবে। কেবল অস্পৃশ্য দূষিতপদার্থ স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে তর্পণ করিবে না।

স্নানান্তেই তর্পণ করা বিধি ; কিন্তু প্রাতঃস্নানের পর যদ্যপি প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া তর্পণ করিবে। যদ্যপি প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত না হয় তাহা হইলে স্নান করিয়া তর্পণ করিবে তাহার পর প্রাতঃসন্ধ্যা করা বিধি। স্নান করিতে অসমর্থ হইলে গৃহে বসিয়া মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার সময় তর্পণ করিবে।

মধ্যাহ্নস্নানের সময়ও এইরূপ তর্পণ বিধি। সামবেদীয়েরা সূর্য্যোপস্থানান্তে "উপদ্রষ্ট্রে নমঃ" বলিয়া জল দিবার পর তর্পণ করিবেন। এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীয়েরা ব্রহ্মযজ্ঞের পর ও সূর্য্যো-পস্থানের পূর্ব্বে তর্পণ করিবেন।

এ বিষয় আমার এই বক্তব্য, শাস্ত্রে সন্ধ্যানুষ্ঠানবিদ্যমানে স্নানাঙ্গতর্পণের যদিও সন্ধ্যাবন্দনাদির পর কর্ত্তব্যতা বিধান আছে তাহা হইলেও গঙ্গাদিতে স্নান করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও তর্পণ করিতে হইলে অধিকক্ষণ আর্দ্রবস্ত্রে থাকায় অনিষ্টের সম্ভাবনা প্রযুক্ত মধ্যাহ্নসন্ধ্যা না করিয়া তর্পণ করায় বিশেষ দোষ দেখিতে পাই নাই। দেখিয়াছি অনেক স্মৃতিশাস্ত্র-বিশারদপণ্ডিতমহাশয়গণও স্নানের পর গঙ্গাতে কেবল তর্পণ করিয়া তীরে শুষ্কবস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিয়া

থাকেন। ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায়, কারণ আর্দ্রবস্ত্রে ও জলে দাঁড়াইয়া, সন্ধ্যা এবং তর্পণ করিতে হইলে অন্যূনএকঘণ্টা কাল আবশ্যক, তাহা হইলে শরীরে রোগাদি জন্মিবার সম্ভাবনা, তদ্ভিন্ন জলজন্তুকর্ত্তৃক প্রাণনাশ হইবার ও বিশেষ আশঙ্কা। বোধ হয় এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ উক্তরূপে তর্পণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে ক্রমভঙ্গে বিশেষ দোষ হইবে না ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সংক্রান্তিতে, রাত্রিতে, শ্রাদ্ধদিনে, জন্মতিথিতে, সপ্তমী ও দ্বাদশীতিথিতে, রবিবারে এবং শুক্রবারে তিলতর্পণ নিষিদ্ধ। কিন্তু অয়নসংক্রান্তি ও বিষুবসংক্রান্তিতে এবং গ্রহণে, বৃষোৎসর্গে, যুগাদ্যায়, মৃতাহে, উপাকর্ম্মে ও গঙ্গাতে এবং প্রেতপক্ষে ও তীর্থে নিষিদ্ধদিনেও তিলতর্পণ কর্ত্তব্য। তিলের অভাব হইলে সুবর্ণ ও রজতস্পৃষ্টজল দ্বারা তর্পণ করিবে। তিল বামকরের লোমরহিতস্থানে রাখিবে বস্ত্রে রাখিবে না। বৃষ্টিজল পতিত হইলে আবৃত স্থানে তর্পণ করিবে। গৃহে তর্পণ করিলে তর্পণের জল তাম্রাদিপাত্রে অথবা কুশে নিক্ষেপ করিবে। শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া গঙ্গাদিতে তর্পণ করিতে হইলে এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখা উচিত। স্ত্রীলোকের, অনুপনীত দ্বিজাতির, অসংস্কৃত অর্থাৎ যাহাদের কর্ণবেধাদি সংস্কার হয় নাই এরূপ শূদ্রের ও যাহাদের পিতা জীবিত আছে তাহাদের তর্পণে অধিকার নাই। বিধবা স্ত্রীলোক পুত্র পৌত্রের অভাবে স্বামীর ও শ্বশুরের এবং শ্বশুরের পিতার তর্পণ করিতে পারিবে।

সামবেদীয়তর্পণম্।

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক এই মন্ত্রপাঠ করিবে।

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

দেবতর্পণম্।

নাভি মাত্র জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বমুখে উপবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দৈবতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া নিক্ষেপ করিবে। *

ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং।

তৎপরে এই মন্ত্রপাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষা মাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥

---

* কোশা দ্বারা তর্পণ করিলে অঞ্জলি মধ্যে কোশা রাখিবে। দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণ কালে তিল ব্যবহার না করিয়া যব ব্যবহার করিবে।

মনুষ্যতর্পণম্ ।

তদনন্তর পশ্চিমাভিমুখে নিবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত মালাবৎ ধারণ করিয়া কায়তীর্থ দ্বারা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলপ্রদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

ঋষিতর্পণম্ ।

পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবীতী অর্থাৎ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া দেবতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং। ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং।

দিব্যপিতৃতর্পণম্ ।

দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দিয়া এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিলজল দিবে।

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎসতিল-গঙ্গোদকং * তেভ্যঃ স্বধা।

---

* গঙ্গা ভিন্ন জলে তর্পণ করিলে সতিলগঙ্গোদকং স্থানে সতিলোদকং বলিবেন।

ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

যমতর্পণম্।

পূর্ব্বেরন্যায় অবস্থান করিয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি সতিলজল দিবে।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

পিতৃতর্পণম্।

প্রথমে কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন করিবে।

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং।

তৎপরে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দিয়া অঞ্জলি করিয়া তিনবার তিলসহিত জল দিবে।

"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা"। তৎপরে এইরূপে ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহদিগের গোত্র

ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্তমন্ত্র তিন বার পাঠপূর্ব্বক তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

অনন্তর "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতা মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা" বলিয়া তিনবার জল দিবে। এইরূপে ক্রমে পিতামহী, প্রপিতামহী প্রত্যেকের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে মাতামহী, প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহী প্রত্যেকের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃব্য, মাতুল, বিমাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইলে তাহাদের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্তরূপে মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্মতর্পণম্।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্মপ্রণামঃ।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভি-রবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

তৎপরে "ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষা মাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া"।

পূর্ব্ববৎ অবস্থানাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে এক অঞ্জলি জল দিবে।

রামতর্পণম্।

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে।

লক্ষ্মণতর্পণম্।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

তিনবার এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে।

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকদানম্।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থলে উঠিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়নজল ভূমিতে একবার নিক্ষেপ করিবে।

পিতৃস্তুতিঃ।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতৃপ্রণামঃ ।

পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥

তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ।

ওঁ মদ্য কৃতৈতত্তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু । ওমস্ত্বিত্যাদি কৃতে ঽস্মিন্ তর্পণকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে । পরে দশবার "ওঁ বিষ্ণু" জপ করিয়া ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ । স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ । ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ । তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ । ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতমস্তু ।

ইতি সামবেদীয়তর্পণং সমাপ্তম্ ।

ঋগ্বেদীয়তর্পণম্।

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া প্রাচীনাবীতি অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক এই মন্ত্রপাঠ করিবে।

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

দেবতর্পণম্।

নাভি মাত্র জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বমুখে উপবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দৈবতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ আঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া নিক্ষেপ করিবে। *

ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং।

তৎপরে এই মন্ত্রপাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা-নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষা-মাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥

---

* কোশা দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে অঞ্জলি মধ্যে কোশা রাখিবে। দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণ কালে তিল ব্যবহার না করিয়া যব ব্যবহার করিবে।

মনুষ্যতর্পণম্।

তদনন্তর উত্তরাস্য হইয়া নিবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত মালাবৎ ধারণ করিয়া কায়তীর্থ দ্বারা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলপ্রদেশ স্পর্শপূর্ব্বক ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

ঋষিতর্পণম্।

পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবীতী অর্থাৎ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া দেবতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং।
ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং।
ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং।
ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং।

দিব্যপিতৃতর্পণম্।

দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দিয়া এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিলজল দিবে।

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎসতিল-গঙ্গোদকং * তেভ্যঃ স্বধা।

---

* গঙ্গাভিন্ন জলে তর্পণ করিলে সতিলগঙ্গোদকং স্থানে সতিলোদকং বলিবেন।

ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

যমতর্পণম্।

পূর্ব্বরস্থায় অবস্থান করিয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি সতিলজল দিবে।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

পিতৃতর্পণম্।

প্রথমে কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন করিবে।

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং।

তৎপরে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দিয়া অঞ্জলি করিয়া তিনবার তিলসহিত জল দিবে।

"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং এতৎ সতিল গঙ্গোদকং স্বধানমস্তর্পয়ামি"। তৎপরে এইরূপে ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহদিগের গোত্র

ও নাম উল্লেখ করিয়া, উক্তমন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

অনন্তর "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং এতৎ সতিলগঙ্গোদকং স্বধানমস্তর্পয়ামি" বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। এইরূপে ক্রমে পিতামহী, প্রপিতামহী প্রত্যেকের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে মাতামহী, প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহী প্রত্যেকের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃব্য, মাতুল, বিমাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইলে তাহাদের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্তরূপে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্মতর্পণম্।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্মপ্রণামঃ।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভির্বাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

তৎপরে "ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া"।

পূর্ব্ববৎ অবস্থানাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে এক অঞ্জলি জল দিবে।

রামতর্পণম্।

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে।

লক্ষ্মণতর্পণম্।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে।

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকদানম্।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থলে উঠিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়নজল ভূমিতে একবার নিক্ষেপ করিবে।

পিতৃস্তুতিঃ।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতৃপ্রণামঃ।

পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥

তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া।

ওমদ্যকৃতৈতত্তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওমদ্যেত্যাদিকৃতেঽস্মিন্ তর্পণকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। পরে দশবার "ওঁ বিষ্ণুঃ" জপ করিয়া ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতিশ্রুতিঃ। ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতমস্তু।

ইতি ঋগ্বেদীয়তর্পণং সমাপ্তম্।

যজুর্ব্বেদীয়তর্পণম্।

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক এই মন্ত্রপাঠ করিবে।

(ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্তিহ ॥)

দেবতর্পণম্।

নাভি মাত্র জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বমুখে উপবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দৈবতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া নিক্ষেপ করিবে। *

ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং।

তৎপরে এই মন্ত্রপাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষা মাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া ॥

---

* কোশা দ্বারা তর্পণ করিলে অঞ্জলি মধ্যে কোশা রাখিবে। দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণকালে তিল ব্যবহার না করিয়া যব ব্যবহার করিবে।

মনুষ্যতর্পণম্ ।

তদনন্তর উত্তরাস্য হইয়া নিবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত মালাবৎ ধারণ করিয়া কায়তীর্থ দ্বারা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলপ্রদেশ স্পর্শপূর্ব্বক ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

ঋষিতর্পণম্ ।

পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবীতী অর্থাৎ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া দেবতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং।
ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং।
ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং।
ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং।

দিব্যপিতৃতর্পণম্ ।

দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দিয়া এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিলজল দিবে।

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎসতিল-গঙ্গোদকং * তেভ্যঃ স্বধা।

* গঙ্গা ভিন্ন জলে তর্পণ করিলে সতিলগঙ্গোদকং স্থানে সতিলোদকং বলিবেন।

ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

যমতর্পণম্।

পূর্ব্বেরন্যায় অবস্থান করিয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি সতিলজল দিবে।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

পিতৃতর্পণম্।

প্রথমে কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন করিবে।

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষেহত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈরস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্। ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্ণন্তু পোঽঞ্জলিং।

ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্।

তৎপরে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ

ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দিয়া অঞ্জলি করিয়া তিনবার তিলসহিত জল দিবে।

"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিল-গঙ্গোদকং স্বধা"। তৎপরে এইরূপে ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহদিগের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্তমন্ত্র তিন বার পাঠপূর্ব্বক তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

অনন্তর "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে মাতরমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা" বলিয়া তিনবার তিলসহিত জল দিবে। এই রূপে ক্রমে পিতামহী, প্রপিতামহী প্রত্যেকের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে মাতামহী, প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহী প্রত্যেকের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। *

পিতৃব্য, মাতুল, বিমাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইলে তাহাদের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া উক্তরূপে মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্মতর্পণম্।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে তিন অঞ্জলি জল দিবে।

---

* ক্ষত্রিয়েরা তর্পণ করিলে দেবশর্ম্মন্ স্থানে ভ্রাতৃবর্ম্মন্ বলিবে, বৈশ্যেরা দত্তভূক্তে বলিবে এবং বৈদ্যেরা সেনগুপ্ত বা দাসগুপ্ত ইত্যাদি বলিবে।

ভীষ্মপ্রণামঃ।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভি-রবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

তৎপরে "ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষা মাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া"।

পূর্ব্ববৎ অবস্থানাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে এক অঞ্জলি জল দিবে।

রামতর্পণম্।

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে।

লক্ষ্মণতর্পণম্।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

তিনবার এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে।

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকদানম্ ।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থলে উঠিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়নজল ভূমিতে একবার নিক্ষেপ করিবে ।

পিতৃস্তুতিঃ ।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

পিতৃপ্রণামঃ ।

পিতৄন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥

তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ।

ওমদ্যকৃতৈতত্তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু । ওমস্ত্বিত্যাদিকৃতেঽস্মিন্ তর্পণকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে । পরে দশবার "ওঁ বিষ্ণুঃ" জপ করিয়া ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ । স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ । ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ । তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ । ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতমস্তু ।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়তর্পণং সমাপ্তম্ ।

শূদ্রাণাং তর্পণবিধিঃ।

শূদ্রেরা তর্পণ করিতে হইলে যজুর্ব্বেদীয় তর্পণানুসারে করিবে। কিন্তু "প্রণব" (ওঁ) ও "স্বধা" স্থানে "নমঃ" এবং দেবশর্ম্মন্ স্থানে দাস ও দেবি স্থানে দাসি বলিবে। তীর্থের ও পিতৃলোকের বেদোক্ত ও পুরাণোক্ত আবাহনাদি মন্ত্রসকল এবং দেব, ঋষি প্রভৃতি তর্পণের যে সমস্ত পৌরাণিক মন্ত্র আছে তাহা স্বয়ং পাঠ না করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইবে। ভীষ্মতর্পণ পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে এবং যম তর্পণের পরে করিবে। সুবিধার জন্ত পিতৃতর্পণের বাক্যরচনা এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

"বিষ্ণুর্নমোঽমুকগোত্র পিতরমুকদাস তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহ প্রভৃতির তর্পণ করিবে।

পরে বিষ্ণুর্নমোঽমুকগোত্রে মাতরমুকীদাসি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং নমঃ। এইরূপে পিতামহী ও প্রপিতামহী প্রভৃতির ও মাতামহী, প্রমাতামহী, এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহীর তর্পণ করিবে।

সাধারণবিধিঃ।

ব্রাহ্মণাদির যে সকল তর্পণ লিখিত হইল ইহা করিতে অসমর্থ হইলে কেবল, "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। প্রতিদিন ভীষ্মতর্পণ না করিলে দোষ নাই কিন্তু ভীষ্মাষ্টমীতে অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতে উহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গঙ্গাভিন্ন তীর্থের জলে তর্পণ করিতে হইলে সেই তীর্থের নামেরসহিত "উদকং" এই পদ যোগ করিবে। তিল রহিত তর্পণ করিতে হইলে কেবল "উদকং" বলা কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতি শূদ্রের স্তায় প্রণব ও বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া স্বস্ববেদীয় তর্পণ করিবে।

সন্ধ্যাবিধিঃ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনিকং বিধিং।
অনর্হঃকর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ॥
সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীয়েত অন্ত্যজন্মগতোঽপি সন্॥

স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া ত্রিকালে সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা না করিলে কোন বৈধকার্য্যে অধিকার হয় না। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ দারিদ্র্যাদি হীনাবস্থাতেও সন্ধ্যাপাসনায় তৎপর থাকেন সে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্টকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিত্যক্ত হয় না।

আর্য্যঋষিগণ ত্রিকালে সন্ধ্যার বিধান করিয়া দ্বিজাতির যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে আনন্দরসে শরীর পুলকিত হয়। কলিকালে দ্বিজাতিগণ স্বস্বকর্ত্তব্য বা উদ্দেশ্য অহোরাত্রের মধ্যে একবারও চিন্তা না করিয়া কেবল আত্মার ও আত্মীয়দিগের ক্ষণিক সুখসম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া ক্রমশঃ অধঃপতনের চরমসীমায় উপস্থিত হইবেন। সেই অবিবেকী পুরুষগণ যাহাতে অল্পসময়ও পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন্ তাহাই সন্ধ্যোপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিধানের আবশ্যকতা। সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা অবিরত বিনশ্বরবৈষয়িকরসাস্বাদে নিমগ্ন মানবগণ ক্রমশঃ চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া অনায়াসে নিত্যানন্দময় ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়।

সংসারিব্যক্তির পক্ষে স্থূলভাবে উপাসনা করাই প্রশস্ত। সেই চিন্ময়, অব্যক্ত, অচিন্ত্য পরব্রহ্মের সূক্ষ্মভাবে উপাসনা করিতে হইলে চিত্তের বৃত্তিনিরোধ একান্ত আবশ্যক, তাহা সংসারিব্যক্তির অসম্ভব, বা দুঃসাধ্য, এইজন্যই প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থানে স্থূলভাবে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং স্থূলভাবে উপাসনা করিতে করিতে পরিশেষে সূক্ষ্মভাবে উপাসনায় সমর্থ হইবে ইহাও বলিয়াছেন। সন্ধ্যোপাসনাতে জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, তাহা থাকিলেও সকলেরই প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম।

সন্ধ্যার অন্তর্গত মার্জ্জনদ্বারা বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি হয়, মার্জ্জন করিতে হইলে জল দ্বারা করিতে হয়, শাস্ত্রে বলিয়াছে, জল সাক্ষাৎ নারায়ণ, জলের পবিত্রতাগুণ থাকায় সৃষ্টিকর্ত্তা আদিতে জলে বীজবপন করিয়া পৃথিব্যাদির সৃজন করিয়াছেন। জলেতে পরমেশ্বরের অংশাধিক্য থাকায় প্রায় সর্ব্বত্র জলদ্বারাই শৌচ কার্য্য হইয়া থাকে। প্রাণায়ামদ্বারা শরীর লঘু হয় এবং চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা জন্মে। সন্ধ্যা না করিলে পাপ হয়, করিলে সঞ্চিত পাপের নাশ হয় এবং অন্তে ব্রহ্মলোক গমন করে।

সন্ধ্যা তিন প্রকার, প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। প্রাতঃসন্ধ্যার কাল রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিবার প্রথম একদণ্ড। সূর্য্যনক্ষত্রহীন মহূর্ত্তকালমাত্রই প্রাতঃসন্ধ্যার প্রশস্ত কাল। মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল অষ্টমমুহূর্ত্ত অর্থাৎ পঞ্চদশদণ্ড ও ষোড়শদণ্ড। সায়ংসন্ধ্যার কাল দিবার শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথমএকদণ্ড। সন্ধ্যার যথোক্তকাল অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপদ্বারা

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিবে। দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না এবং জননমরণা-শৌচে কোন সন্ধ্যাই করিবে না। ক্ষতাশৌচে সন্ধ্যা করিতে নিষেধ নাই। পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও বায়ুকোণাস্য হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে। স্বয়ং অসমর্থ হইলে প্রতিনিধিদ্বারা সন্ধ্যা করাইবে।

সন্ধ্যোপাসনার মধ্যে গায়ত্রীর বিশদভাবে উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। দ্বিজাতির গায়ত্রীই প্রধান উপাস্যদেবতা। এমন কি কেবল গায়ত্রীজপদ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। অতএব গায়ত্রী ও তদর্থ নিম্নে বিশদভাবে লিখিত হইল।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

গায়ত্রীর আদিতে "ওঁ" শব্দ এবং "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি দিয়া এবং অন্তেও "ওঁ" শব্দ দিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

অ উ ম্ এই তিনবর্ণ দ্বারা "ওঁ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদেতে অ শব্দে ব্রহ্মা, উ শব্দে বিষ্ণু, ম শব্দে মহেশ্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও "ওঁ" শব্দ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরস্বরূপ পরব্রহ্ম বাচক জানিতে হইবে। যথা

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতিত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিং॥ গীতা
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বিহিতঃ পুরা॥ স্মৃতিঃ

যে উপাসক "ওঁ" এই ব্রহ্মরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং আমাকে চিন্তা করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে সেই উপাসক পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনশব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করা বিধি। ইহাতে মন্ত্রের ন্যূনতাপ্রভৃতি অঙ্গহানিদোষ হয় না। যথা—

যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ং।
যদমেধ্য মশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারেণ পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাবিকলং ভবেৎ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ন্যূন, অতিরিক্ত, অযজ্ঞিয় ও অশুদ্ধাদি মন্ত্র "ওঁ" শব্দ পূর্ব্বে দিয়া পাঠ করিলে অবিকল ফল হয়। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি মহাব্যাহৃতি অব্যয়ফলদ অর্থাৎ মোক্ষদ। যথা—

ভূরাদ্যাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ছন্দোগ-পরিশিষ্টং॥

ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই চরাচর-ত্রৈলোক্যই গায়ত্রীর মূর্ত্তি।

গায়ত্রীর অর্থ—

(দেবস্য সবিতুঃ) দীপ্তিযুক্তজগৎপ্রসবকারিসূর্য্যের (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মকত্রৈলোক্যরূপ অর্থাৎ বিরাটশরীর ও (বরেণ্যং) জন্মমৃত্যু হইতে ভীতব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়ত উপাসনীয় (তৎভর্গঃ) সেই পরমব্রহ্মস্বরূপ যে জ্যোতিঃ তাহাকে আমরা "সোঽহমস্মি" অর্থাৎ অভেদজ্ঞানে

(ধীমহি) চিন্তা করি। (যঃ) সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মস্বরূপ যে ভর্গ অর্থাৎ জ্যোতিঃ (নঃ) আমাদের (ধিয়ঃ) বুদ্ধিকে অবিরত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপচতুর্ব্বর্গে (প্রচোদয়াৎ) প্রেরণ করিতেছেন।

গায়ত্রীর এইরূপ অর্থজ্ঞান করিয়া প্রতিদিন নির্জ্জনে নিবিষ্ট চিত্তে জপ করিলে, ক্রমশঃ বিমলানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পরব্রহ্মের গায়ত্রী নাম হইবার কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্‌গায়ত্রীত্ব মিতি স্মৃতা। স্মৃতিঃ।

অর্থাৎ গানকারি ব্যক্তিকে রক্ষা করেন্ বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে গায়ত্রী বলিয়া থাকেন্।

সামবেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

প্রথমে দুই বার আচমন করিয়া—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

অথ মার্জ্জনম্।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জল ক্ষেপন করিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বত।
আপো জনয়থা চ নঃ॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কেবল প্রাতঃ-সন্ধ্যার সময় পাঠ করিবে।

ওঁ নত্বাতু পুণ্ডরীকাক্ষ মুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে ॥*

অথ প্রাণায়ামঃ।

এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জল বেষ্টন করিবে।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনি-য়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপংক্তি ত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যা-শ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর দক্ষিণবৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণনাসিকা ধারণপূর্ব্বক বামনাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং

* এই মন্ত্রটি সকল পদ্ধতিতে নাই।

হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়ন্। ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

পরে দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ চাপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা বামনাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভকপূর্ব্বক—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

অনন্তর দক্ষিণ নাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগপূর্ব্বক—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

ইতি প্রাণায়ামঃ।

অথাচমনম্।

প্রাতরাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্নাহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমা-পোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং॥ যদু-চ্ছিষ্ট মভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽ-সতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃপ্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যু-কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ মকার্ষং মনসা বাচা

হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

পুনর্মার্জ্জনম্।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিবে।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা আপো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

অঘমর্ষণম্।

অনন্তর এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে স্থাপনকরিয়া—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিশ্বাসদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপসমূহ নির্গত হইয়া জলগণ্ডূষে মিলিত হইয়াছে এই রূপ চিন্তা করিয়া উক্ত জল বামপার্শ্বে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

এই রূপ তিন বার অথবা এক বার করিয়া হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অনন্তর প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। মধ্যাহ্নে একবার দিবে।

গায়ত্রী—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অথ সূর্য্যোপস্থানম্।

পাদাগ্রে ভার স্থাপন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বা বসিয়া, প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, মধ্যাহ্নে উর্দ্ধেতে বাহু রাখিয়া, এবং সায়ংকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়পাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানা মুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্র বলিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ।

ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ। ওঁ উপজায় নমঃ।*

অথাবাহনম্।

কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্রপাঠ করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

অথাঙ্গন্যাসঃ।

ওঁ হৃদি। ভূঃ শিরসি। ভুবঃ শিখায়াং। স্বঃ সর্ব্বাঙ্গে। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এই সমস্ত বলিয়া হৃদয়াদিস্থান স্পর্শ করিবে। শেষের মন্ত্রটি পাঠ করিয়া বামহস্ততলে দক্ষিণকরাঘাত করিবে। এইরূপ তিন বার করিবে।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ॥ এই পাঠ করিবে। অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীধ্যানম্।

প্রাতর্ধ্যানমন্ত্রঃ।

প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

* পিতৃহীন ব্যক্তি এই স্থলে প্রতিদিন পিত্রাদির তর্পণ করিবেন।

মধ্যাহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

সায়াহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা অর্দ্ধচন্দ্রাভরণা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া। এই রূপ ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

প্রাতঃকালে বক্ষঃস্থলের নিকটে বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ হস্তকে চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখে বক্রভাবে করতলকে রাখিয়া, সায়াহ্নে হস্তকে অধোমুখে রাখিয়া, জপ করিতে হয়।

এই গায়ত্রী যথাশক্তি (১০০৮ বা ১০৮, বা ১০ বার) জপ করিবে।

গায়ত্রীবিসর্জ্জনম্।

এই মন্ত্র দ্বারা এক অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিয়া গায়ত্রীর বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে ও প্রণাম করিবে।

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্।
ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ॥

তৎপরে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞ মন্ত্র পাঠ করিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞমন্ত্রাঃ।

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ গৌতম ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ পিপ্পলাদ ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥

আত্মরক্ষা।

দক্ষিণকরের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মস্তকে জলপ্রক্ষেপ করিবে।

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম

মর়াতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষিবদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥

রুদ্রোপস্থানম্।

কৃতাঞ্জলি হইয়া বিরূপাক্ষমন্ত্র জপ করিবে।

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ॥

পরে নিম্নোক্ত প্রত্যেকমন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।

সূর্য্যার্ঘ্যঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

সূর্য্যপ্রণামঃ।

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

অনন্তর একগণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জটা মার্জ্জনা করিয়া জল ফেলিবে।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

ইতি সামবেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ

অথ ঋগ্বেদিনামাশ্বলায়নশাখিনাং সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণপূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

অথ প্রাণায়ামঃ।

এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জলবেষ্টন করিবে।

ওঁ কারস্ত ব্রহ্মর্ষিঃ পরমাত্মা দেবতা দেবী গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

সপ্তানাং ব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্রজমদগ্নিভরদ্বাজগৌতমাত্রিবশিষ্ঠ-কশ্যপা ঋষয়ঃ গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুজ্জগত্য শ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণা-য়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতি ঋষি র্ব্রহ্মাগ্নিবায্বাদিত্যা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর দক্ষিণবৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণনাসিকা ধারণপূর্ব্বক বাম-নাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং

হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়ন্। ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

পরে দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ চাপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা বামনাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভকপূর্ব্বক—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

অনন্তর দক্ষিণনাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগপূর্ব্বক—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

অথ সংকল্পঃ।

প্রাতঃসন্ধ্যার সময়—ওঁ প্রাতঃসন্ধ্যামহমুপাসে।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যার সময়—ওঁ মধ্যাহ্নসন্ধ্যামহমুপাসে।

সায়ং সন্ধ্যার সময়—ওঁ সায়ংসন্ধ্যামহমুপাসে।

এইরূপ সংকল্প করিবে।

অথ মার্জ্জনম্।

অনন্তর শুদ্ধপাত্রে অথবা বামহস্ততলে জল স্থাপন করিয়া সেই জলে এই মন্ত্রদ্বারা তীর্থ আবাহন করিবে।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

পরে দক্ষিণহস্তাঙ্গুলীদ্বারা নিম্নোক্ত সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত জল মস্তকে সেচন করিবে।

আপোহিষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপোদেবতা আদ্যানাং চতসৃণাং গায়ত্রী পঞ্চম্যা বর্দ্ধমানা সপ্তম্যা প্রতিষ্ঠা অন্ত্যয়োরনুষ্টুপ্ ছন্দোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁযোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হনঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ওঁ শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে। সংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। আপো যাচামি ভেষজং॥ ওঁ অপ্সু মে সোমোঽব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চবিশ্বভেষজীঃ॥ ওঁ আপঃপৃণীত ভেষজংবরূথং তন্বে

মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে॥ ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বাশেপ উতানৃতং॥ ওঁ আপোঽদ্যান্ব-চারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তন্মা সং সৃজ বর্চ্চসা॥

অথাচমনম্।

প্রাতরাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চেতিমন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষি: সূর্য্যমন্যুমন্যুপতয়োদেবতাঃ প্রকৃতি-শ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁসূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যু-কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণু ঋষিরাপো দেবতাঃ অষ্টিশ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং॥ যদুচ্ছিষ্ট মভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়মাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিরগ্নিমন্যুমন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতি-

ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ মকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রি স্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

পুনর্ম্মার্জ্জনম্।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মস্তকে জলপ্রক্ষেপ করিবে।

আপোহিষ্ঠেতি ঋকৃত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষি রাপোদেবতা গায়ত্রী ছন্দ আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষযায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

অঘমর্ষণম্।

অনন্তর এক গণ্ডূষজল নাসিকাগ্রে স্থাপনকরিয়া—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি সূক্তস্য অঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চসত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব পূতং। পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্ত মৈনসঃ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিশ্বাসদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপসমূহ নির্গত হইয়া জলগণ্ডূষে মিলিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্ত জল বামপার্শ্বে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিনবার অথবা একবার করিয়া হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যদানম্।

প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক তিনবার সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য-দানে বিনিয়োগঃ।

মধ্যাহ্নকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

আকৃষ্ণেণেতি মন্ত্রস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ-চ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যকে একবার অর্ঘ্য দিবে।

ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥

তৎপরে এই মন্ত্রে জলদ্বারা আত্মাকে বেষ্টন করিবে।

ওঁ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম।

অনন্তর এই মন্ত্রে আচমন করিবে।

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতানাং গুহায়াং বিশ্বতো মুখঃ। ত্বং যজ্ঞ ত্বং বষট্কার আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং স্বাহা॥

পরে দেবতীর্থদ্বারা নিম্নোক্ত প্রত্যেক দেবতাকে এক অঞ্জলী করিয়া জলদিবে। যথা—

ওঁ আদিত্যং তর্পয়ামি। ওঁ সোমং তর্পয়ামি। ওঁ মঙ্গলং তর্পয়ামি। ওঁ বৃহস্পতিং তর্পয়ামি। ওঁ শুক্রং তর্পয়ামি। ওঁ শনৈশ্চরং তর্পয়ামি। ওঁ রাহুং তর্পয়ামি। ওঁ কেতুং তর্পয়ামি।

এইরূপে তর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৎ একবার প্রাণায়াম করিবে।

অথাঙ্গন্যাসঃ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।

গায়ত্র্যাবিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অঙ্গন্যাসে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বরেণ্যং শিরসে স্বাহা। ওঁ ভর্গো দেবস্য শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধীমহি কবচায় হুং। ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ প্রচোদয়াৎ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এই সমস্ত বলিয়া হৃদয়াদিস্থান স্পর্শ করিবে। শেষের মন্ত্রটি পাঠ করিয়া বামহস্ততলে দক্ষিণকরাঘাত করিবে। এইরূপ তিন বার করিবে।

গায়ত্রীধ্যানম্।

প্রাতর্ধ্যানমন্ত্রঃ।

বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগা-ভরণাং চতুর্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং

ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূলোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

মধ্যাহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়্গখট্টাঙ্গডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুলোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

সায়াহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ॥

অথাবাহনম্।

কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহনমন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতরিদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ॥

ওঁ যদহ্না কুরুতে পাপং তদহ্না প্রতিমুচ্যতে। যদ্রাত্র্যা কুরুতে পাপং তদ্রাত্র্যা প্রতিমুচ্যতে। সর্ব্ববর্ণে মহাদেবি সন্ধ্যাবিদ্যে সরস্বতি॥

ওঁ ওজোহসি সহোহসি বলমসি ভ্রাজোহসি দেবানাং ধামনামাসি। বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ু রভিভূরোম্। ওঁ গায়ত্রীমাবাহয়ামি ওঁ সাবিত্রীমাবাহয়ামি ওঁ সরস্বতীমাবাহয়ামি

ওঁ শ্রিয়মাবাহয়ামি। ওঁ বলমাবাহয়ামি। ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধাভব। গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্মুখং, ব্রহ্মা শিরঃ, বিষ্ণুর্হৃদয়ং, রুদ্রঃ শিখা, পৃথিবী যোনিঃ, ত্রৈলোক্যং চরণাঃ, প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ প্রাণাঃ, শ্বেতো বর্ণঃ, সাঙ্খ্যায়নগোত্রা চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী ত্রিপদা ষট্কুক্ষিঃ, পঞ্চশীর্ষোপনয়নে জপে বিনিয়োগঃ। এইরূপ পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

প্রাতঃকালে বক্ষঃস্থলের নিকটে বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ হস্তকে চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখে বক্রভাবে করতলকে রাখিয়া, সায়াহ্নে হস্তকে অধোমুখে রাখিয়া, জপ করিতে হয়।

এই গায়ত্রী যথাশক্তি (১০০৮ বা ১০৮, বা ১০ বার) জপ করিবে।

গায়ত্রী জপ করিয়া গায়ত্রীর উপস্থান মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

* ওঁ জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষি র্জাতবেদোঽগ্নি র্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনুবাম

* অনেকে এই সকল মন্ত্রকে আত্মরক্ষার মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন্।

সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুংদুরিতাত্যগ্নিঃ॥ তচ্ছংযো রিত্যস্য সংযুশ্ব ঋষি র্বিশ্বেদেবা দেবতা শকরীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে ইত্যস্য প্রজাপতি ঋষি র্বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছংযো রাবৃণীমহে॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণে অস্ত্বগ্নয়ে॥

পরে একবার পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

অথ সূর্য্যোপস্থানম্।

পাদাগ্রে ভার স্থাপন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বা বসিয়া, প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, মধ্যাহ্নে উর্দ্ধেতে বাহু রাখিয়া, এবং সায়ংকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে।

প্রাতঃ সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রাঃ।

চিত্রং দেবানামিতি যড়ৃচস্য সূক্তস্য কুৎসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ ওঁ সূর্য্যোদেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ। যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং॥ ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ। নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ॥ ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সঞ্জভার। যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থা দাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ॥ ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণ

স্থাভিচক্ষে স্থর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে। অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি॥ ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্ত নিরংহসঃ পিপৃতানিরবদ্যাৎ। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ॥

মধ্যাহ্নস্থর্য্যোপস্থানমন্ত্রাঃ।

উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্থ সূক্তস্থ কাণ্বপ্রস্কণ্ব ঋষিঃ স্থর্য্যো দেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতুস্থণাং অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ স্থর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥ ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥ ওঁ অদৃশ্রমস্থ কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা॥ ওঁ তরণির্ব্বিশ্বদর্শিতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনং॥ ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে॥ ওঁ যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি॥ ওঁ বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানোঽক্তুভিঃ। পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য॥ ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ॥ ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ॥ ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥ ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্র মহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং। হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়॥ ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি। অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি॥ ওঁ উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ। দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মোঽহং দ্বিষতে রধং॥

সায়াহ্নসূর্য্যোপস্থানমন্ত্রাঃ।

মো ষু বরুণেতি পঞ্চর্চ্চস্য বশিষ্ঠ ঋষির্ব্বরুণো দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মো ষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি (ধৃতি) র্ন ধ্মাতোঽদ্রিব। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ওঁ ক্রত্বঃ সমহদীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ওঁ যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি। অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ পরে দিগাদিপ্রণাম করিবে।

অথ দিগাদিপ্রণামঃ।

ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌ভ্যো নমঃ। ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ। ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ।

ওঁ আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং। সর্ব্ব দেবনমস্কারং কেশবং প্রতিগচ্ছতি। ওঁ কেশবায় নমঃ। পরে গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে।

অথ গায়িত্রীবিসর্জ্জনম্।

এই মন্ত্র দ্বারা এক অঞ্জলি জলনিক্ষেপ করিয়া গায়ত্রীর বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ উত্তমে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখং॥ অনন্তর এই মন্ত্র বলিয়া দেব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবে।

ওঁ আসত্যালোকা দাপাতালাদালোকালোকপর্ব্বতাৎ। যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবাস্তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

তৎপরে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞ মন্ত্রপাঠ করিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞমন্ত্রাঃ।

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতম্॥ যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বাববঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ গৌতম ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতো সৎসি বর্হিষি॥ পিপ্পলাদ-ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥* অনন্তর সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল দ্বারা তিনবার সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।

---

* পিতৃহীন ব্যক্তি এই স্থলে প্রতিদিন পিত্রাদির তর্পণ করিবেন।

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

সূর্য্যপ্রণামঃ।

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

অনন্তর একগণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া জল ফেলিবে।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

ইতি ঋগ্বেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ॥

যজুর্ব্বেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

প্রথমে দুই বার আচমন করিয়া—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

অথ মার্জ্জনম্।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কেবল প্রাতঃসন্ধ্যার সময় পাঠ করিবে।

ওঁ নত্বাতু পুণ্ডরীকাক্ষ মুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে॥*

অথ প্রাণায়ামঃ।

এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জল বেষ্টন করিবে।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর দক্ষিণবৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণনাসিকা ধারণপূর্ব্বক বামনাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং

* এই মন্ত্রটি সকল পদ্ধতিতে নাই।

হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়ন্। ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পাঠ করিবে।

পরে দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ চাপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা বামনাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভকপূর্ব্বক—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

অনন্তর দক্ষিণনাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগপূর্ব্বক—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। পাঠ করিবে।

অথাচমনম্।

প্রাতরাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্নাহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমা-পোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋর্ষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং॥ যদু-চ্ছিষ্ট মভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽ সতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়মাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃপ্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যু কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ মকার্ষং মনসা বাচা

হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

পুনর্মার্জ্জনম্।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিবে।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা আপো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অর ঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

অঘমর্ষণম্।

অনন্তর এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে স্থাপনকরিয়া—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিশ্বাসদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপসমূহ নির্গত হইয়া জলগণ্ডূষে মিলিত হইয়াছে এই রূপ চিন্তা করিয়া উক্ত জল বামপার্শ্বে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

এই রূপ তিন বার অথবা এক বার করিয়া হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অনন্তর প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। মধ্যাহ্নে একবার দিবে।

গায়ত্রী—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

অথ সূর্য্যোপস্থানম্।

পাদাগ্রে ভার স্থাপন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বা বসিয়া, প্রাতঃ-কালে সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধেতে বাহু রাখিয়া, এবং সায়ংকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়পাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যো-পস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা পুর উষ্ণিক্ ছন্দো মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিযোগঃ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেব হিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং

জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শত-মদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যা মবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥

সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি। সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে॥

হিরণ্যস্তূপাঙ্গিরা ঋষিঃ সাবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো-পস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ন্দেবানা মনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥

পরে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাত র্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

অথাঙ্গন্যাসঃ।

ওঁ হৃদি। ভূঃ শিরসি। ভুবঃ শিখায়াং। স্বঃ সর্ব্বাঙ্গে। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এই সমস্ত বলিয়া হৃদয়াদিস্থান স্পর্শ করিবে। শেষের মন্ত্রটি পাঠ করিয়া বামহস্ততলে দক্ষিণকরাঘাত করিবে। এইরূপ তিন বার করিবে।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। এই পাঠ করিবে। অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীধ্যানম্।

প্রাতর্ধ্যানমন্ত্রঃ।

প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

মধ্যাহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

সায়াহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূল-ডমরুকরা অর্দ্ধচন্দ্রাভরণা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া। এই রূপ ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

প্রাতঃকালে বক্ষঃস্থলের নিকটে বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ হস্তকে চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখে বক্রভাবে করতলকে রাখিয়া, সায়াহ্নে হস্তকে অধোমুখে রাখিয়া, জপ করিতে হয়।

এই গায়ত্রী যথাশক্তি (১০০৮ বা ১০৮, বা ১০ বার) জপ করিবে।

গায়ত্রীবিসর্জ্জনম্।

এই মন্ত্র দ্বারা এক অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিয়া গায়ত্রীর বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং॥

তৎপরে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞ মন্ত্র পাঠ করিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞমন্ত্রাঃ।

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ গৌতম ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ পিপ্পলাদ ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ *

* পিতৃহীন ব্যক্তি এই স্থলে প্রতিদিন পিত্রাদির তর্পণ করিবেন।

আত্মরক্ষা।

দক্ষিণকরের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মস্তকে জলপ্রক্ষেপ করিবে।

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥

সূর্য্যার্ঘ্যঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

সূর্য্যপ্রণামঃ।

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

অনন্তর একগণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া জল ফেলিবে।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

ইতি যজুর্ব্বেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ।

তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ।

"সন্ধ্যালোপো ন কর্ত্তব্যঃ শম্ভোরাজ্ঞৈব মেবহি।"
শৈবাগমঃ।

সন্ধ্যা লোপ করিবে না। এইরূপ মহাদেবের আজ্ঞা। যাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছে তাঁহারাই তান্ত্রিকসন্ধ্যা করিতে পারিবেন। বৈদিকসন্ধ্যা যেরূপ ত্রিকালে করিতে হয়, তান্ত্রিক সন্ধ্যাও সেইরূপ ত্রিকালে করা বিধি। দ্বিজাতিরা প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া যথাক্রমে তান্ত্রিকসন্ধ্যা করিবেন।

বৈদিকসন্ধ্যাতে কালাতিপাতের যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে ও সেইরূপ গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা বিধি। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা পতিত হইলে বৈদিকসন্ধ্যাতে ১০ বার বৈদিকগায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তান্ত্রিকসন্ধ্যাতে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। দ্বাদশ্যাদিতে সায়ংকালে দ্বিজাতির বৈদিকসন্ধ্যায় অধিকার থাকে না, অতএব তাঁহারা উক্তদিনে সায়ংসন্ধ্যা কালাতিপাতের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তান্ত্রিকগায়ত্রী জপ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রদের বৈদিকগায়ত্রীতে অধিকার নাথাকায় তাহারা তান্ত্রিক সন্ধ্যাকালাতিপাতের প্রায়শ্চিত্ত তান্ত্রিকগায়ত্রী দ্বারা করিবেন।

যাহাদের পিতা জীবিত আছেন তাহারাও তান্ত্রিকসন্ধ্যার অন্তর্গত তর্পণ করিতে পারিবেন। দ্বাদশ্যাদিতিথিতে ও সংক্রান্ত্যাদিতে বৈদিকসন্ধ্যা না করিলেও তান্ত্রিকসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। জননমরণাশৌচে বৈদিকসন্ধ্যার ন্যায় তান্ত্রিকসন্ধ্যাও করিবে না।

স্ত্রী ও শূদ্র তান্ত্রিকসন্ধ্যা করিবে কিন্তু "ওঁ" ও "স্বাহা" স্থানে নমঃ বলিবে।

কালী তারা এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্রোপাসকেরা জননমরণাশৌচেও প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, সাঙ্গমূলমন্ত্রজপ, নমস্কার, শিবপূজা এবং কাল্যাদি ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারিবে, কিন্তু সন্ধ্যা করিবে না।

তান্ত্রিকসন্ধ্যার অন্তর্গত তর্পণ তিন সন্ধ্যাতেই করিবে।

কোন কোন পণ্ডিত "প্রাত র্ন তর্পণং কার্য্যং ন চ সায়ং বিশেষতঃ" ইত্যাদি তারারহস্যগ্রন্থের বচন দেখিয়া এবং "সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী জ্ঞেয়া সায়ং তর্পণবর্জ্জিতা" ইত্যাদি কৃষ্ণানন্দভট্টাচার্য্যপরিগৃহীতবচন দেখিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তর্পণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ তারারহস্যের বচনটি অমূলক অর্থাৎ গ্রন্থকার কোন তন্ত্র হইতে এই বচন সংগ্রহ করিলেন তাহা প্রকাশ করেন নাই। সমূলক হইলেও তারামন্ত্রোপাসকের সম্বন্ধে বিধি বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় বচনার্দ্ধটি মহামহোপাধ্যায়কৃষ্ণানন্দভট্টাচার্য্যের কল্পিত পাঠ, কারণ উক্তরূপ পাঠ কোন সংগ্রহকারেরা উল্লেখ করেন নাই, বস্তুতঃ ত্রিসন্ধ্যায় তর্পণ করা বাচনিক। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

মহাকালমোহিনীতন্ত্রে।

ত্রিসন্ধ্যং তর্পণং কার্য্যং দেবাদীনাং জগৎপ্রিয়ে।
সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রদাতব্যং রাত্রাবপি ন সংশয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে।

ত্রিসন্ধ্যা মেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ততস্তু তর্পয়েদ্দেবি দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ॥

তর্পণের ন্যায় ত্রিসন্ধ্যাতে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

প্রমাণম্॥

অর্ঘ্যহীনাতু যা সন্ধ্যা শোকদুঃখপ্রদা মতা।
অর্ঘ্যং ত্রিসন্ধ্যং দেয়ঞ্চ অন্যথা নিষ্ফলোভবেৎ॥

তারারহস্যবচনং।

তান্ত্রিকসন্ধ্যা। *

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই তিনমন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া আচমন করিবে। পরে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। †

অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা গঙ্গাদি তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দেখাইবে।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

পরে তিনবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেইজল তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে ও সাতবার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে সাতবার প্রক্ষেপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্ততলে জল লইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা সেইজল আচ্ছাদনপূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এইমন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুলীবিবর হইতে গলিতউদকবিন্দু তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা মূলমন্ত্র সাতবার উচ্চারণ পূর্ব্বক সাতবার মস্তকে প্রক্ষেপ করিবে; এবং অবশিষ্ট মন্ত্রপূতজল বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে তেজঃস্বরূপ চিন্তাপূর্ব্বক নাসিকারন্ধ্র সমীপে স্থাপন করিবে। পরে উক্ত জল ইড়ানাড়ীদ্বারা প্রবেশ করিয়া দেহান্তর্গত

---

* উল্লিখিত তান্ত্রিকসন্ধ্যা শক্তিমন্ত্রোপাসকের। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকদিগের প্রায় এইরূপই পদ্ধতি, যাহা কিছু বিশেষ আছে তাহা গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

† বৈষ্ণবেরা "ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া তিনবার জলবিন্দু পানপূর্ব্বক আচমন করিবে। এবং উক্তরূপে বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

পাপরাশিকে প্রক্ষালনপূর্ব্বক পিঙ্গলানাড়ীদ্বারা বহির্গত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ পাপরূপ হইল, এইরূপ ভাবনা করিয়া সম্মুখস্থকল্পিত-শিলাখণ্ডে "ফট্" মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে।

তর্পণম্। *

বামহস্তে তত্ত্বমুদ্রার উপরে দক্ষিণহস্তদ্বারা নিম্নোক্ত এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক বার জল দিবে।

ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি। ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি। ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি। ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি। ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি।

বৈষ্ণবেরা উক্তরূপে নিম্নোক্তমন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া প্রত্যেককে তিন তিন বার জল দিবে।

ওঁ নারদং তর্পয়ামি। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি। ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি। বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈনেয়ং তর্পয়ামি। ওঁ গুরূং তর্পয়ামি।

অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসকদের তর্পণবিধি গুরুসমীপে জ্ঞাতব্য।

পরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক † "ওঁ অমুক দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার জল দিবে।

---

* যামলতন্ত্রের মতে গায়ত্রী জপের পর তর্পণ করা কর্ত্তব্য।

† বৈষ্ণবেরা ইষ্টদেবতার তর্পণমন্ত্রের আদিতে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ বলিবে। স্ত্রী ও শূদ্রেরা "ওঁ" ও "স্বাহা" স্থানে নমঃ বলিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দূর্ব্বাক্ষতরক্তকুসুমাদি দ্বারা অভাবে কেবল জল দ্বারা সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে।

ওঁ হ্রীং হংসঃ (কিম্বা ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য) ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

তারামন্ত্রোপাসকেরা ওঁ হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা বলিবে। *

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা গায়ত্রী পড়িয়া ইষ্টদেবতাকে তিনবার পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দিবে।

প্রাতঃকালে।

ওঁ উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীঅমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।

মধ্যাহ্নকালে।

ওঁ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীঅমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।

সায়ংকালে।

সূর্য্যাস্তমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীঅমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীধ্যানম্।

প্রাতর্ধ্যানমন্ত্রঃ।

উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

* যজুর্ব্বেদীও শূদ্রেরা "এবং অর্ঘ্যঃ" বলিবে।

মধ্যাহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্র লসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥

সায়াহ্নধ্যানমন্ত্রঃ।

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেৎ॥

* পরে যথা শক্তি ১০৮ বা ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবে। জপের নিয়ম জপ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

পরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমাপন করিবে।

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ †

অনন্তর "রং" এই মন্ত্র দ্বারা মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দক্ষিণনেত্রের অন্তভাগ এবং ললাট ক্রমে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—

(বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় (মধ্যে) ওঁ অমুকদেবতায়ৈ বা দেবায় নমঃ।

---

* গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র এবং দেবতার নাম গুরুর উপদেশানুসারে জানিবে।

† পুরুষ দেবতা হইলে এইরূপ পাঠ করিবে। ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

পরে মূলমন্ত্র দ্বারা করাঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম ও ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া মস্তকে দেবতার মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। অনন্তর গুরু দেবতা ও মন্ত্রে একরূপ চিন্তা করিয়া তত্তদ্দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক ১০০৮ বা ১০৮ অথবা ১০ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্ব মিত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া জপ সমাপন করিবে।

পরে প্রাণায়াম করিয়া দেবতার ও গুরুর প্রণাম করিবে।

দেবতাপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোঽস্তুতে॥

পুরুষদেবতাপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

গুরুপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইতি তান্ত্রিকসন্ধ্যা সমাপ্তা।

পূজাবিধিঃ।

ক্ষমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥
যথাবিধি গুরো দীক্ষাং গৃহীত্বা সাধকোত্তমঃ।
তথৈব চ যজেদ্দেবীং নিত্যং প্রাতরনন্যধীঃ॥
পূজনং প্রত্যহং কার্য্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তে ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

ক্ষমা, শৌচ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, সত্য, দান, অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থানুসরণ, সর্ব্বভূতে দয়া, সরলতা, নির্লোভ, অনভ্যসূয়া, (পরগুণেতে দোষারোপ না করা) দেবতা এবং ব্রাহ্মণের পূজা এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম। অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই এই সকল করা কর্ত্তব্য।

সাধক গুরুসমীপে যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ভক্তিসহকারে অনন্যচিত্তে দেবতার পূজা করিবে।

ইহলোকে কর্ম্মজন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম পুরুষবর্গ দেবতার পূজা করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত বচন পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, সকলেরই প্রতিদিন পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শালগ্রামশিলা,

মৃণ্ময়ী বা দারুময়ী অথবা শিলাময়ী প্রতিমা, ও ঘট, জল, অগ্নি প্রভৃতি পূজা করিবার আধার। প্রতিমাদিতে ব্রহ্মের আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। "ব্রহ্মের আবাহন" এই কথাটি পাঠ করিয়া হয়ত কোন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। অতএব এস্থানে আমি দুই এক কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভারতে পাশ্চাত্যসভ্যতার উৎকর্ষের সহিত আমাদের আচার ও ব্যবহারের অপকর্ষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বলাবাহুল্য, বর্ত্তমান কালে অনেকেই আমাদের পৌত্তলিকপূজার নিন্দা এবং আভ্যন্তরীণকারণ অনুসন্ধানেচ্ছু না হইয়া ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের যাথার্থ্যনির্ণয় না করিয়া নানাবিধ অসঙ্গত-যুক্তিদ্বারা ভক্তিমান্‌ব্যক্তিদের চিত্তকে নানারূপ সন্দেহ-তিমিরে আচ্ছন্ন করিতেছেন। অহো! কালের কি বৈচিত্র্য গতি। স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়া আমাদের চিরন্তন বংশপরম্পরাপ্রচলিত সদাচার, ধর্ম্ম ও ক্রিয়ার উন্নতি বা রক্ষা করা দূরে থাক, সে সকল যাহাতে একেবারে লোপ হয় তাহাই পরমপুরুষার্থ বোধ করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা একটা বিষয়ের যত অল্পসময়ের মধ্যে নিন্দা করিতে সমর্থ হন, তৎপরিমাণসময়ও শাস্ত্রান্তর্নিহিত গূঢ়ার্থের মীমাংসা করেন না, যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক পূজার উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রে লিখিত আছে, কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি কোন প্রকারে হইতে পারেনা। বাস্তবিক একথা যথার্থ। এক্ষণে সেই সকল মহাত্মাদের ভ্রম দূরীকরণার্থ যথাসাধ্য যুক্তি ও

শাস্ত্রীয়প্রমাণ এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। আশাকরি তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া ভ্রান্তি দূর করিবেন।

তাঁহারা বলিয়া থাকেন কালী, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি চিন্তা করিলে অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের বিকাশ কোন রূপেই হইতে পারেনা, কারণ যে বস্তু অরূপ তাহার অনুরূপ চিন্তা কি করিয়া হইতে পারে। এ বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরে লিখিব, প্রথমে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা উচিত। সংসারে কুক্রিয়াসক্ত নিষ্ঠুর মূর্ত্তিমান পুরুষকে দেখিলে লোকের যেরূপ অমূর্ত্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়, অথবা শান্তস্বভাব বিনয়ী সুন্দর পুরুষকে দেখিলে যেরূপ অমূর্ত্ত স্নেহের আবির্ভাব হয়, কিম্বা প্রশান্তচিত্ত পরোপকারনিরত কোন মহাপুরুষকে দেখিলে যেমন অমূর্ত্তীমতী ভক্তির উদ্রেক হয়, সেইরূপ তাঁহার স্বপ্রকাশিতা আনন্দদায়িনী মনোজ্ঞা প্রতিমা চিন্তা করিয়া অচিন্ত্য ও অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

কুব্জিকাতন্ত্রে নবমপটলে।

সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি॥

কুলার্ণবতন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে।

অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎস্তনমুখাৎ যথা।
তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥

মুণ্ডমালাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষা মুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥

ভগবদ্গীতায়াং।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানা মীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি, যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, অতএব আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক শরীরেও তিনি অবস্থান করিতেছেন তাহা হইলে কি কারণ স্বদেহস্থ ব্রহ্মকে প্রতিমাদিতে আবাহন করিব, নিজের শরীরাভ্যন্তরস্থব্রহ্মের পূজা করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। এই বিষয় কুলার্ণবতন্ত্রে মীমাংসা করিয়াছে। যথা—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যাঙ্গপোষণং।
স্বকর্ম্মচরিতং দত্তং পুনস্তানেব পোষয়েৎ॥

এবং সর্ব্বশরীরস্থং সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরি।
বিনা চোপাসানাং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং ॥

দুগ্ধ যেরূপ গাভীদের শরীরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের শারীরিক পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু তাহা ঘৃত রূপে পরিণত হইলে তাহাদের ক্ষতাদি রোগ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই রূপ পরব্রহ্ম ঘৃতের ন্যায় দেহে অবস্থান করিলেও উপাসনা ব্যতিরেকে আমাদের ভবরোগ বিনাশ করিতে সমর্থ হন্ না।

তাঁহারা আরও বলেন, সকল পদার্থেই যখন ব্রহ্ম বিরাজিত তখন কেবল প্রতিমাদিতেই পূজার বিধান কেন? যে কোন-স্থানে পূজা করিলেই স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। এ বিষয় আমার বক্তব্য এই—

বায়ুর সর্ব্বত্র অস্তিত্ব থাকিলেও নিদাঘপ্রপীড়িত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ব্যক্তি যেরূপ তালবৃন্তাদির সাহায্যে উক্ত বায়ুর আধিক্য জন্মাইয়া শান্তিলাভ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ যে সময় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে সন্তাপিত হন্, সেই সময়ে তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও তাঁহার সেই স্বপ্রকাশিতা, আনন্দময়ী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া বিমলানন্দ অনুভব পূর্ব্বক শান্তিলাভ করেন।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে পূজা তিন প্রকার। অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া প্রতিদিন যে পূজা করিতে বিধি আছে, তাহাই নিত্যপূজা। কোন মাস, তিথি ও নক্ষত্রে বিহিত নয়, অথচ গ্রহাদিসূচিতদুঃসহরোগাদিনিমিত্তক যে পূজা

করা যায়, তাহা নৈমিত্তিকপূজা। স্বর্গাদিফলকামনা করিয়া যে পূজা করা যায়, তাহা কাম্যপূজা। এই তিন প্রকার পূজার মধ্যে যে পূজা ফলকামনারহিত হইয়া করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠপূজা; এবং সেই পূজাদ্বারাই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। সকামকার্য্য পুনরাবৃত্তির হেতু, ভোগ ভিন্ন কর্ম্মফল বিনষ্ট হয় না। অত-এব কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ এই দুর্ব্বিসহ কষ্টদায়ক সংসাররূপভোগভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা যে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ইহা সকলেই জানেন। এজন্য নিষ্কাম হইয়া দেবতাদির পূজা করা কর্ত্তব্য।

বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকাম হইয়া পূজা করা যে অতি নিন্দনীয় তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ জীব পূর্ব্বজন্মে পাপ কার্য্য না করিলে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই বিপদসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা নানাবিধ রোগাদি দ্বারা কষ্ট পাইতে পারে না। দেখিতেছি কুটীরবাসী দরিদ্র হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই নিয়ত মানসিক ও দৈহিক ক্লেশে কালযাপন করিতেছেন। সংসারত্যাগী সদ্বিবেকী সাধুপুরুষ ভিন্ন কোন ব্যক্তিই নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিতেছেন না, সকলেরই মন অভাবে পরিপূর্ণ।

অতএব অনুমান করা যায়, আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত অপ-রাধের দণ্ডভোগ করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নির্ম্মিত ভোগ ভূমিস্বরূপ এই সংসারকারাগারে আসিয়াছি।

কারাগারে আসিয়া কে কোথায় আনন্দলাভ করে। পরন্তু কারাধ্যক্ষের অনুমত্যনুযায়ি কার্য্য করিয়া ক্লেশই লাভ করিয়া

থাকে। এবং তথায় কার্য্যদ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা রাজাই পাইয়া থাকেন। যদি কোন অজ্ঞ অপরাধী সেই ফলের কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করে, তাহা হইলে, হয় তাহার দণ্ডবৃদ্ধি কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এইরূপ সংসারকারাগারের অপরাধীগণ যদি কার্য্য করিয়া তাহার ফল স্বয়ং ভোগ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে উক্ত সকামী পুরুষ, হয় এই সংসারে বহুদিন জীবিত থাকিয়া নানারূপ ক্লেশ সহ্য করতঃ দেহ পরিত্যাগ করে, কিম্বা এই ভবকারাগার হইতে তাহার কোন কালেই মোচন হয় না, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। পরমেশ্বরের প্রীতিকামনায় যাহা করা যায় তাহাও একরকম নিষ্কামকার্য্য, তাঁহার প্রীতিসম্পাদন যে করে তাহাকে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এ বিষয় ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রমাণস্বরূপ নিম্নে লিখিত হইল।

ভগবদ্গীতায়াং।

যুক্তঃ কামফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তো নিবধ্যতে॥ ১

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ২

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥ ৩

হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বরের প্রীতিকামনায় কার্য্য করিতেছি

স্বয়ং ফললাভ করিবার জন্য নহে, এইরূপ সমাহিতচিত্ত পুরুষ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া মোক্ষরূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং অযুক্ত (সকামী) পুরুষগণ ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বারম্বার বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ১

হে কৌন্তেয়! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা বাসুদেবস্বরূপ আমাতে তুমি লৌকিক ও বৈদিকাদিসকলকর্ম্মই সমর্পণপূর্ব্বক কামনা, মমতা ও শোক রহিত হইয়া যুদ্ধকর। ২

তুমি যাহা করিতেছ, যাহা ভোজন করিতেছ বা হোম করিতেছ অথবা দান বা যে তপস্যা করিতেছ তাহা সকলই আমাতে অর্পণ কর। ৩

বেদে ও পুরাণাদিশাস্ত্রে কাম্য কার্য্যের যে বিধান আছে, তাহা কেবল রোচনার্থ বলিতে হইবে, অর্থাৎ বালক যেরূপ কটুতিক্ত ঔষধ সেবন করিতে ইচ্ছা না করিলে তাহার পিত্রাদি তাহাকে লড্ডুকাদি প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করায়, সেই রূপ ফলকীর্ত্তনই উপবাসাদি নানাবিধ ক্লেশসাধ্য কার্য্যের প্রবর্ত্তক মাত্র। যেরূপ পূর্ব্বোক্ত লড্ডুকাদি রোগোপশমের কারণ নয় কিন্তু ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার হেতু, তদ্রূপ স্বর্গাদিফলোল্লেখও প্রকৃত ভবরোগ বিনাশের হেতু নয়, কিন্তু কর্ম্মে রুচি জন্মাইবার হেতু। প্রমাণ যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

ফলশ্রুতি রিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনং ॥

অতএব অনুগ্রাহক সহৃদয় পাঠকবর্গের সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আপাতরম্য স্বর্গাদিফল কামনা করিয়া কদাচ পূজাদি না করেন। নিষ্কাম হইয়া অথবা পরমেশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ করিয়া পূজা করিবেন, তাহা হইলে আর দুঃসহ ভবযন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বদা পরমানন্দানুভব করিবেন, মানসিক বা শারীরিক কোন দুঃখ থাকিবে না।

শালগ্রামে, বাণলিঙ্গে, জলে ও অগ্নিতে প্রায় সকল দেবতারই পূজা করিতে পারা যায়। তাহাতে আবাহন বা বিসর্জ্জন করিতে হয় না। উপনীত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও শালগ্রামশিলা পূজাতে অধিকার নাই। শূদ্র প্রতিমা পূজাও করিতে পারে না। দেবদেবীপূজার প্রশস্তকাল পূর্ব্বাহ্ন। তাহাতে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্নাদিতেও করিতে পারা যায়।

গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া পূজামন্দিরে প্রবেশ করিবে। প্রথমতঃ গঙ্গাস্নান করিলে মন প্রসন্নতা লাভ করে, পরে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা মন্দিরে প্রবেশ করিলে মনের মধ্যে কেমন একটী অচিন্তনীয় ভাবের উদয় হয়। তথায় সর্ব্বপ্রকার গন্ধযুক্ত পুষ্প, তুলসী বিল্বপত্রচন্দনাদির গন্ধে মন একেবারে আনন্দে পরিপ্লুত হয়, সেই জন্য দেব দেবীর পূজায় বিশেষরূপে ভক্তি জন্মে, তাহাতে লোকে দীর্ঘায়ুঃ হয়। কোন রূপ ধর্ম্ম আচরণ

করিতে হইলে প্রথমতঃ মনে যাহাতে পবিত্রতা জন্মে সেই কর্ম্ম কর্ত্তব্য, আমাদিগের শাস্ত্রমত উপরোক্ত কার্য্যগুলি নিয়মানুসারে করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্তির সোপান সংস্থাপিত করা হয় সন্দেহ নাই।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজার সামগ্রী সাজাইয়া লইবে। যথা—

সম্মুখে ত্রিপদিকা (ত্রিপায়া) তদুপরি তাম্র পাত্র উহাতে পূজার জন্য দেবদেবী বসাইবে। তাহার পশ্চাতে গঙ্গাজল পূর্ণ তাম্র কোশা রাখিবে, তাহার দক্ষিণভাগে তাম্রকুণ্ড ও বামভাগে পাণিশঙ্খ স্থাপন করিবে। দক্ষিণে পুষ্পপাত্র, তদুপরি পুষ্প, রক্ত ও শ্বেতচন্দন, তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল সাজাইবে। বামে ঘণ্টা, শঙ্খ, আচমনীয়জলপাত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য রাখিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজা আরম্ভ করিবে।

দেবদেবীপূজার অগ্রে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, গন্ধাদ্যর্চ্চনা করিতে হয়, এবং গণেশাদি-পঞ্চদেবতার, সূর্য্যাদিনবগ্রহের, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের, সর্ব্বদেবের, সর্ব্বদেবীর পঞ্চোপচার দ্বারা অথবা গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়। পরে প্রধান দেবতার পূজা করিবে।

পূজার উপচার বহুপ্রকার থাকিলেও তিনপ্রকার উপচার প্রচলিত আছে। যথা—ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার। ষোড়শোপচার। যথা—আসন (রজতাদি) স্বাগত, পাদ্য (জল) অর্ঘ্য (দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, গন্ধ, পুষ্প, জল) আচমনীয় (জল) মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, জল মিশ্রিত) আচমনীয়,

গঠন সিদ্ধ হইবে। পরে শিবলিঙ্গস্পর্শ করিয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব", এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গের মস্তকে আতপ-তণ্ডুল দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে।

পরে অঙ্গন্যাস করিবে। যথা—

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ নং শিরসে স্বাহা। ওঁ মং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শিং কবচায় হুং। ওঁ বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। তৎপরে করন্যাস করিবে। যথা—

ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শিং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

(বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ। (মধ্যে) ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

পরে কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্পগ্রহণ করিয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিবে।

ধ্যানং।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া করস্থিত বিল্বপত্র নিজমস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যানানুরূপশিবমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া যথাশক্তি মানসোপচারে *

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বের ন্যায় কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা গন্ধপুষ্প লইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপাঠপূর্ব্বক হৃদয়স্থদেবতা পুষ্পমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মৃণ্ময়লিঙ্গে অবস্থিতি করিলেন এইরূপ ভাবনা করিয়া শিবের মস্তকে ঐ পুষ্প দিবে। পরে আবাহনাদিপঞ্চমুদ্রা * দেখাইয়া আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুদ্ধোভব ইহ সন্নিরুদ্ধোভব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। মম পূজাং গৃহাণ্।

পরে কৃতাঞ্জলিপুটে ওঁ "স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থিরীকরণ করিবে।

অনন্তর স্নান করাইবে। যথা—

"ইদং স্নানীয়জলং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ"।

তৎপরে দশোপচারদ্বারা পূজা করিবে।

পূজা।

এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং স্নানীয়জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। (বিল্বপত্র অধোমুখ অর্থাৎ উপুড় করিয়া দিবে)। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং পানার্থজলং ওঁ নমঃ

* আবাহন বিধিতে দ্রষ্টব্য।

শিবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

অনন্তর পুষ্প অক্ষত বা জলদ্বারা অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিবে যথা—

(পূর্ব্বদিকে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (ঈশানকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (বায়ুকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। (পশ্চিমে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ (নৈঋতকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। (অগ্নিকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।

পরে প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র অন্যূন দশবার জপ করিবে।

পরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥

পরে প্রণাম করিবে।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

দ্বাদশনামস্তোত্রং।

ব্রহ্মোবাচ। প্রথমে চ মহাদেবো দ্বিতীয়ে চ মহেশ্বরঃ। তৃতীয়ে শঙ্করঃ প্রোক্ত শ্চতুর্থে বৃষভধ্বজঃ। পঞ্চমে কৃত্তিবাসাশ্চ ষষ্ঠে কামাঙ্গনাশনঃ। সপ্তমে দেবদেবেশঃ শ্রীকণ্ঠশ্চ তথাষ্টমে। নবমে চেশ্বরো নাম দশমে পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ। রুদ্র একাদশে নাম দ্বাদশে শিব উচ্যতে। এতানি দ্বাদশনামানি যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ। পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং। বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষমেব চ। ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং পঠনাদেব নশ্যতি। ইতি শিবরহস্যে শ্রীশিবদ্বাদশনামস্তোত্রং সমাপ্তং। ওম্ তৎসৎ।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥

পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

ওঁ শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ।
পার্ব্বতিপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরং॥
ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

পরে বৃদ্ধাঙ্গুলীরসহিত তর্জ্জনী যোগ করিয়া গাল বাদ্য ও বম্ বম্ ইত্যাকার শব্দ করিয়া সংহারমুদ্রাদ্বারা "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শিবলিঙ্গকে কাত করিয়া রাখিবে। পরে ঈশানকোণে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া "ওঁ চণ্ডেশ্বর-ভৈরবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নির্ম্মাল্যদ্বারা পূজা করিবে।

ইতি শিবপূজাপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ।

বাণলিঙ্গপূজা।

প্রথমে আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

পরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সজলদূর্ব্বাক্ষতগন্ধপুষ্পদ্বারা সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

পরে পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি প্রভৃতি এবং ন্যাসাদি * করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের পূজা ও সর্ব্বদেবদেবীর পূজা করিবে। তৎপরে স্নান করাইবে।

স্নানমন্ত্রঃ।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।

অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান পাঠ করিবে।

ধ্যানং।

ওঁ ঐং প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং॥
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবং॥

---

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

এইরূপ ধ্যান পাঠ করিয়া নিজ মস্তকে ঐ পুষ্প রাখিয়া আপনার ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন শিবশক্তি যুগলমূর্ত্তি ভাবনা করিয়া মানসপূজা করিবে। পরে * বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐরূপ ধ্যান পাঠ করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে। যথা—

পূজা।

এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং, ইদমাচমনীয়ং, ইদংস্নানীয়ং, এষ গন্ধঃ, ইদং সচন্দনপুষ্পং, ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, ইদং নৈবেদ্যং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, ইদং পানার্থোদকং, ইদং তাম্বুলং, (সর্ব্বত্র শেষে ওঁ ঐং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ বলিবে)। সমস্ত উপচারই বাণেশ্বরের মস্তকে দিতে হইবে। পরে "ঐং" বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া নিজ ইষ্টদেবতা ও বাণেশ্বরশিব অভিন্ন এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক "ঐং" এই বীজ ১০৮ বার অথবা যথাশক্তি জপ করিবে। অনন্তর—

ওঁ গুহ্যাদিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিবে।

তৎপরে স্তবপাঠ করিবে। যথা—

স্তোত্রং।

ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো।. নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে। সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্। প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ। দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ। নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।
নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে। বাণস্য বরদাত্রে চ
রাবণস্য ক্ষয়ায় চ। রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ।
মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং
নমস্তুভ্যং নমোনমঃ। ঐং দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়াপ্রিয়ায় চ।
ভগপ্রিয়ায় সর্ব্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ। পরিত্রাণায় যোগিনাং
কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ। কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায়
চ। কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ। মধুপানপ্রমত্তায়
যোগেশায় নমো নমঃ। কুলনিন্দাপ্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায়
চ। কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় পরমাত্মনে। পরমাত্মস্বরূপায়
লিঙ্গমূলাত্মকায় চ। সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় শিবায় নির্গুণায় চ।
ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্য শঙ্কর। যঃ পঠেৎ সাধক-
শ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লভেত সঃ। স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী
যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ। রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ
এব চ। সাধূনাং সাধনং দেব কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ। যং
যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া। বাণলিঙ্গপ্রসাদেন
সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরং। কিমন্যৎ কথয়ামীহ সর্ব্বং বেৎসি কুলে-
শ্বর। মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর। দেশান্তরভয়
প্রাপ্তে দস্যুচৌরাদিসঙ্কুলে। পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে
ক্বচিৎ। বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। তস্য
শ্রবণমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং
যোগিনাং যোগসাধনে। কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং
শত্রুনিগ্রহে। বেদজ্ঞানং বেদপাঠে রোগিণাং রোগনাশনে।

যো যো নারাধয়েদেনং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ইতি শ্রীযোগসারে সর্ব্বাগমোত্তমে হরপার্ব্বতীসংবাদে বাণলিঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তং॥ পরে ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টমিত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনন্তর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করিতে করিতে বোম্ বোম্ শব্দে পাঁচবার গালবাদ্য করিবে। পরে প্রণাম করিবে।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

ইতি বাণলিঙ্গপূজা সমাপ্তা।

অথ তান্ত্রিকপূজা।

প্রথমে হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক "সহস্রারে হুং ফট্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিখাবন্ধন করিবে। পরে মূলমন্ত্রদ্বারা আচমন করিয়া গন্ধপুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে "ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বারপূজা করিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, * মাতৃকান্যাসাদি ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

অমুকমন্ত্রস্য, অমুক ঋষিঃ, অমুকচ্ছন্দঃ, অমুকদেবতা, অমুক বীজং, অমুকশক্তিঃ, অমুককীলকং, মম ইষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

(মস্তকে) অমুক ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) অমুকদেতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে) অমুকবীজায় নমঃ। (পাদয়োঃ) অমুক শক্তয়ে নমঃ। (সর্ব্বাবয়বে) অমুককীলকায় নমঃ। এই রূপে যথাস্থান স্পর্শ করিবে।

পরে মূলমন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস এবং ব্যাপকন্যাস করিয়া নিজদেবতার মুদ্রা দেখাইয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে উক্ত পুষ্প স্থাপনপূর্ব্বক

* ন্যাস ও মুদ্রাদি সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

মানসপূজা করিবে। তৎপরে কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প লইয়া গুরুর ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

গুরুধ্যানং।

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বর-পরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গতবিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥

স্ত্রীগুরুধ্যানং।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং।
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং।
রক্তকুঙ্কুমপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং।
স্থলপদ্মপ্রতিকাশপাদপদ্মবিশোভিতাং।
শরদিন্দুপ্রতিকাশাং রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং॥

অনন্তর উক্ত পুষ্প মস্তকে স্থাপন করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে বিশেষার্ঘ্য * স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক দশোপচারে পূজা করিবে।

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

পূজা।

এতৎপাদ্যং	ওঁ ঐং গুরবে নমঃ।
ইদমর্ঘ্যং	,, ,, ,,
ইদমাচমনীয়োদকং	,, ,, ,,
ইদং স্নানীয়োদকং	,, ,, ,,
ইদং পুনরাচমনীয়োদকং	,, ,, ,,
এষ গন্ধঃ	,, ,, ,,
ইদং পুষ্পং	,, ,, ,,
এষ ধূপঃ	,, ,, ,,
এষ দীপঃ	,, ,, ,,
এতন্নৈবেদ্যং	,, ,, ,,
এতৎ পানীয়োদকং	,, ,, ,,
এতদাচমনীয়োদকং	,, ,, ,,
ইদং তাম্বুলং	,, ,, ,,

এইরূপে গুরুপূজা করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা নিম্নলিখিতদেবতা সকলের পূজা করিবে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ আধারশক্ত্যাদিপীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এই সকল দেবতার পূজা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূজাধারে বাণলিঙ্গ বা যন্ত্রপুষ্প স্থাপন করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে ইষ্টদেবতার ধ্যান

করিয়া পূজা করিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আবরণ দেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া আবরণ * দেবতার পূজা করিবে।

তৎপরে পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর ইষ্টদেবতাকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে।

দেবতাপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

গুরুপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে—

"ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, যৎ স্মৃতং, যদুক্তং, যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ॥

ইতি তান্ত্রিকপূজা সমাপ্তা।

* স্ব স্ব দেবতার আবরণদেবতা গুরুসমীপে জ্ঞাতব্য।

ভূতযজ্ঞপ্রয়োগঃ।

প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে জল সেচন করিয়া জল দ্বারা পূর্ব্বাগ্র একটি রেখা করিবে। পরে "ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া উক্ত রেখার উপরে বলি অর্থাৎ সঘৃত অন্ন দিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বলির উপরে কিঞ্চিৎ জলক্ষেপণ করিবে।

তৎপরে অঙ্কিত রেখার উত্তর ভাগে তদ্রূপ আর একটি রেখা নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বলি ও জল দিতে হইবে।

ওঁ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ।

পরে দক্ষিণাস্য হইয়া দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বানুরূপ রেখা অঙ্কিত করিবে এবং "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার উপরে পিতৃতীর্থ* দ্বারা সতিল বলি ও জল ক্ষেপণ করিবে। এইরূপ আর একটি রেখা পূর্ব্বোক্ত রেখার উত্তরে অঙ্কিত করিয়া বামস্কন্ধে উত্তরীয় স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ যক্ষন্ নমস্তেঽস্তু মা মাহিংসীঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি দিবে এবং "ওঁ যক্ষণে নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া তদুপরি জল দিবে। পুনর্ব্বার জল দ্বারা যক্ষ বলির পশ্চিম দিকে একটি রেখা করিয়া জল সেচন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া বলি দিতে হইবে।

ওঁ দেবা মনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি, সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতা পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

পিপীলিকা কীটপতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবন্ধাঃ।
প্রযান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্ন মস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্ত মেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং সুখিনো ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বানি তথান্ন মেতত অহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছাম্যভবায় তেষাং॥
চতুর্দ্দশোভূতগণো য এষ যত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥

এইরূপে বলি প্রদান করিয়া "ওঁ দেবাদিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত বলির উপর জল দিবে ভূমিতেও কিঞ্চিৎ জল প্রক্ষেপ করিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার বলি ও জল দিবে। যথা—

ওঁ চাণ্ডালপতিতপাপরোগিভ্যো নমঃ। ওঁ ধর্ম্মরাজচিত্র-গুপ্তাভ্যাং নমঃ। ওঁ বায়সেভ্যো নমঃ।

তৎপরে—

ওঁ ঐন্দ্রাবরুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋ্ত তস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বায়সদিগকে বলিপ্রদান করিবে।

অনন্তর—

শ্বানৌ দ্বৌ শ্যাবশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং পিণ্ডং প্রযচ্ছামি স্যাতা মেতাবহিংসকৌ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একবার বলি ও জল দিবে।

ইতি ভূতযজ্ঞপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ।

নিত্যহোমপ্রয়োগঃ।

অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ।
বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপিবা।
ভূমৌ বা সংস্তরেদ্বহ্নিং ব্যাহৃতিস্ত্রিতয়ে ন চ॥
স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনং চরেৎ।
ততোদেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিং॥
হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজে দিন্দুমণ্ডলে॥

সন্ধ্যা ও তর্পণের ন্যায় হোম প্রতিদিন করা কর্ত্তব্য। কুণ্ড বা স্থণ্ডিল অথবা সমভূমিকে সামান্যার্ঘ্য জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা করিবে। তদনন্তর যথাবিধি অগ্নি আনয়ন করিয়া "ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত অগ্নির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিবে। পরে অবশিষ্ট অগ্নি লিখিত রেখাত্রয়ের উপরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া স্থাপন করিবে।

এইরূপে অগ্নিস্থাপন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যথা—

ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। এই তিন মন্ত্রে তিন বার আহুতি দিয়া ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্রদ্বারা (অর্থাৎ যাহা স্বদেবতার ষড়ঙ্গন্যাসমন্ত্র তাহা পাঠ করিয়া যেমন দুর্গার ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা। ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূং শিখায়ৈবষট্ স্বাহা। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং স্বাহা। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্

স্বাহা। এইরূপ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার যাহা ষড়ঙ্গন্যাসমন্ত্র তাহাই এখানে পাঠ করিয়া হোম করিতে হইবে) হোম করিবে।

অনন্তর উক্ত অগ্নিতে ইষ্টদেবতার আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ অমুকি দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুদ্ধোভব ইহ সন্নিরুদ্ধোভব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। এইরূপে আবাহন করিয়া স্বাহান্তমূলমন্ত্র (অর্থাৎ নিজ দেবতার মূলমন্ত্রের অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া) ১৬ বার পাঠপূর্ব্বক ইষ্টদেবীকে ১৬ বার আহুতি প্রদান করিবে।

পরে "ওঁ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবরণ দেবতাকে একবার আহুতি দিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। তৎপরে সংহারমুদ্রাদ্বারা ইষ্টদেবতাকে অগ্নি হইতে নিজের হৃদয়ে আনয়ন করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে।

কালীপ্রভৃতিদেবতার হোম করিতে হইলে হোমীয়দ্রব্যে তিল মিশ্রণ করিয়া প্রথমে পূর্ব্বাদিক্রমে অসিতাঙ্গাদিভৈরবের হোম করিয়া ইষ্টদেবতার হোম করা বিধি।

কামনা করিয়া ইষ্টদেবতার হোম করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিতানুসারে সংকল্প করিয়া হোম করিতে হয়। যথা—

ওঁ বিষ্ণুরোংতৎসদদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকে তিথৌ, অমুকগোত্রঃ, শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, শ্রীঅমুকদেবতাপ্রীতি-কামঃ, অমুকদেবতায়া, অমুকমন্ত্রেণ, ইয়ৎসংখ্যকসাজ্যামুকদ্রব্যৈঃ হোমমহং করিষ্যে।

অগ্নি বিসর্জ্জনের পর ভস্ম ঘৃতের সহিত মিশ্রণ করিয়া ললাটে তিলকধারণ করিবে।

ইতি নিত্যহোমপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ।

অথ ভোগদানং।

প্রথমে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি ভোগের দ্রব্য রাখিবে। দেবতার দক্ষিণে বা বামে অথবা সম্মুখে স্থাপন করা বিধেয়। পৃষ্ঠদেশে রাখিবে না।

প্রথমে দ্রব্যের উপরে পুষ্প বা বিল্বপত্র অথবা তুলসী (বিষ্ণুবিষয়ে) দিয়া আচমন করিবে। পরে বামহস্তে ভূমি ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা।

ওঁ এতস্মৈ সঘৃতসোপকরণান্নায় নমঃ।

এই মন্ত্র তিন বার পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তদ্বারা তিন বার জলের ছিটা দিবে। তৎপরে "হুং" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় হস্তদ্বারা অবগুণ্ঠন, ধেনু, ও মৎস্যমুদ্রা * দেখাইয়া দক্ষিণ হস্তের উপরে বামহস্ত অধোমুখে রাখিয়া।

ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। †

এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

অনন্তর—

এতৎ সঘৃতসোপকরণান্নং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অন্নাদিতে জল দিবে। পরে—

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল ক্ষেপণ করিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণাদি-পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে।

---

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

† শালগ্রামশিলাতে ভোগদিতে হইলে ওঁ নারায়ণায় নমঃ বলিতে হইবে।

ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

তৎপরে—

ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।

এই মন্ত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ জল ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর—

ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া পানীয়-জল দিবে।

ইদমাচমনীয়োদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া আচমনীয় জল দিবে।

ইদং তাম্বুলং "ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া তাম্বুল দিবে।

অনন্তর ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ঠাকুরকে সিংহাসনে রাখিয়া স্তব কবচাদি পাঠ করিবে।

ইতি ভোগদানং সমাপ্তং

নিষ্কামসাধনা।

কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধকনায়কং।
প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি॥
নমো নমো দেব দেব পরাৎপর জগদ্‌গুরো।
সদাশিব মহাদেব গুরুদীক্ষাং প্রদেহি মে॥
কেন মার্গেণ বা স্বামিন্ দেব ব্রহ্মময়োভবেৎ।
তৎকৃপাং কুরু মে ব্রহ্মন্ নমামি চরণং তব॥
যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে মহাত্মভিঃ॥
মম রূপাসি দেবি ত্বং ত্বৎপ্রীত্যর্থং বদাম্যহং।
লোকোপকারকঃ প্রশ্নো ন কেনাপি কৃতঃ পুরা॥
দুর্ল্লভ স্ত্রিষু লোকেষু ত্বং শৃণুষ্ব বদাম্যহং।
কিঞ্চিৎ গুরুং বিনা নাস্তৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
যন্ত্রমন্ত্রাদিবিজ্ঞানং মৃত্যুরুচ্চাটনাদিকং॥
শৈবশাক্তাগমাদীনি অন্যদ্বহুশতানিচ।
অপভ্রংশাঃ সমস্তানি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাং॥
যজ্ঞব্রততপোদানজপতীর্থানুসেবনং।
গুরুতত্ত্ব মবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ॥
গুরু বুদ্ধিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি নসংশয়ঃ।
গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরো রুচ্ছিষ্টভোজনং॥

সদা গুরুমূর্ত্তিধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ।
কাশীক্ষেত্রে নিবাসশ্চ জাহ্নবীচরণোদকং॥
গুরু বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষা ত্তারকব্রহ্ম নিশ্চিতং।
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥
গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যাহ্নলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু॥
গুকারশ্চান্ধকারশ্চ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥
গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো বর্ণো মায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ॥
গুশব্দ শ্চান্ধকারশ্চ রুশব্দ স্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
এবং গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্ল্লভং।
হা হা হূ হূ গণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ পূজ্যতে॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকং।
সাধকেনপ্রদাতব্যং গুরুসন্তোষকারণাৎ॥
দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।
আত্মদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ॥
কৃমি-কীট-ভস্ম-বিষ্ঠা দুর্গন্ধ-মলমূত্রকং।
শ্লেষ্ম-রক্ত-ত্বচং মাংসং তন্মুরিত্থং বরাননে॥
সংসারবৃক্ষমারূঢাঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু ব্র্হ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন সর্ব্বং চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজং।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ংতত্ত্বমালাবিভূষিতং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ভবেন্ধনানাং শোষণং দায়কং সারসম্পদাং।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নগুরো রধিকং তত্ত্বং নগুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎপরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ।
গুরোঃ পরতরংনাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ধ্যানমূলা গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলা গুরোঃ কৃপা ॥
সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলং।
গুরোরঙ্ঘ্রিজলা দ্বিন্দুসহস্রাংশেন দুর্ল্লভং ॥
গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।
গুরোঃপরতরং নাস্তি তস্মাৎ সংপূজয়েৎ গুরুং ॥
জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
গুরোঃপরতরং নাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিভিঃ ॥
তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীহ বৈশ্রুতিঃ।
কর্ম্মনা মনসাচৈব সর্ব্বদা রাধয়েৎ গুরুং ॥
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মবিষ্ণু সদাশিবাঃ।
সৃষ্ট্যাদিষু সমার্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥
দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাদিকং ॥
ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ ॥
ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্ব্বানন্দপ্রদায়কং।
সর্ব্বসৌখ্যকরং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং ॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি ॥

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমল মচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধশ্চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং॥
হৃদম্বুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থং সিংহাসনে সংস্থিত
দিব্যমূর্ত্তিং।
ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রাকলাবতংসং সচ্চিৎসুখাভীষ্টবর
প্রদানং॥
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মুক্তাফলৈ র্ভূষিত
দিব্যমূর্ত্তিং।
বামাঙ্ক পীঠস্থিত দিব্যশক্তিং, মন্দস্মিতং
পূর্ণকৃপানিধানং॥
আনন্দ মানন্দকরং প্রসন্নং, জ্ঞানস্বরূপং নিজ
বোধযুক্তং।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং
নিত্যমহং ভজামি॥
প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥

নৃণু-রোরধিকং যত্তু শিবশাসনতো মতং।
ইদমেব শিবং তত্ত্বং মম শাসনতো মতং॥
এবম্বিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞান মুৎপদ্যতে স্বয়ং।
তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ॥
গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃ শুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।
অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎকিঞ্চিদাত্মগোচরং॥
জ্ঞেয়ং সর্ব্ব মচিন্ত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং কুর্য্যাৎ নান্যঃ পন্থা দ্বিতীয়কঃ॥
এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
যাবদ্দেহান্তরং চাস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ।
গুরুলোকো নবক্তব্যঃ সচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ॥
গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন।
যো বৈ হুং কৃত্য হুঁ কৃত্য গুরুং নির্জ্জিত্য বাদতঃ॥
অরণ্যে নির্জ্জনস্থানে স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি॥
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুরক্ষতি পার্ব্বতি।
অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয়স্তথা॥
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ।
মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদং।
শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া॥

তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন আত্মারামৈশ্চ ভূয়তে॥
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকং॥
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ং।
বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং জগদ্‌গুরুং॥
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতং।
পরাৎপরং পরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকং॥
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভং।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং ধ্যায়তে চিন্ময়ং হৃদি॥
তত্র স্ফুরতি যো ভাবঃ শৃণু তং কথয়াম্যহং।
অগোচরং তথাগম্যং রূপনামাদিবর্জ্জিতং॥
নিঃশব্দং তং বিজানীয়াদ্ ব্রহ্মভাবঃ স পার্ব্বতি।
যথা নিজস্বভাবেন কর্পূরং সিতমুচ্যতে॥
শীতোষ্ণাত্মস্বভাবেন যথা ব্রহ্মচ শাশ্বতং।
গুরুধ্যানাত্তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
পিণ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ।
পিণ্ডং কিং দেব সর্ব্বেশ পদং কিং সমুদাহৃতং॥
রূপং রূপাতীতঞ্চৈব এতদাখ্যাহি শঙ্কর।
পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংং সমুদাহৃতং॥
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনং।
সোঽহং সর্ব্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ॥

পরাৎপরতরং নান্তৎ সর্ব্বমেব নিরাময়ং।
যস্যাবলোকনাদেব সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
একান্তনিস্পৃহঃ শান্তস্তৎক্ষণাৎ ভবতি প্রিয়ে।
লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহুলন্তথা ॥
নিষ্কামেনৈব ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্টমানসৈঃ।
সদানন্দঃ সদা শান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ ॥
যত্রৈব তিষ্ঠতে যোগী স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ।
মুক্তস্য লক্ষণং দেবি তবাগ্রে কথিতং ময়া ॥
উপদেশো ময়া দেবি গুরুমার্গেণ দর্শিতঃ।
গুরুভক্তিস্তথা ধ্যানং সকলং তব কীর্ত্তিতং ॥
অনেন যদ্ভবেৎ কার্য্যং তদ্বদামি সুরেশ্বরি।
লোকোপকারকং দেবি লৌকিকন্তু ন ভাবয়েৎ ॥
লৌকিকাৎ কর্ম্মণো যান্তি জ্ঞানহীনা ভবার্ণবে।
ইদন্তু ভক্তিভাবেন পঠ্যতে শ্রূয়তেঽথবা ॥
লিখিত্বা বা দীয়তে চেৎ সর্ব্বকামফলপ্রদং।
গুরুগীতাভিধং দেবি শুদ্ধঃ সত্ত্বময়োভবেৎ ॥
ভবব্যাধিবিনাশার্থং স্বয়মেব সদা জপেৎ।
গুরুগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে ॥
অস্যাস্তু বিবিধা মন্ত্রাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
সর্ব্বপাপহরং স্তোত্রং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনং ॥
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বশঙ্কটনাশনং।
যক্ষরাক্ষসভূতাহিচৌরব্যাঘ্রভয়াপহং ॥

মহাব্যাধিহরঞ্চৈব বিভূতিসিদ্ধিদং ভবেৎ।
মোহনং সর্ব্বভূতানাং বন্ধমোচনকং পরং॥
দেবভূপপ্রিয়করং লোকান্ স্ববশমানয়েৎ।
মুখস্তম্ভকরং নৃণাং সদ্গুণানাং বিবর্দ্ধনং॥
দুষ্কর্ম্মনাশনঞ্চৈব সৎকর্ম্মসিদ্ধিদং ভবেৎ।
ভক্তিদং সিদ্ধিদং পূতং নবগ্রহভয়াপহং॥
দুঃস্বপ্ননাশনঞ্চৈব সুস্বপ্নানাং প্রদর্শকং।
সর্ব্বশান্তিকরং নিত্যং বন্ধ্যাপুত্রফলপ্রদং॥
অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়কং পরং।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যপুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধকং॥
নিষ্কামতস্ত্রিবারং যো জপেন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বদুঃখভয়ং বিঘ্নং নাশয়েত্তাপহারকং॥
সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদং।
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি নিশ্চয়ং॥
কামিনাং কামধেনুশ্চ কল্পিতশ্চ সুরদ্রুমঃ।
চিন্তামণিশ্চিন্তিতস্য সর্ব্বমঙ্গলকারকং॥
জপেচ্ছাক্তশ্চ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবঃ।
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং॥
সংসারমলনাশার্থং ভবতাপনিবৃত্তয়ে।
গুরুগীতাম্ভসি স্নানং তত্ত্বজ্ঞঃ কুরুতে সদা॥
সএব সদ্গুরু র্যঃ স্যাৎ সদসদ্ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ॥

স দেশঃ শুদ্ধো যত্রাসৌ গীতা তিষ্ঠতি দুর্ল্লভা।
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রপীঠে বসন্তি হি॥
শুচিরেব সদা জ্ঞানী গুরুগীতাজপেন তু।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নিজধর্ম্মো ময়োদিতঃ।
গুরুগীতাসমং নাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে॥
গুরুর্দ্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং॥
ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যং সর্ব্বং কুলং তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥
শরীর মিন্দ্রিয়ং প্রাণা অর্থস্বজনবান্ধবাঃ।
পিতা মাতা কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥
আকল্পজন্মনাং কোটি র্জপব্রততপঃক্রিয়াঃ।
তস্য স্বর্গফলং দেবি গুরোঃ সন্তোষমাত্রতঃ॥
বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।
গুরোঃ সেবাং নকুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥
গুরোঃ সেবা পরং তীর্থমন্যতীর্থ মনর্থকং।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি তদ্গুরোশ্চরণাম্বুজং॥
ইদং রহস্যং নো বাচ্যং তবাগ্রে কথিতং ময়া।
সুগোপ্যঞ্চ প্রযত্নেন যেনাত্মানং প্রযাস্যসি॥
ষড়াননগণেশাদি বৈষ্ণবানাঞ্চ পার্ব্বতি।
মনসাপি ন বক্তব্যং মম সান্নিধ্যকারকং॥

অতীবশান্তচিত্তে চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতে।
প্রবক্তব্যমিদং দেবি মমাত্মাসি সদাপ্রিয়ে॥
অভক্তে বঞ্চকে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।
মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগীতাভিধং প্রিয়ে॥
আগমো নিগমশ্চাপি সন্দর্ভা বিবিধাস্তথা।
তেভ্য উদ্ধৃত্য দেবেশি গুরুগীতা ময়োদিতা॥
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাতা চ সদ্‌গুরুঃ খলু দুর্ল্লভঃ॥
সংসার সাগর সমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং।
ব্রহ্মাদিদেবমুনিপূজিতসিদ্ধমন্ত্রং॥
দারিদ্র্যদুঃখভয়শোকবিনাশমন্ত্রং।
বন্দে মহাভয়হরং গুরুসিদ্ধমন্ত্রং॥
বন্দেগুরুং ভবপয়োনিধিপারহেতুং।
ভাবাত্মবোধবিলসদ্‌বিমলস্বরূপং॥
অজ্ঞানঘোরতিমিরান্তকরং বিভান্তং।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ইহ বিপ্রকুলোদ্ভবোঽহং॥

ইতি নিষ্কামসাধনা সমাপ্তা।

গঙ্গাষ্টোত্রং।

ওঁ মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসত স্ত্বদম্বুপিবত স্ত্বদ্বীচি মুৎপ্রেঙ্খত
স্ত্বন্নাম স্মরত স্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসংঘট্টঘণ্টারণৎ
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥ ২

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং।
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥ ৩

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু॥ ৪

যত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলং।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং॥ ৫

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতং।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাং॥ ৬

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥ ৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥ ৮

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽপি কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥ ৯

ইতি শ্রীবাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং

গঙ্গাষ্টকংস্তোত্রং।

(দরাপ্ খাঁ কৃতং)

যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ
র্যস্মিন্ পান্থদৃগন্তসন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্গে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীক্রিয়তে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি॥ ১

অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি গঙ্গে শশিশেখরমৌলিমালতিমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণসময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা॥ ২

শুষ্কীভূতা শমননগরী নীরবা রৌরবাদ্যা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভেদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ॥ ৩

পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্ন চাঙ্গং যদি চাপি চাঙ্গং।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং॥ ৪

কত্যঙ্কীর্ণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপিদ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধারশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননী ত্বদ্বারিপূরোদরে
মজ্জজ্জন্তুকদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ॥ ৫॥

কুতো বাপীবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপ্রীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃশাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥ ৬

ত্বমন্তো লোকানামখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগল্ভী নিম্নানামপি নয়সি সর্ব্বোপরিগতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুরারাতিনিবহা
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং নো বিজয়তে॥ ৭

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং।
যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥ ৮
ইতি দরাপ্খাঁকৃতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ।

ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা দেবতাঃ ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ॥
গায়ত্রী ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্তা ভব॥ ১

বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি মহোদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ২

বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্ম দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রী ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা॥—গায়ত্রী ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৩

ইতি গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ সমাপ্তঃ।

গায়ত্রীকবচং।

গায়ত্রীকবচস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয় ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বানশ্ছন্দাংসি গায়ত্রী দেবতা প্রণবোবীজং ভর্গঃশক্তি র্ধিয়ঃ কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কারঃ পাতুমূর্দ্ধানং তৎসকারঃ পাতু ভালকং।
চক্ষুষী চ বিকারস্তু শ্রোত্রে রক্ষে তু কারকঃ॥

নাসাপুটৌ বকারশ্চ রেকারশ্চ কপালকং।
ণ্যংকার ওষ্ঠদেশঞ্চ অধরে যৎপ্রকল্পয়েৎ ॥
আস্যমধ্যে ভকারস্তু গোঁকারশ্চিবুকে তথা।
দেকারঃ কণ্ঠদেশঞ্চ বকারঃ স্কন্ধদেশতঃ ॥
স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকং।
মকারো হৃদয়ং রক্ষেৎ হিকারো জঠরং তথা ॥
ধিকারো নাভিদেশস্তু য়োকারস্তু কটীস্তথা।
গুহ্যং রক্ষতু য়োকারো উরূ রক্ষেন্নঃকারকঃ ॥
প্রকারো জানুনী রক্ষেৎ জঙ্ঘে চোকারকস্তথা।
গুল্ফৌ রক্ষে দকারস্তু য়াৎকারঃ পাতু পাদকৌ।
ইত্যেতৎ কবচং গুহ্যং বাধাশতনিবারকং ॥
জপারম্ভে চ গায়ত্র্যা জপান্তে কবচং পঠেৎ।
গোস্ত্রীব্রহ্মবধাদ্যাদিমিত্রদ্রোহকপাতকৈঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যোব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

ইতি গায়ত্রীকবচং সমাপ্তং।

গুরুস্তোত্রং।

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে।

নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রবোধায় সংসারদুঃখহারিণে ॥ ১
অতিশুদ্ধায় দিব্যায় শরীরজ্ঞানহেতবে।
নমস্তে কুলনাথায় কৌলকৌলীন্যদায়িনে ॥ ২

শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে॥ ৩
অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তশক্তয়ে গুরবে নমঃ॥ ৪
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে।
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রবোধায় সংসারদুঃখতারিণে॥ ৫
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বীরভাবায় তে নমঃ।
শিবায় শক্তিনাথায় বিদ্যানাথায় সচ্চিদে॥ ৬
কামায় কামরূপায় কামকেলিকলাত্মনে।
কুলপূজোপদেশায় কুলাচ্চর্নবিধায়িনে॥ ৭
*আরক্তনিজতচ্ছক্তিবামভাগবিভূষিতঃ।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ॥ ৮
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি॥
কুলসম্ভবপূজায়ামাদৌ যো ন পঠেদিদং।
বিফলা তস্য পূজাস্যাদভিচারায় কল্পতে॥
ইতিকুব্জিকাতন্ত্রে শ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তং॥

নবগ্রহস্তোত্রং।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ১
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্ম্মুকুটভূষণং॥ ২

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥ ৩
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং॥ ৪
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং॥ ৫
হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥ ৬
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥ ৭
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং॥ ৮
পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥ ৯
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রণতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১০
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি চারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥ ১১
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যেচান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্নসংশয়ঃ॥ ১২
ইতি শ্রীব্যাসভাষিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তং।
ওঁ তৎসৎ॥

অথ নবগ্রহকবচং।

ব্রহ্মোবাচ।

শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণীপতিঃ।
মুখমঙ্গারকঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ॥
বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জঙ্ঘাং মে দিতিনন্দনঃ॥
পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ।
তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পাতু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা॥
অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ।
এতাং রক্ষাং পঠেদ্‌যস্তু অঙ্গং স্পৃষ্ট্বাপি বা পঠেৎ॥
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেৎ।
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বদ্ধোমুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং রিষ্টিস্তস্য ন জায়তে।
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য রিষ্টির্ন জায়তে॥
পঠনাৎ কবচস্যাস্য সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
মৃতবৎসা চ যা নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ॥
জীববৎসা পুত্রবতী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥

ইতি জামলে নবগ্রহকবচং সমাপ্তং।

অথ গণেশস্তোত্রং।

ওঁ নমো গণেশায়।

ওঁকারমাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো বাচঃ শ্রুতীনামপি যে গৃণন্তি।
গজাননং দেবগণানতাঙ্ঘ্রিং ভজেঽহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসং॥

পাদারবিন্দার্চ্চনতৎপরাণাং সংসারদাবানলভঙ্গদক্ষং।
নিরন্তরং নির্গতদানতোয়ৈস্তং নৌমি বিঘ্নেশ্বরমম্বুজাভং॥
কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন মত্তালিমালাং মদপঙ্কলগ্নাং।
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ॥
শম্ভোর্জ্জটাজূটনিবাসিগঙ্গাজলং সমাদায় করাম্বুজেন।
লীলাভিরারাচ্ছিবমর্চ্চয়ন্তং গজাননং ভক্তিযুতা ভজন্তি॥
কুমারভক্তৌ পুনরাত্মহেতোঃ পয়োধরৌ পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
প্রক্ষালয়ন্তং করশীকরেণ মৌগ্ধ্যেন তং নাগমুখং ভজামি॥
ত্বয়া সমুদ্ধৃত্য গজাস্যহস্তং যে শীকরাঃ পুষ্কররন্ধ্রমুক্তাঃ।
ব্যোমাঙ্গনেত্রৈর্ব্বিচরন্তি তারাঃ কালাত্মনা মৌক্তিকতুল্যভাষঃ॥
ক্রীড়াবতে বারিনিধৌ গজাস্যে বেলামতিক্রামতি বারিপূরে।
কল্পাবসানং পরিচিন্ত্য দেবাঃ কৈলাসনাথং স্তুতিভিঃ স্তুবন্তি॥
নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে ক্রীড়াবতে দেবকুমারসঙ্ঘৈঃ।
ত্বয়ি ক্ষণং কালপতিং বিহায় তৌ প্রাপতুঃ কন্দুকতামিবেন্দুঃ॥
মদোল্লসৎপঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্।
দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি॥
পাদাম্বুজাভ্যামতিকোমলাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীং।
অকারণং কারণমাপ্তবাচাং তন্নাগবক্ত্রং ন জহাতি চেতঃ॥
যেনার্পিতং সত্যবতীসুতায় পুরাণমালিখ্য বিষাণকোট্যা।
তং চন্দ্রমৌলেস্তনয়ং তপোভি রারাধ্যমানন্দঘনং ভজামি॥
পদং শ্রুতীনামপদং স্তুতীনাং লীলাবতারং পরমাত্মমূর্ত্তেঃ।
নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকোবেত্যভেদ্যমাদ্যং ভজ বিঘ্নরাজং॥

পাশাঙ্কুশৌ ভয়রদং স্বভীষ্টং করৈর্দ্দধানং কররন্ধ্রমুক্তৈঃ।
মুক্তাফলাভৈঃ পৃথুশীকরৌঘৈঃ সিঞ্চন্তমঙ্গং শিবয়োর্ভজামি॥
অনেকমেকং গজমেকদন্তং চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজং।
ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি তং শম্ভুসূনুং সততং ভজামি॥
অঙ্গে স্থিতায়া নিজবল্লভায়া মুখাম্বুজালোকনলোলনেত্রং।
স্মেরাননাব্জং মদবৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তং॥
যে পূর্ব্বমারাধ্য গজানন ত্বাং সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পঠন্তি তেষাং।
ত্বত্তো ন চান্যৎ প্রতিপাদ্যমস্তি তদস্তি চেৎ সত্যমসত্যকল্পং॥
হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থং।
গজাননং যং প্রবদন্তি সন্তস্তৎকালযোগৈস্তমহং প্রপদ্যে॥
বেদান্তগীতং পুরুষং ভজেঽহমাত্মানমানন্দঘনং হৃদিস্থং।
গজাননং যন্মহসা জনানাং বিঘ্নান্ধকারো বিলয়ং প্রয়াতি॥
শম্ভোঃ সমালোক্য জটাকলাপে শশাঙ্কখণ্ডং নিজপুষ্করেণ।
স্বভগ্নদন্তং প্রবিচিন্ত্য মৌগ্ধ্যাদাক্রোষ্টুকামঃ শ্রিয়মাতনোতু॥
বিঘ্নাগণানাং বিনিপাতনার্থং যন্নারিকেলৈঃ কদলীফলাদ্যৈঃ।
প্রভাবয়ন্তোমদবারণাস্যং প্রভুং সদাভীষ্টমহং ভজে তং॥
যজ্ঞৈরনেকৈর্ব্বহুভিস্তপোভিরারাধ্যসাধ্যং গজরাজবক্ত্রং।
স্তুত্যানয়া যে বিধিনা স্তবন্তি তে সর্ব্বলক্ষ্মীনিধয়ো ভবন্তি॥

ইতি শ্রীগণেশস্তোত্রং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ।

সূর্য্যস্তোত্রং ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

স্তবংস্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশোধমনিশস্ততঃ ।
রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরং ॥
খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা ।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচন মব্রবীৎ ॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ ।

ওঁ শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত ।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভং ॥
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥
ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডোভাস্করো রবিঃ ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা ।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তময়োদয়ে ।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চৈব যৎকৃতং ।
একজপ্যেন তৎসর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ॥

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনং।
পূতাত্মা নিরুজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্ ॥
ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্রবিনির্গতঃ
স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ। ওঁ তৎসৎ ॥

অথ সূর্য্যাষ্টকম্।

আদিদেবং নমস্কৃত্য নমস্তে ভাস্করায় চ।
দিবাকর নমস্তেঽস্তু প্রভাকর নমোঽস্তু তে ॥ ১
সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজং।
শ্বেতং পদ্মধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ২
তং সূর্য্যং ভক্তিকর্ত্তারং জ্ঞানপ্রকাশমোক্ষদং
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৩
তং বিষ্ণুং সৃষ্টিকর্ত্তারং মহাতেজপ্রদীপকং।
শ্রীবিষ্ণুং বিশ্বকর্ত্তারং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৪
লোহিত্যরথমাকাশং সর্ব্বলোকপিতামহং।
সর্ব্বপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৫

বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশং হারকুণ্ডলভূষিতং।
একচক্ররথং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৬
তং সূর্য্যং ভক্তিকর্ত্তারং মহাতেজপ্রদীপনং।
দেবঞ্চ বিশ্বকর্ত্তারং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৭
তং সূর্য্যং বিশ্বকর্ত্তারং জ্ঞাতাজ্ঞাতঞ্চ মোক্ষদং।
সর্ব্বপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং ॥ ৮
সূর্য্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহপীড়াপ্রণাশনং।
অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
রাজসূয়সহস্রাণি তৎপুণ্যং রবিবাসরে ॥
শিবরাত্রিসহস্রাণি কৃত্বা যল্লভতে ফলং।
গয়াগঙ্গাকুরুক্ষেত্রজন্যং পুণ্যং রবের্দিনে ॥
একাদশীসহস্রাণি কল্পকোটীশতানি চ।
গবাং লক্ষসহস্রাণি তৎপুণ্যং রবিবাসরে ॥
একভক্তং যথাকালং যঃ করোতি রবের্দ্দিনে।
ব্যাধিশোকেন দারিদ্র্যং কদাচিন্নোপতিষ্ঠতে ॥
আমিষং নিম্বপত্রঞ্চ যে খাদন্তি রবের্দ্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী জন্মজন্মদরিদ্রতা ॥
মসূরং কাংস্যপাত্রস্থং আর্দ্রকং নিম্বপত্রকং।
সন্ততিং সপ্তজন্মানি হন্তি তস্য দিবাকরঃ ॥
ইতি রুদ্রযামলে শ্রীসূর্য্যাষ্টকং সমাপ্তং ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

বিষ্ণুস্তোত্রং।

গৌতম উবাচ।

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় বৈকুণ্ঠ নামধৃক্।
জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্মীপতে প্রভো॥
জয়নীলাম্বুজশ্যাম নীলজীমূতসন্নিভ।
জয় পদ্মাধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতপদাম্বুজ॥
জনার্দ্দন জগদ্বন্ধো শরণাগতপালক।
ত্বদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো॥
ইতি শ্রীগৌতমশতানন্দসম্বাদে বিষ্ণুস্তোত্রং সমাপ্তং।

বিষ্ণুষোড়শনামানি।

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥
এতানি ষোড়শনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবিষ্ণুষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তং।

অথ শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

অতসীকুসুমাকাশং প্রফুল্লকমলেক্ষণং।
গবাং চরণধূলিভির্ভূষিতাখিলবিগ্রহং॥
গোপুচ্ছবালপাশেন মণ্ডিতোত্তমমস্তকং।
বর্হিবর্হশিখাবদ্ধশিখণ্ডিধৃতকুণ্ডলং॥
বংশীবিলোপরিন্যস্তরুচিরৌষ্ঠপুটং প্রভুং।
গোগোষ্ঠবাসিনং স্নিগ্ধৈঃ শিশুভিঃ পরিবেষ্টিতং॥
পীতাম্বরং স্মেরমুখং ধ্যায়েৎ কৃষ্ণং সুরোত্তমং॥

ওঁ নমোঽস্ত শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রস্য বেদব্যাস ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শতনামজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমঃ কৃষ্ণঃ কেশবশ্চ কেশিশত্রুঃ কৃপাময়ঃ।
কংসারির্ধেনুকান্তশ্চ শিশুপালরিপুঃ প্রভুঃ॥
দৈবকীনন্দনঃ সৌরিঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
দামোদরো জগন্নাথো জগৎকর্ত্তা জগৎপিতা॥
নারায়ণো বলিধ্বংসী বামনোঽদিতিনন্দনঃ।
বিষ্ণুর্যদুকুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো বসুপ্রদঃ॥
অনন্তঃ কৈটভারিশ্চ মধুজিন্নরকান্তকঃ।
অচ্যুতঃ শ্রীধরঃ শ্রীমান্ শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ॥
গোবিন্দো বনমালী চ হৃষীকেশোঽখিলাত্মকঃ।
নৃসিংহো দৈত্যশত্রুশ্চ মৎস্যদেবো জগন্ময়ঃ॥

ভূমিধরো মহাকূর্ম্মো বরাহঃ পৃথিবীপতিঃ।
বৈকুণ্ঠঃ পীতবাসাশ্চ চক্রপাণির্গদাধরঃ॥
শঙ্খভৃৎ পদ্মপাণিশ্চ নন্দকী গরুড়ধ্বজঃ।
চতুর্ভুজো মহাসত্ত্বো মহাবুদ্ধির্মহাপ্রভুঃ॥
মহোৎসাহো মহাতেজা মহাদেবপ্রিয়ঃ প্রভুঃ।
বিশ্বক্সেনশ্চ শার্ঙ্গীচ পদ্মনাভো জনার্দ্দনঃ॥
তুলসীবল্লভোঽপারঃ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ।
পরমক্লেশহারী চ পরত্র সুখদঃ পরঃ।
হৃদয়স্থো বিদূরস্থো মোহদো মোহনাশনঃ।
সমস্তপাতকধ্বংসী বাণবাহুবিনাশনঃ॥
রুক্মিণীবল্লভো বাগ্মী দুরিতাখণ্ডনো মহান্।
দামবন্ধঃ ক্লেশহারী গোবর্দ্ধনধরঃ প্রভুঃ॥
পূতনারি মুষ্টিকারির্যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
উপেন্দ্রো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ ব্যোমপাদঃ সনাতনঃ॥
পরমাত্মা পরংব্রহ্ম প্রণতার্ত্তিবিনাশনঃ।
ত্রিবিক্রমো মহাকায়ো যোগধীর্ব্বিষ্টরশ্রবাঃ॥
শ্রীনিধিঃ শ্রীনিবাসশ্চ যজ্ঞভুক্সুখপ্রদঃ।
যজ্ঞেশ্বরো রাবণারিঃ প্রলম্বঘ্নো বনানলঃ।
সহস্রনাম্নাং সারন্তু নাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
বিষ্ণুপ্রীতিকরং পুণ্যং সর্ব্বপাপনিবারকং॥
সর্ব্বরোগক্ষয়করং পরমৈশ্বর্য্যদং তথা।
সকলোপদ্রবধ্বংসি সর্ব্বকামবরপ্রদং॥

ময়া প্রোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কেশবপ্রীতিহেতবে।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং ভক্তিতঃ পুরতো হরেঃ॥
অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং তস্য তুষ্টঃ সদা হরিঃ।
ইতি পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনাম
স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

জয়দেবকৃতদশাবতারস্তোত্রং।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্র মখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ২
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশহরে॥ ৫

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭
বহসি বপুষি বিষদে বসনং জলদাভং।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।
ইতি শ্রীজয়দেবকৃতদশাবতারস্তোত্রং সমাপ্তং॥

জগন্নাথস্তোত্রং।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীততরলো
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মামরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষঞ্চ বিদধৎ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামস্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিমুখগণোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৫

পয়ব্রহ্মাপীড্যং কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দী রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬
ন যাচেঽহং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূং।
সদাকামংকাম্যং প্রথমপতিনোদগীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হরত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
ইতি চৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তং।

মধুসূদনস্তোত্রং।

ওঁ নমো মধুসূদনায়।

ত্বমিতিজ্ঞানমাত্রেণ বাগাজীর্ণেন জীর্জ্জিতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ১
ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ২

মোহিতো মোহজালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৩
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪
গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫
বহবোহি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৬
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থে ত্বৎপরায়ণঃ।
দুঃখার্ণবপরিত্রাণাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৭
বাচা যত্র প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতং।
তৎপাপার্জ্জিতমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৮
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারঘোরে মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৯
দেহান্তরসহস্রেষু চান্যোন্যভ্রামিতো ময়া।
তির্য্যক্‌ত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১০
বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১১
যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ।
তত্র তত্রাচলা ভক্তিস্ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১২
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ১৩

ঊর্দ্ধং পাতালমর্ত্ত্যেষু ব্যাপ্তং লোকজগত্রয়ং।
দ্বাদশাক্ষরাৎ পরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাবিতং॥ ১৪
দ্বাদশাক্ষরং মহামন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
গর্ভবাসনিবাসেন শুকেন পরিভাবিতং॥ ১৫
দ্বাদশাক্ষরং নিরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ॥ ১৬

ইতি শ্রীশুকদেববিরচিতং মধুসূদনস্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীরামস্তোত্রং।

শ্রীহনূমানুবাচ।

তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুষাং।
যথা সুগ্রীবমুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহং॥
সকৃদেবপ্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়ৎ শ্রিয়ং।
বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহং॥
যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাব্ধেঃ করুণামৃতং।
স্তুতং জটায়ুনা যেন মহাবিষ্ণুং নমাম্যহং॥
তেজসাপ্যায়িতা যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ।
প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহং॥
সর্ব্বতোমুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে।
রাক্ষসেশ্বরযোধানাং তং বন্দে সর্ব্বতোমুখং॥
নৃভাবস্তু প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা নৃষু।
সিংহঃ সত্বেষিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহং॥

যস্মাদ্বিভ্যতি বাতার্কজ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ।
ভিয়ং বিনোতি পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহং॥
পরস্য যোগ্যতাপেক্ষারহিতো নিত্যমঙ্গলং।
স্বদাত্যেব নিজৌদার্য্যাদ্ যস্তং ভদ্রং নমাম্যহং॥
যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদঃ।
তত্রোদাহৃতয়োর্ব্বহ্ন্যো মৃর্ত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং॥
যৎপাদপদ্মপ্রণতো ভবেদুত্তমপুরুষঃ।
তমীশং সর্ব্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহং॥
আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহং।
ভজেঽহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণং॥
নিত্যং শ্রীরামভক্তস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ।
শিবময্যোদিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ॥
ইমং হনুমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকং স্তবং।
পঠেদনুদিনং যস্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ॥
ইতি হনুমৎকল্পে মন্ত্ররাজাত্মকং শ্রীরামস্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীরামকবচং।

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনং।
জানকীলক্ষণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতং॥
সাসিতূণধনুর্ব্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকং।
স্বলীলয়া জগত্রাতু মাবির্ভূতমজং বিভুং॥
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্বকামদাং॥
অস্য শ্রীরামকবচস্য বুধকৌশিকঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ

শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ।
কৌশলেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী॥
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ।
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ॥
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মুকঃ।
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ॥
বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিস্তনৌ গীর্ব্বাণবন্দিতঃ।
পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্বুবদাশ্রয়ঃ।
গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ॥
সুগ্রীবেশঃ কটীং পাতু শকৃথিনী হনুমৎপ্রভুঃ।
উরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ॥
জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ॥
এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ॥
পাতালভূধরব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ॥
রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥
জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতং।
যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥

ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাং।
কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্‌যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥
বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলং॥
আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ।
তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ॥
ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ।
বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
শরণ্যৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাং।
রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং বো রঘূত্তমৌ।
আত্তসজ্যধনুষা বিষুস্পৃশা বক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ।
রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাং॥
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা।
গচ্ছন্মনোরথশ্চাস্মান্রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ॥
অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ।
পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥

রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরোবলী।
কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘূত্তমঃ ॥
বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা।
পুরতোমারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমং ॥
আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহং ॥
এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা পঠেৎ।
অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরং নাম
শ্রীরামকবচং সমাপ্তং।

শিবাষ্টকস্তোত্রং।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং গুণহীন মহীশ গরাভরণং।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ১
গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুং।
বিধিবিষ্ণুশিরস্তব পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ২
শশলাঞ্ছনরঞ্জিতসন্মুকুটং কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনীজলসার্দ্রজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৩
নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুং।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৪
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং গরলাশনমাজিপিণাকধরং।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৫

মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং করিতুণ্ডগণেশবিবোধকরং।
বরদাভয়শূলবিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৬
জগদুদ্ভবপালননাশকরং করুণৈবপুনস্ত্রয়রূপধরং।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৭
গিরিজাসুহৃদজ্জবিকাশকরং শরণাগতদীনসুভত্রপরং।
ভজতোঽখিলদুঃখসমিদ্ধহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৮

ন জানামি তেঽহং স্তুতিধ্যানপূজা
ন মন্ত্রং ন ধর্ম্মং সদা পাপচিত্তঃ।
তথাপ্যাশু তত্ত্বং ক্ষমিত্বা দয়ালো
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শাম্ভো ॥ ৯
তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ ॥
ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তং।

মহিম্নস্তোত্রং।

মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্না স্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥১
অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥২

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত
স্তব ব্রহ্মন্ কিম্বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদং।
মমত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধি র্ব্যবসিতা ॥৩
তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ
ত্রয়ী বস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদরমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥৪
কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥৫
অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশোবা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ।।৬
এয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭
মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ত্তববরদ তন্ত্রোপকরণং।

স্বয়াস্তাস্তাম্বৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন পুরমথন তৈর্ব্বিস্মিত ইব
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু নমু ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্ যদুপরিবিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥১০

অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃতরণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদং॥ ১১

অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীৎ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ॥১২

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্নো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো
র্ন কস্যাপ্যুন্নত্যৈ ভবতি শিরস স্ত্বয্যবনতিঃ ॥ ১৩

অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ডক্ষয়চকিতদেবাসুরকৃপা
বিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়নবিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ॥১৪

অসিদ্ধার্থা নৈব কচিদপি স দেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা নহি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ॥১৫

মহীপাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণং।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা,
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বন্নটসি নমু বামৈব বিভুতা॥ ১৬

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেণোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ॥১৭

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ॥১৮

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো
র্যদেকোনে তস্মিন্নিজমুদহরন্নেত্রকমলং।

গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাং ॥১৯
ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসিফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সম্প্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ॥২০
ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃশ্রদ্ধা বিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥২১
প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥
স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথনপুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবীযমনিয়তদেহার্দ্ধঘটনা
দবৈতিত্বামদ্ধাবতবরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ॥ ২৩
শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহরপিশাচাঃ সহচরা
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈব মখিলং
তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥ ২৪

মনঃ প্রত্যক্‌চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎকিল ভবান্ ॥২৫
ত্বমর্কস্ত্বং সোম স্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং,
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬
ত্রয়ী তিস্রোবৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা
নকারাদ্যৈর্ব্বর্ণৈস্ত্রিভিরপিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদং ॥ ২৭
ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদং।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিত নমস্তোঽস্মি ভবতে ॥ ২৮
নমোনেদিষ্ঠায় প্রিয়দবদবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্হিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্ব্বায় চ নমঃ ॥ ২৯
বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমোনমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমোনমঃ ॥

প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমোনমঃ।
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমোনমঃ ॥৩০

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং
ক্ব চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারং॥ ৩১

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥৩২

অসুর সুরমুনীন্দ্রৈরর্চ্চিতস্যেন্দুমৌলে
র্গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার॥ ৩৩

কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ
শিশুশশধরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নোভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥ ৩৪

সুরবরমভিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতং॥ ৩৫

ইতি মহিম্নস্তবঃ সমাপ্তঃ।

শিবস্যাপরাধভঞ্জনস্তোত্রং।

ওঁ নমঃ শিবায়।

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশংবামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি॥ ১

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং॥ ২

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতানাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরোজাতবেদাঃ।
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং বিষমতিবিষমং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৩

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যং চেন্দ্রিয়েভ্যো তব গুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৪

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভি র্ম্মর্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবে চিন্তাবিহীনং মমহৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৫

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতবলতয়া চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈরোগৈর্ব্বিয়োগৈর্জ্জনয়তি বহুশশ্চাত্মনশ্চাতিখেদং।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটে র্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৬
নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলঞ্চ
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে।
নষ্টো ধর্ম্মো বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৭
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ বহুতরগহনং খণ্ডবিল্বৈকপত্রং।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পে ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৮
দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৯
নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্ব্বিহরসি সততং নৈব দৃষ্টিঃ কদাচিৎ।
উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১০
ধ্যাতং চিত্তে পদং নো প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যঃ
হব্যং নো লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে চার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।

নো স্নপ্তং গাঙ্গতীয়ে ব্রতপরিচরণৈ রুদ্রজপ্যৈর্ন বেদৈঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১১

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতগহনে জ্যোতিরূপে পরোক্ষে।
লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১২

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ন্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মী স্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদং ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তি মমলামন্যৈস্ত কিং কর্ম্মভিঃ ॥ ১৪

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিম্বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দ্দেহেন গেহেন কিং।
জ্ঞাত্বৈতৎক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভং ॥ ১৫

করচরণকৃতং বা কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধং।
বিদিত মবিদিতং বা সর্ব্বমেব ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১৬

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেণসিতা জটাঃ পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি
সোঽয়ংসর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ॥
ইতিপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য
কৃতাপরাধভঞ্জনস্তোত্রং সমাপ্তং।

বটুকভৈরবস্তোত্রং।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরং॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধরণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধনং॥
অঙ্গন্যাসকরন্যাসবীজন্যাসসমন্বিতং।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকং।
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণং॥
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥

গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনং।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাং।
আপদুদ্ধরণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকয়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধরণায় চ॥
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভং।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং॥
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকং।
নাগ্নিচৌরভয়ঞ্চাপি গ্রহরাজভয়ন্তথা॥
নচ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ॥
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাম্বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যস্ত সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণং।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমং॥
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহং॥
দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ষড়্দীর্ঘযুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা॥
অঙ্গানি যানি যুক্তানি প্রণবানি চ কল্পয়েৎ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনং॥
অক্ষোভু্ তাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনং।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশেতু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনং।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকং॥
পাদয়ো র্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমং॥
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভি র্বটুকভৈরবঃ।
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অস্ত শ্রীআপদুদ্ধারকমহাভৈরবস্তোত্রস্য
বৃহদারণ্যক ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবটুকভৈরবো

দেবতা ভৈরবীশক্তিঃ হ্রীঁ বীজমগ্নিস্তত্ত্বং
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে পাঠে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি
স্তরুণতিমিরনীলব্যালযজ্ঞোপবীতিঃ।
ক্রতুসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতু
র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাং॥

ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্ত্যাকারং বিবিধবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানং॥

ওঁ উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং বরং।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং সীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলং
বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভবয়ে॥

ওঁ ধ্যায়েন্নীলাভ্রকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরুমথ সৃণীংশঙ্খশূলাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈ র্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
পর্য্যাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎ কিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যং॥

সাত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতং অপমৃত্যুনিবারণং।
আয়ুরারোগ্যজননমপবর্গফলপ্রদং॥
রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদং।
তামসং রোগশমনং কৃত্বা ভূতভয়াপহং॥

ওঁ ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্॥
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ॥
কঙ্কালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ॥
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীরু র্ভূতপো যোগিনীপতিঃ॥
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভানবান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ॥
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ॥
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ॥
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ॥
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তি নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষু স্তমোময়ঃ॥
অষ্টাধারঃ ষড়াধারঃ সর্পযুক্তঃ শশিশিখঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতি র্ভূধরাত্মকঃ॥
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা॥

শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুগ্বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ॥
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ।
কালীকলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ॥
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদং।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমং॥
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নুবান্ মানবঃ কচিত্॥
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্র মনন্যধীঃ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে॥
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ॥
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ভৈরবকীর্ত্তনাৎ।
একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ।
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ॥
ষন্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীং।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ॥
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শত্রুকান্।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ॥

ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥
ধনং পুত্রাং স্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্ যান্ সমীহতে কামান্ তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতং।
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে।
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদং ॥
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং ॥
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকং।
ভুজঙ্গমেখলং দেব মগ্নিবর্ণশিরোরুহং ॥
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলং।
খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ ॥
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা।
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভং ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসংকুলং।
আত্মবর্ণসমোপেতসারমেয়সমন্বিতং ॥
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমং ॥
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীবটুকভৈরব
স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ। ওঁ তৎসৎ ॥

অথ দুর্গাষ্টকং স্তোত্রং।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দরূপস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্ত্তস্য শীতার্ত্তস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৩
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলাসমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭
নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৮

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভির্ব্বাবৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং।
ত্রিসন্ধ্য মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ॥
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া॥
সমস্তং শ্লোকমেকং বা পঠেদ্ যস্ত্ত সমাহিতঃ।
স সর্ব্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥

ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

অথ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ শতনামস্তোত্রং।

ঈশ্বর উবাচ।

শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্ব কমলাননে।
যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ দুর্গা প্রীতা ভবেৎ সতী॥
ওঁ সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যা দুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী॥
পিণাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপাঃ।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতাচিতিঃ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী।
অনন্তা ভাবিনী ভব্যা ভব্যাভব্যপ্রদায়িনী॥
শাকম্ভরী দেবমাতা চিন্তারত্নপ্রিয়া সদা।
সর্ব্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী॥
অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।
পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী॥

অমেয়বিক্রমা ক্রূরা সুন্দরী সুরসুন্দরী।
বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মাতঙ্গমুনিপূজিতা॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা।
বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহনবাহনা॥
নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
সর্ব্বাসুরবিনাশী চ সর্ব্বদানবঘাতিনী।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্ব্বাস্ত্রধারিণী তথা॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
কৌমারী চৈব কন্যা চ কিশোরী যুবতী যতী॥
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধমাতা বলপ্রদা।
য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং দুর্গানামশতাষ্টকং॥
নাসাধ্যং বিদ্যতে দেবি ত্রিষু লোকেষু পার্ব্বতি।
ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ॥
চতুর্ব্বর্গং তথা চান্তে লভেন্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীং।
কুমারীং পূজয়িত্বা তু ধ্যাত্বা দেবীং সুরেশ্বরীং॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পঠন্নামশতাষ্টকং।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি সর্ব্বৈঃ সুরবরৈরপি॥
রাজানো দাসতাং যান্তি রাজ্যং শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥

গোরোচনালক্তককুঙ্কুমেন
সিন্দুরকর্পূরমধুত্রয়েণ।

বিলিখ্যমন্ত্রং বিধিনা বিধিজ্ঞো
ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ।
ভৌমাবস্যানিশাভাগে চন্দ্রে শতভিষাংগতে॥
বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাস্পদং।

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ শতনামস্তোত্রং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ।

সঙ্কটাস্তোত্রং।

নারদ উবাচ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
অক্ষতানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমং॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্ বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম॥
দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যং নির্ব্বিণ্ণঃ পরমং যযৌ॥
তদানীন্তু ততঃ কাশীপুরায়াতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যো মহাতপাঃ॥
তং দৃষ্ট্বাহ সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদন এতৎ ত্বং মাং নিবেদয়॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃক্ বদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি মহামতে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পার্শ্বতঃ॥
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং।
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা॥
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী।
সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা॥
সপ্তমং ভীমনয়না সর্ব্বরোগহরাষ্টমং।
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্ বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।
ইত্যুক্তঃ পূজয়ামাস বীরেশ্বরসমন্বিতাং॥
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
মালাকমণ্ডলূপেতাং বরপদ্মগদাধরাং॥
ত্রিশূলচাপডমরুখড়্গচর্ম্মবিভূষিতাং।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো হর্ষিতোঽভবৎ॥
ততশ্চাততহস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ॥
এতৎস্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনং।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ॥

ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটাস্তোত্রং সমাপ্তং।

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রং।

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহং
তেনাদ্যাকীর্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্ব্বাধ্যমানো গরিষ্ঠৈঃ।
স্থিত্বা জন্মান্তরে নঃ পুনরিহ ভবিতা কাশ্রয়ঃ কাপি সেবা
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥
বাল্যে বালাভিলাষৈর্জ্জড়িতজড়মতের্ব্বাললীলাপ্রসক্তো
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীং।
নাচারো নৈব পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতির্নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥
প্রাপ্তোঽহং যৌবনঞ্চেদ্বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো
নষ্টঃ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রীপরধনহরণে সর্ব্বদা মেঽভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥
প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ
ক প্রাপ্তিঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনকথা নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্যাঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥
বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ
কর্ণঘ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিলাষঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥

কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং
নো নৈবেদ্যাদিচেষ্টা কচিদপিচ কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণকথনং নাপি চার্চ্চা কৃতা তে
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাং দয়াঢ্যাং।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরহুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
কালাভ্রশ্যামলাঙ্গীং বিগলিতচিকুরাং খড়্গমুণ্ডাভিরামং
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘদেহাং।
সংসারস্থৈকসারাং মনসি ন চ কদা ভাবনাভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং
ভাগ্যাভাবান্নচাহং ভবজননি ভবৎ পাদপদ্মং ভজামি।
মিথ্যালোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকত্বাং যথাচে।
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তৈঃ কলুষযুতহৃদঃ কামনাভোগলুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্ব্বিহীনঃ।
ক ধ্যানন্তে কচার্চ্চা ক চ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
রোগী দুঃখীঃ দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতাঃ
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ সুজঠরভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা।

কিন্তে পূজাবিধানং ক চ ভজনমতিঃ কানুরাগঃ ক চাস্থা
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
মিথ্যা ব্যামোহরাগৈঃ পরিধৃতমনসা ক্লেশসংঘাবৃতস্য
ক্ষুন্নিদ্রাশ্রিতস্য শ্রবণবিরহিণঃ পাপকর্ত্তুং প্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্র্যস্য ক ধর্ম্মঃ ক চ ভজনকথা কস্থিতিঃ সাধুসঙ্গঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
মাত স্তাত স্বদেহাজ্জননিজঠরজ স্তাবদালব্ধদেহঃ
ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্মহেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাপ্যহমপি ভবিতা সর্ব্বমেতত্ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘ স্ত্বমসিহুতবহস্ত্বং জগদ্বায়ুরূপা
ত্বঞ্চাকাশোমনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকাহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মা এবাসি মাতঃ পরমসি ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বং হি লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বং
ধূমা মাতঙ্গী নিত্যাত্বমসি চ বগলা হিঙ্গুলাখ্যা ত্বমেব
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥
স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনঃ সর্ব্বদা ভক্তিযুক্তো
দুষ্কীর্ত্তিদুর্গসংঘং পরিভবতি সদা বিঘ্নতা নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিদ্ যদি ভবতি পুনঃ সর্ব্বদা স্বাপরাধঃ
সর্ব্বং তৎকামরূপাং ত্রিভুবনজননী কাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা॥

জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতে র্দানশীলোদয়াত্মা
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাক্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুগণবিমুখঃ সৎকথাভাষশীলঃ
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মাবলম্বাৎ।।

ইতি গুপ্তার্ণবতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসম্বাদে অপরাধভঞ্জন স্তোত্রং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ।

অথ কালিকা ষ্টকং (অপরাধভঞ্জনস্তোত্রং)।

আজ্ঞামালম্ব্য জন্মা ~লিতকমলজপ্রেরণান্মাতৃগর্ভে
যাতায়াতৈর্যদত্র জ্বলিতল্ভতবহামেধ্যবিড়্মূত্রসঙ্গৈঃ।
দুঃখং সংখ্যাবিহীনং তবমতিরহিতং বাগবেদ্যং নিবেদ্যং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে ॥ ১

অজ্ঞো মাতঃ স্বভাবঃ সমজনি জননে নির্ম্মলা যৌবনশ্রী
স্রস্তা ব্যস্তাঃ সমস্তাঃ কলুষমতিগতিঃ প্রায়শো মৃত্যুকল্পা।
জাতে হন্মদ্ যচ্চ দুঃখং দহনকটুকষায়োপভোগৈর্ভবানি।
ক্ষন্তব্যোঽমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে ॥ ২

বালঃ কালানুরূপং স্তনমধুরপয়োধারয়া স্নিগ্ধমূর্ত্তি
স্তোষ্টা পিত্রোঃ সমিত্রৈর্ব্বচনরচনয়া হাস্যলাস্যাদিভিশ্চ।
তথ্যং তত্ত্বং ন লেভে ভজনবিধিগতং দুঃখসঙ্গৈকভঙ্গং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে ॥ ৩

প্রাপ্তশ্রীর্যৌবনস্থো নবযুবতিসরিৎপ্রেমধারাভিষিক্তঃ
কামক্রোধাদিবাধাং প্রকৃতিহৃতমতিঃ ক স্মৃতিঃ ক প্রবৃত্তিঃ।

তাদৃঙমাতঃ স্বচিত্তং নহি ভজতি রসং পাদপদ্মানুসারং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে॥ ৪
মিথ্যা সর্ব্বস্বচিন্তাকুলতনুবলতো দাসতা দস্যুতা বা
নানাদেশপ্রয়াণং নিজজনভরণং দুষ্টচেষ্টামনোজ্ঞং।
নো ভাব্যং নাপি সেব্যং শরণদ চরণং তৎ কথং জন্মলব্ধং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে॥ ৫
বৃদ্ধত্বে মন্দবুদ্ধিঃ করণগুণগণোচ্ছেদবিচ্ছিন্নশুদ্ধি
ভীতিঃ শ্রীহানিতো মেঽপ্যবিরতমরিভির্ব্বাধিতা চিত্তবৃত্তিঃ।
ত্বৎপাদোম্ভোজযুগ্মং পরমসুখময়ং নাশ্রিতঞ্চাশ্রয়ার্থং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে॥ ৬
মাতঃ প্রাতঃ স্বকালে স্নপনবিধিবিধূতাত্মপাপপ্রতাপঃ
সন্ধ্যাং সধ্যানবন্দ্যাং মুনিগণনমিতাং নাহমীহে নিরীহঃ।
পদ্মং শ্রীবজ্রপুষ্পং মলয়জললিতং নার্পিতং মন্দবুদ্ধ্যা।
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে॥ ৭
মন্ত্রং তন্ত্রোক্তযন্ত্রং ন বিদিতমুদিতং ধ্যানমাধায় সারং।
চিত্তানন্দৈকচিন্তং ন কৃতমিতি কথং ভীতিসিন্ধুং তরামি।
যাদৃগ্দুর্ভাগ্যভাবঃ সমজনি জননি প্রাপণং মাদৃশাং কিং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্মরহরমহিলে কালিকে কামরূপে॥ ৮
ইতি কালিকাষ্টকমপরাধভঞ্জনং স্তোত্রং সমাপ্তং।

অথ কর্পূরস্তোত্রং।

কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং
বীজন্তে মাতরেতত্ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।

তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাহুল্লসন্ত্যেব বাচঃ
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচি রুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাং ॥ ১
ঈশানঃ সেন্দুবামঃ শ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি
দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদ মপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষি
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে ॥ ২
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩
ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি।
জপ্তৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥ ৪
বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তৎত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাত র্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫
প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
তন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে
বাগ্দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠিপীনস্তনাঢ্যে ॥ ৬

গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলস
ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরত
প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ॥ ৭

শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ
পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূং।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ॥ ৮

বদামস্তে কিম্বা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ঃ
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমং।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে
তদেতৎ-ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ॥ ৯

সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্‌যৌবনবতী
রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ। ১০

সমাঃ সুস্থীভূতো জপতি বিপরীতো যদি সদা
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাং।
তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ
করাম্ভোজে বশ্যা হরবধু মহাসিদ্ধিনিবহাঃ॥ ১১

প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।

অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতি রহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং ॥ ১২
অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিবহান্
বিমূঢ়া স্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমং।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাং ॥ ১৩
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং।
স্তুতিঃ কা তে মাত র্নিজকরুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥ ১৪
শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্পটধরঃ
সহস্রন্ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমং।
জপং স্ত্বৎপ্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ ॥ ১৫
গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্না মনুমপি সকৃৎ কালি সততং
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥ ১৬
স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো
পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্ত স্তব মনুং।
স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরিব কবিত্বামৃতনদী
নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং
মহাকালেনোচ্চৈর্ম্মদনরসলাবণ্যনিরতাং।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বাময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ॥ ১৮
সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে
পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিস্তে পূজায়াময়ি! বিতরতাং মর্ত্যবসতাং
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বাঃ প্রতিপদমপূর্ব্বাঃ প্রভবতি॥ ১৯
বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যাননিপুণঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে॥ ২০
ইদং স্তোত্রং মাতস্তবমনুসমুদ্ধারণজনুং
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগলপূজাবিধিযুতং।
নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধিবা যস্তু পঠতি
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ॥ ২১
কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং
বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া
চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনু॥ ২২

ইতি শ্রীমহাকালবিরচিতং শ্রীদক্ষিণাকালিকায়াঃ
স্বরূপাখ্যং স্তোত্রং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ॥

অথ অন্নপূর্ণাস্তোত্রং।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ১
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতারুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ২
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মৈকনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যকরী তপঃফলকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৩
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকবাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৪
দৃশ্যাদৃশ্যবিভূতিভাবনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
বিশ্বাধীশমনঃপ্রমোদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৫

গুর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী জয়করী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
নারী নীলসমানকুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী সদা শিবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৬
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী চন্দ্রপ্রভাভাস্বরী
কাশ্মীরা ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী মহোৎসবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৭
দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী
বামস্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৮
চন্দ্রার্কানলকোটিপূর্ণবদনা বালার্কবর্ণেশ্বরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবিম্বাধরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৯
দর্ব্বীপাকস্বর্ণরত্নঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে চারুপয়োধরী রসভরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী ফলপ্রদকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ১০
সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী
ব্রহ্মানন্দকরী নিরাময়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।

সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১১
অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥ ১২
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স দেশো ভুবনত্রয়ং ॥ ১৩

ইতি শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীঅন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তং।

অথ অপরাজিতাস্তোত্রং।

ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ।

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাং।
অভয়বরদহস্তাং শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাং ॥
নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাং।
এবং ধ্যায়েৎ সমাসীনো য এতামপরাজিতাং ॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া আরম্ভ করিবে।

অপরাজিতা মন্ত্রস্য বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ শ্রীঅপরাজিতা দেবতা লক্ষ্মী বীজং ভুবনেশ্বরী শক্তিঃ মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাং।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাং ॥

ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায় নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায়

অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ হয়গ্রীব মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ বামন ত্রিবিক্রম রাম শ্রীরাম রাম মৎস্য কূর্ম্ম বরপ্রদ নমোঽস্তুতে স্বাহা। ওঁ সুরদৈত্য-দানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসভূতপ্রেতপিশাচকুষ্মাণ্ডসিদ্ধযোগিনীডাকিনী-স্কন্দপুরোগমান্ গ্রহনক্ষত্রদোষান্ তানন্যাংশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা। ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম পদ্মনাভ নারায়ণ বৈকুণ্ঠ বামন গোবিন্দানিরুদ্ধ দামোদর হৃষীকেশ কেশব সর্ব্বাসুরোৎসাদন সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর সর্ব্বনাগপ্রমর্দ্দন সর্ব্বায়ুধবিমোক্ষণ মহেশ্বর সর্ব্বভূতবশঙ্কর সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দন সর্ব্বমন্ত্রপ্রভঞ্জন সর্ব্বারিষ্টপ্রমর্দ্দন সর্ব্বজ্বরবিনাশন সর্ব্ববন্ধাবমোক্ষণ সর্ব্বপাপপ্রণাশন সর্ব্বদুঃস্বপ্ননাশন সর্ব্বদেব মহেশ্বর সর্ব্বগ্রহনিবারণ ডাকিনী বিধ্বংসন জনার্দ্দন নমোঽস্তুতে স্বাহা। য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং জপতি পঠতি শৃণোতি স্মারয়তি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বা গৃহীত্বা হস্তে পথি গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা ন তস্যাগ্নিবায়ুবজ্রোপলাশনিভয়ং ন রাজভয়ং ন গ্রহভয়ং ন চৌরভয়ং ন সর্পভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শ্বাপদভয়ং বা ভবেৎ। ন তস্য কচিদ্রাত্র্যন্ধকার শ্রীরাজকুলবিষোপগরলবশীকরণবিদ্বেষণোচ্চাটনবধবন্ধনং বা ভবেৎ।

এভির্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ। ওঁ নমস্তে- স্বনঘেঽভয়ে অজিতে অমিতে অপরাজিতে পঠতি বিদ্যে স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসে মানস্তোকে সরস্বতি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনি বিকরাল নেত্রে সদ্যোপচয়করি মাতঃ সর্ব্বযাচকবরদে শুভদে অর্থদে সাধিনে অপমৃত্যুং নাশয় নাশয় পাপং হর হর জলগতং স্থলগত মন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ রক্ষ সর্ব্বোপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা।

ওঁ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি।
ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ॥
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি।
এভি র্দোষৈ র্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ।
রণে রাজকুলে দূতে সংগ্রামে রিপুসঙ্কুলে॥
অগ্নি চৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ॥
শস্ত্রঞ্চ বারয়েত্তেষাং সমরে কাণ্ডধারিণী।
গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাং॥

শিরোরোগজ্বরাদীনাং নাশিণাং সর্ব্বদেহিনাং। তদ্ যথা, মৌহূর্ত্তিক ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক মাসিক দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক চাতুর্ম্মাসিক ষাণ্মাসিক বার্ষিক বাত্তিক পৈত্তিক সান্নিপাতিক শ্লৈষ্মিকজ্বর আমজ্বর সততজ্বর বিষমজ্বর গ্রহজ্বর দোষান গ্রহাংশ্চান্যান্ ওঁ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম

বিদ্যে আলে মালে তালে তমালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় নাশয় পাপং হর হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্ন বিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মর্দ্দয় মর্দ্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি অগ্নিনাশিনি গদিনি চাপিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুন্দুভি নাদে দুঃখদুরন্তে ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামনি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গিনি ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ ক্ষ্রোং গ্রূং তুরু তুরু স্বাহা। যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ঐন্দ্রি চান্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডি বারুণি বায়ব্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তিস্বস্তিপুষ্টিতুষ্টি কীর্ত্তিবিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা। ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালাংশুমালিনি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি মদনোন্মাদিনি সংশোষিণি সংমোহনি মহানীলে নীল পতাকে মহাগৌরি মহাশ্রিয়ে মহাচান্দ্রি মহামায়ে মহাময়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে ওঁ আং কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভিসুরোৎপন্নে সর্ব্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিদ্ধতু স্বাহা। ওঁ অদিতে স্বাহা ওঁ অপরাজিতে স্বাহা ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ স্বাহা। ওঁ যতএবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধ সাধিনী স্বাহা। ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ত্রৈলোক্য বিজয়া নাম অপরাজিতাস্তোত্রং সমাপ্তং॥

অথ লক্ষ্মীস্তোত্রং।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥ ১
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী শ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদুচ্চৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥ ২
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥ ৩
ইতি লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তং।

অথ সরস্বতীস্তোত্রং।

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ।

হ্রীঁ হ্রীঁ হৃদ্যৈকবীজে শশিরুচিকমলাকল্পবিস্পষ্টশোভে
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্‌ঘ্রিপদ্মে।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদসম্পাদয়িত্রি
প্রোৎফুল্লজ্ঞানকূটে হরিনিজদয়িতে দেবি সংসারসারে ॥ ১
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে
রূপেরূপপ্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্ব্বিকারে।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেহপ্যবিদিতবিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে ॥ ২
হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকীব্যগ্রহস্তে
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাং।

বিদ্যে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে
মার্গাতীতপ্রভাবে ভব মম বরদা সারদে শুভ্রহারে॥ ৩
ধী ধী ধী ধারণাখ্যে ধৃতিমতিনুতিভির্নামভিঃ কীর্ত্তনীয়ে
নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণনমিতে নূতনে বৈ পুরাণে।
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহরনমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে
মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বেমতি মতিমতিদে মাধবপ্রীতিদানে॥ ৪
হ্রীং ক্ষীঁ ধীঁ হ্রীঁ স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তকব্যগ্রহস্তে
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি শুভগে স্তম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধপ্রভাবে কুরু মম কুমতিধ্বান্তবিধ্বংসমীড্যে
গীর্গৌর্বাগ্ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধসাধ্যা॥ ৫
স্তৌমি ত্বাং দেববন্দ্যে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ত্যজেথা
মা মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধা ভবতু নচ মনো দেবি মে যাতু পাপং।
মা মে দুঃখং কদাচিদ্ বিপদি চ সময়ে ঽপ্যস্তু মেঽনাকুলত্বং
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ॥ ৬
ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো
বাণীবাচস্পতিরপ্যভিমতবিভবো বাক্পটুর্নষ্টপঙ্কঃ।
স স্যাদিষ্টার্থলাভী সুতমিব সততং পালিতং সা চ দেবী
সৌভাগ্যং তস্য গেহে প্রসরতি কবিতা বিঘ্নমস্তং প্রয়াতি॥ ৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্যাদিষ্টার্থলাভবান॥
পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেকবিংশতিং।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীং॥

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাং।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ॥
ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভং।
প্রযত্নেন পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥
ইতি তন্ত্রসারসংগৃহীতং শ্রীসরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তং।

সংক্ষিপ্তসরস্বতীস্তোত্রং।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতাভরণভূষিতা॥
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈ রর্চ্চিতা দেবদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে॥
ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তং।

অথ ষষ্ঠীস্তোত্রং।

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামশুভাবহং।
আজ্ঞাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদ॥

শ্রীপ্রিয়ব্রত উবাচ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥

বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ॥
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাং॥
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা॥
হিংসাক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি॥
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ॥
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ।
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরং॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনং।
বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংস্তুত্যেদং শৃণোতি চ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনং॥

শুচিং চিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ॥
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ।
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ॥
মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে শ্রীষষ্ঠীস্তোত্রং সমাপ্তং।

অথ শীতলাস্তোত্রং।

শ্রীস্কন্দ উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভং।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহং॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহাং।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥ ২
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভবো দাহঃ ক্ষিপ্রং তস্য বিনশ্যতি॥ ৩
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংস স্ত্বামাহুর্জীবনৌষধং॥ ৪
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥ ৫
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ং॥ ৬

ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাং ॥ ৭
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাং।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ৮ ॥
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ।
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ ॥ ৯
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে।
অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ১০
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥
ইতি স্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাস্তোত্রং সমাপ্তং।

ইতি স্তবকবচমালা সমাপ্তা।

অতিথিসংকারবিধিঃ।

যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞো দ্বারাবলোকনং।
মুহূর্ত্তস্যাষ্টমং ভাগমুদ্বীক্ষ্যো হ্যতিথির্ভবেৎ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্য মাদায় গচ্ছতি॥
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পতিত এব বা।
সংপ্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥

যাহার নাম, গোত্র ও অবস্থিতি অজ্ঞাত এরূপ ব্যক্তি যদি সহসা গৃহে উপস্থিত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ অতিথি বলেন।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিত্যকার্য্য সমাপন করিয়া আচমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে অতিথি আছে কিনা অবলোকন করিবে। মুহূর্ত্তের অষ্টভাগের এক ভাগ কাল ব্যাপিয়া প্রার্থনাকারি ব্যক্তিকে অতিথি বলে।

যাহার গৃহ হইতে অতিথি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় সেই গৃহস্বামীকে অতিথি নিজের পাপ অর্পণ করিয়া তাহার পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া যায়।

অভ্যাগত ব্যক্তি, প্রিয় বা দ্বেষ্য অথবা মূর্খ ও পতিত হইলেও বৈশ্বদেবক্রিয়ার অন্তে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে তাহাদ্বারা স্বর্গ লাভ হয়।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায়, অতিথি

সৎকার করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যাগত ব্যক্তিকে গুরু স্বরূপ ও ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান করা গৃহীর উচিত।

যথা—

"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

"হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী"॥

অতএব মানব মাত্রেরই যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করা কর্ত্তব্য। অতিথি সৎকার পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে একটি প্রধান যজ্ঞ ইহা না করিয়া ভোজন করা কদাচ উচিত নহে।

অতিথি সৎকার করিয়া তুলসী ও অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান করিবে।

তুলসীবৃক্ষে জলদানমন্ত্রঃ।

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং॥

অশ্বত্থবৃক্ষে জলদানমন্ত্রঃ।

চক্ষুঃ স্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশু মে॥
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥

অনন্তর বিপ্রপাদোদক ও বিষ্ণুপাদোদকপান করিবে।

বিপ্রপাদোদকদানমন্ত্রঃ।

বৎস তুভ্যং ময়া দত্তং পিবস্বাশু পয়োঽমৃতং।
সুখদং মোক্ষদঞ্চৈব অমৃতঞ্চ রিপুং দহেৎ॥

বিপ্রপাদোদকপানমন্ত্রঃ।

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপত্রেণ পিবন্তু পিতরোদকং॥

বিষ্ণুচরণামৃতপানমন্ত্রঃ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

অনন্তর ভোজন করিবে।

ভোজনবিধিঃ।

পঞ্চমে চ তথাভাগে সম্বিভাগো যথার্হতঃ।
দেবপিতৃমনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে॥
সম্বিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ভবেৎ॥

অষ্টধাবিভক্তদিবসের পঞ্চমভাগে দেবতা, পিতা, মনুষ্য ও কীট পতঙ্গাদির উদ্দেশে ভোজ্যদ্রব্যকে বিভাগ করিয়া যথাবিধি প্রতিপাদন করিতে প্রাচীনশাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন এবং উক্তরূপে বিভাগ করিয়া অবশেষে গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবেন ইহাও বলিয়াছেন।

সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বীয় ভৌতিক কলেবর ধারণ করিবার নিমিত্ত আহার করিয়া থাকে, এই জন্ত বিধাতাও দেশ, কাল, পাত্র ভেদে নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সৃজন করিয়াছেন।

সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে আহার তিনপ্রকার।

যথা—

আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥

জীবন, আরোগ্য, উৎসাহ, বল, এবং রুচি বিবর্দ্ধক, রস ও ঘৃতাদি সংযুক্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী, মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিপ্রদ।

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ ও অতি দাহী এইরূপ রোগপ্রদ ও শোকপ্রদ আহার রাজসিকদিগের প্রিয়।

যে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইবার পর একপ্রহরকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে ও গতরস, পূতিগন্ধযুক্ত, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র তাহাই তামসদিগের প্রিয় ভোজন।

এই ত্রিবিধ আহারের মধ্যে সাত্ত্বিক আহারই প্রশস্ত, এবং ইহাই ক্রমশঃ জীবনীশক্তির পরিবর্দ্ধক। সাত্ত্বিক আহার করিলে মানসিক, স্থৈর্য্য ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রভৃতি নানাবিধ দুর্লভ উৎকর্ষতা লাভ হয়। এই জন্য বহুদর্শী পুরাতন ঋষিগণ ভূয়োভূয়ঃ সাত্ত্বিক আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধুনা অনেকেই এই শাস্ত্র সম্মত হিতকর আহারের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া বিজাতীয় তামসিক আহার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন।

দেশ ভেদে যেরূপ ধর্ম্মের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় সেই রূপ দেশভেদে আহারেরও বিভিন্নতা ধর্ম্মোপদেষ্টারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে দেশের যে ধর্ম্ম সেই দেশস্থলোকের স্বধর্ম্মানুযায়ী আহার করাই শ্রেয়ঃ, অন্যরূপ করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতানুসারে অনেকেই বিজাতীয় আহার করিতে কুণ্ঠিত হন্ না, এমন কি তাহারা এইরূপ আহার অতি প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন।

মদ্য, মাংস প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য শীতপ্রধান দেশেই অধিক ব্যবহার হয়, তথায় ইহা ইষ্টকারক বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে অধিকাংশস্থানই গ্রীষ্মপ্রধান, এদেশে মদ্য মাংস প্রভৃতি অমেধ্য বস্তু সেবন করিলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

যে বস্তু এদেশে আহার করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, আর্য্য ঋষিগণ সেই বস্তু সেবন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যে বস্তু আহার করিলে অনিষ্ট হইবে না তাহা সেবন করিতে বিধি করিয়াছেন।

শরীরের সঙ্গে আহারের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, অতএব আহারীয় দ্রব্যের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বহু তপস্যা করিয়া এই মানব জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্মে ইচ্ছা করিলে যত্ন দ্বারা অমরত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহা এই শরীর সাধ্য, অতএব সাধনার প্রধান সহায় এই শরীর যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ি হয় তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে

করা কর্ত্তব্য। আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য শাস্ত্রকারেরা সেবন করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

লশুন, গাঁজর, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) ছত্রাকু (ছাতু) এবং মদ্যমাংস ও অমেধ্য বস্তু ভোজন করিবে না।

গাভীর, মহীষীর, ছাগীর, উষ্ট্রীর, রাসভাদির দুগ্ধ প্রসবের পর দশ দিবসের মধ্যে ভক্ষণ করিবে না।

ভাবদুষ্ট, বাক্য দুষ্ট, অবজ্ঞা প্রদত্ত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পদমর্দ্দিত, ভুক্তোচ্ছিষ্টাদি অন্ন ভোজন করিবে না।

বার, তিথি, মাস ভেদেও অনেক দ্রব্য ভোজন করিতে নিষেধ আছে। যথা—

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড খাইলে—অর্থহানি হয়।

দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড়) খাইলে—ঈশ্বর চিন্তা হইতে বিমুখ হয়।

তৃতীয়াতে পটোল খাইলে—বহু শত্রু হয়।

চতুর্থীতে মূলা খাইলে—ধন হানি হয়।

পঞ্চমীতে শ্রীফল (বেল) খাইলে—কলঙ্ক হয়।

ষষ্ঠীতে নিম্ব খাইলে তীর্য্যক্ যোনি হয়।

সপ্তমীতে তাল খাইলে শরীর নাশ হয়।

অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে—মূর্খ হয়।

নবমীতে লাউ—গো মাংস তুল্য।

দশমীতে কলমীশাক খাইলে—গোবধজনিত পাপ হয়।

একাদশীতে শিম খাইলে—পাপ সঞ্চয় হয়।

দ্বাদশীতে পুঁইশাক খাইলে—ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

ত্রয়োদশীতে বেগুন খাইলে—পুত্র হানি হয়।

চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই খাইলে—চির রোগি হয়।

পূর্ণিমাতে ও অমাবস্যায় মৎস্য ও মাংস খাইলে—মহাপাপ হয়।

রবিবারে মাষকলাই, মুসুর, আমিষ, * নিম্ব, রাঙ্গাশাক ও আদা ভোজন করিবে না।

মঙ্গলবারে মাংসভোজন করিবে না।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চ তিথিকে "বক পঞ্চক" বলে, এই পাঁচ দিন কদাচ মৎস্য আহার করিবে না। এমন কি বকপক্ষি ও এই পাঁচ দিন মৎস্য আহার করে না।

ভাদ্র মাসে অলাবু (লাউ) ভোজন নিষিদ্ধ।

মাঘমাসে মূলাভক্ষণ করিবে না।

শ্বেতবর্ণ তাল ও শ্বেতবর্ণ বেগুন, শ্বেত কলম্বী, (শ্বেতবর্ণ কলমিশাক) † পূতিকা ও কুশুম্ভশাক ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

স্ত্রীলোক কদাচ মাংস ভক্ষণ করিবে না। মস্তকে বস্ত্র বন্ধন

---

* মৎস্য, মাংস, পান, লেবু, রক্তবর্ণলটে ও দগ্ধদ্রব্য আমিষ পদবাচ্য, এতদ্ভিন্ন সমস্ত দ্রব্যই নিরামিষ।

† কেহ কেহ বলেন পূতিকা কোন দিনই খাইবে না, তবে দ্বাদশীতে খাইলে অধিক দোষ হয় বলিয়াই পুনর্ব্বার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন ব্রাহ্মণ কোন সময়েই পূতিকা খাইবে না, দ্বাদশীতে পুনর্ব্বার নিষেধ শূদ্রের নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ একেবারেই খাইবে না, শূদ্র কেবল দ্বাদশীতে খাইবে না।

করিয়া অথবা কোণাভিমুখে (কোণাকুণি) উপবেশন করিয়া কিম্বা জুতাপায়ে দিয়া ভোজন করিবে না।

অস্মদ্দেশে প্রথমে তিক্ত, পরে কটু, অনন্তর লবণ, তৎপরে অম্ল, শেষে মধুররস ভোজন করা বিধি।

পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করা প্রশস্ত, মতান্তরে পুত্রবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিতে পারে।

আহারের পূর্ব্বে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ধৌত করা বিধেয়। ভোজনের সময় মৌনী হইবে। আহার করিবার সময় অধিক জলপান করিবে না।

ক্ষুধা না থাকিলে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা উদরের দুইভাগ পরিপূর্ণ করিবে, জল দ্বারা একভাগ পূর্ণ করিবে. চতুর্থভাগ বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত খালি রাখিবে। উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে অজীর্ণ হইয়া অম্ল রোগ বা অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হয় তাহাতে অকাল মৃত্যু ঘটে। যে স্থানে ভোজন করিবে সেই স্থান যেন অন্ত্যজ, চাণ্ডালাদি ও কুক্কুরাদি দেখিতে না পায়।

দিবাতে দুই প্রহরের (প্রায় ইং ১২টার) পর আড়াই প্রহরের (ইং ১।৩০) মধ্যে ভোজন করিবে।

রাত্রিতে দেড়প্রহরের (প্রায় ইং ১০টার) মধ্যে ভোজন বিধেয়।

অতি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এবং রাত্রি দেড় প্রহরের পর ভোজন নিষিদ্ধ।

পতিত ও রুগ্ন বা বিজাতীয় ব্যক্তির হস্তে খাইবে না।

সকলের ভোজন শেষ না হইলে পাত্রত্যাগ করিবে না।

ভোজন পাত্রে শেষান্ন কিঞ্চিৎ রাখিবে। আহার করিতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত লইবে না। রাত্রিতে দধি ভোজন নিষিদ্ধ। এক হস্তে জলপান করিবে না।

পিতৃ শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্ব দিনে হবিষ্যান্ন * ভক্ষণ করিবে।

উচ্ছিষ্ট মুখে অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিবে না।

প্রথমতঃ পরিষ্কৃত ও জলপ্রোক্ষিতস্থানে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র বসাইবে। পরে ভোজন পাত্রের দক্ষিণে ভূমির উপর অল্প পরিমাণ অন্ন পাঁচভাগ করিয়া রাখিবে এবং এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ নাগায় নমঃ। ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ। ওঁ কৃকরায় নমঃ। ওঁ দেবদত্তায় নমঃ। ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ"। এই পাঁচ মন্ত্রে প্রত্যেক ভাগে এক একটু জল দিবে। পরে এক গণ্ডুষ জল লইয়া "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া ঐ জলগণ্ডূষ পান করিবে। তৎপরে প্রাণাহুতিমুদ্রাদ্বারা † অল্প অল্প অন্ন তুলিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" এই বলিয়া পাঁচবার অল্পান্ন ভোজন করিয়া ভুক্তাবশেষ ভূমিতে ফেলিবে। ভোজন শেষ হইলে এক গণ্ডূষ জল "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া পান করিবে।

মাংস ভক্ষণ করিলে প্রথমে জলদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হস্ত ধৌত করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জল গণ্ডূষ ত্যাগ করিবে।

---

* হবিষ্যান্ন সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

† সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

পরে পরিস্কৃত জল দ্বারা হস্ত, মুখ প্রক্ষালন করিবে, অন্যূন দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন কর্ত্তব্য এবং তৃণদ্বারা দন্ত লগ্নবস্তুর ক্ষালন করিবে কিন্তু রক্তপাত না হয়।

অজীর্ণতানিবারণমন্ত্রঃ।

আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন করিয়া আচমন পূর্ব্বক এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে ইহাতে অজীর্ণ হইবে না।

যথা—

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ন্ত্বশেষং।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু॥

তাম্বূলভক্ষণং।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আহারের পর কোন না কোন প্রকার মুখশুদ্ধি করা প্রচলিত আছে। বাস্তবিক উহা অতি উত্তম প্রথা। বিশেষতঃ এপ্রদেশে পান খাওয়া প্রচলিত আছে। পানের ভিতর যে সমস্ত মসলা থাকে তাহা আহারের পর খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহাতে রোগাদি জন্মে না। কিন্তু অনেকেই অধিক পান খাইয়া থাকেন। অধিক পান খাওয়া অতি অকর্ত্তব্য, উহাতে ক্ষুধামান্দ্য করে ও অজীর্ণ হয়।

প্রথমে আচমন করিয়া তাম্বূল সেবন করিবে, পানের বোঁটা, অগ্রভাগ ও শিরা খাইবেনা। শুষ্ক পর্ণ সেবন নিষিদ্ধ। অম্ল রোগীর ও স্ত্রীসহবাসরহিতব্যক্তির হরীতকীসেবনে বিশেষ উপকার হয়।

দিবানিদ্রা।

সর্ব্বাপেক্ষা এই কার্য্য অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। ইহাতে শরীরে নানাপ্রকার রোগ জন্মে, তাহাতে আয়ুঃক্ষয় হয়; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবে আহারান্তে কিছু কাল বিশ্রাম করা উচিত।

রাত্রিকৃত্যং।

সায়ংসন্ধ্যা। *

সায়ংকালে হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালন করিয়া আসনে বায়ু কোণাভিমুখে বা উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা করিবে। সায়ংসন্ধ্যার কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব একদণ্ড ও পরে একদণ্ড, এই সময় অতীত হইলে দশবার গায়ত্রীজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে। সায়ংসন্ধ্যা করিয়া গৃহে শালগ্রামশিলা বা প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি থাকিলে আরতি করিবে।

আরাত্রিকবিধিঃ।

আদৌ চতুষ্পাদতলে বিষ্ণো
র্দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকং।
সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু চ সপ্তবারান্
আরাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ॥

সূর্য্যাস্তের পর চারিদণ্ডপর্য্যন্ত আরতির প্রশস্ত সময়। আরতি করিতে হইলে পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর, জলপূর্ণশঙ্খ, ধৌত বস্ত্র, চূতপল্লব বা বিল্বপত্র ও চামরাদিব্যজন আবশ্যক।

* সন্ধ্যাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

প্রথমে কোশার বামভাগে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, তদুপরি পঞ্চপ্রদীপ স্থাপন করিবে। পরে জলদ্বারা "ওঁ আরাত্রিকদীপায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত আরাত্রিকদীপের তিনবার অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "এষ আরাত্রিকদীপঃ ওঁ অমুকদেবায় নমঃ" বলিয়া জল ক্ষেপণ করিবে। পরে "ওঁ অমুক দেবায় নমঃ" এই মন্ত্র দশবার জপপূর্ব্বক দক্ষিণপদ আসনের প্রান্তভাগে, এবং বামপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে। তৎপরে বামহস্তে ঘণ্টাবাদন * করিয়া প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিবে।

পঞ্চপ্রদীপ প্রথমে দেবতার পাদ সমীপে চারিবার ঘুরাইবে, পরে ক্রমে নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে একবার ও সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার ঘুরাইবে।

পূর্ব্বরীত্যনুসারে নিবেদিত কর্পূরদীপও দেবতাসমীপে পাঁচ বার অথবা সাতবার ঘুরাইবে।

অনন্তর জলপূর্ণশঙ্খ † লইয়া দেবতাসমীপে নয়বার আরতি করিবে। প্রতিবারত্রয়ান্তে ভূমিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উক্ত শঙ্খ হইতে জলক্ষেপণ করিবে।

পরে ক্রমে বস্ত্র, বিল্বপত্র ও চামরাদিব্যজন দ্বারা তিন তিন বার আরতি করিয়া প্রদক্ষিণ ‡ ও স্বাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। অনন্তর নৈবেদ্যদানবিধি § অনুসারে শিতল দিয়া মালাজপাদি সমাপনপূর্ব্বক ঠাকুরকে শয্যায় স্থাপন করিবে।

---

* লক্ষ্মী পূজায় ঘণ্টা ধ্বনি করিবে না।

† শিব ও সূর্য্যের অর্চ্চনা সময়ে পাণি শঙ্খ নিষিদ্ধ।

‡ সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

§ ১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাত্রিভোজনং।

সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের (আন্দাজ ১০ টার) মধ্যে আহার করিবে। রাত্রিতেও আহারের পূর্ব্বে অতিথিসৎকার আবশ্যক। রাত্রিতে দিবা অপেক্ষা লঘু আহার কর্ত্তব্য, আহারান্তে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ আবশ্যক। পরে হস্ত, পদ, ধৌত করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিবে।

শয়নবিধিঃ।

ভাস্করাদৃষ্টশয্যানি নিত্যাগ্নিসলিলানি চ।
সূর্য্যাবলোকিদীপানি লক্ষ্ম্যা বেশ্মানি ভাজনং॥
স্বগৃহে প্রাক্‌শিরাঃ শেতে আয়ুষ্যে দক্ষিণাশিরাঃ।
প্রত্যক্‌শিরাঃ প্রবাসে তু ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ॥

যে গৃহে সূর্য্যাস্তেরপর শয্যা পাতিত হয় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা উত্তোলিত হয় ও সর্ব্বদা অগ্নি, জল বিদ্যমান থাকে এবং যে গৃহে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দীপ প্রজ্বলিত হয় তাহা লক্ষ্মীর বাস গৃহ। স্বগৃহে পূর্ব্বদিকে, আয়ুঃকামনায় দক্ষিণদিকে ও প্রবাসে পশ্চিম দিকে মস্তক করিবে। উত্তর দিকে মস্তক স্থাপন করিবে না, কিন্তু প্রবাসে উত্তর দিকে মস্তক স্থাপনে বিধি আছে। অশুচি ও ছিন্নশয্যায় শয়ন করিবে না। আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া বা নগ্নাবস্থায় শয়ন করা বিধেয় নহে। শয্যাতে শয়ন করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান, নামজপ ও প্রণাম করিয়া নিদ্রা যাইবে।

সাধারণবিধিঃ।

বস্ত্রপরিধানং।

স্নান করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিবে। অধৌত, পরকীয়, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা করা নিষিদ্ধ। দ্বিবস্ত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা করিবে না। পরিধেয় বস্ত্র জানুর নিম্নভাগে লম্বমান হওয়া আবশ্যক। দ্বিজাতি প্রণব বা ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে। শূদ্র দীক্ষিত হইলে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে।

রজকালয় হইতে আনীত বস্ত্র ধৌত করিয়া পরিধান করা কর্ত্তব্য।

ধৌত বস্ত্রের অভাবে পট্টাদি বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজাদি করিবে। বস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিবে। এইরূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা গৃহে গমন করিবে।

আসনং।

শিব ও বিষ্ণুপূজায় কম্বল, কুশাসন ও মৃগরোমজ আসন বিহিত কিন্তু গৃহীর পক্ষে কৃষ্ণাজিন আসন বিহিত নহে। দীক্ষা হইলে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে উপবেশন করিবে। দীর্ঘে ২ হস্ত, প্রস্থে দেড় হস্ত ও উচ্চে তিন অঙ্গুলি পরিমাণ পর্য্যন্ত হইবে, ইহার অধিক হইবে না। অতি নীচ আসন বৈধ কার্য্যে বিহিত নহে। তৃণ, পল্লব, কাষ্ঠ, পাষাণ, ভূমি, বস্ত্র, বংশ, আম্র,

নিম্ব, কদম্ব, বকুল, কিংশুক এবং পনস ইত্যাদি নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিবে না। অবিহিত আসনে উপবেশন করিয়া পূজাদি করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

উপবেশনং।

দেবকার্য্যে পূর্ব্বমুখে কিম্বা উত্তরমুখে পদদ্বারা পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন অথবা বীরাসন রচনা করিয়া সাধক উপবেশন করিবে।

প্রমাণং।

উর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমং॥ ১ *
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥ ২
একং পাদ মধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরং।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী বীরাসন মিতীরিতং॥ ৩

দক্ষিণচরণ বাম উরুর উপর ও বামচরণ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করিলে পদ্মাসন হয়। ১

জানু এবং উরুর মধ্যে পদতলদ্বয় স্থাপন করিয়া সরলকায় হইয়া উপবেশন করিবে, ইহাকেই স্বস্তিকাসন বলে।

বাম উরুতে দক্ষিণচরণ ও দক্ষিণ উরুর নিম্নে বামচরণ স্থাপন পূর্ব্বক সরলদেহ হইয়া উপবেশন করিবে ইহাকে বীরাসন বলে।

এই তিন প্রকার আসন লিখিত হইল ইহার মধ্যে যে কোন আসনে উপবেশন করিয়া সাধক পূজা করিবে।

---

* ঘেরণ্ডসংহিতায় অন্য প্রকার পদ্মাসন উক্ত হইয়াছে তাহা যোগ বিষয়ে জানিবে।

আচমনং।

সমস্ত বৈধকর্ম্মের আদিতে আচমন করা আবশ্যক। প্রথমে আচমন না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। হোম, ভোজন ও সন্ধ্যায় প্রথমে দুইবার আচমন করিতে হয়। অন্যান্য কার্য্যে একবার আচমন করিলেও চলিবে।

আয়তং পর্ব্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ করং।
সংহত্যাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ॥
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং শেষেনাচমনং চরেৎ।
মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃপিবেদপঃ॥ ভরদ্বাজঃ
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যা ততো মুখং॥
সংহতা তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেব মুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেনবৈ॥
সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ। দক্ষঃ।

প্রথমে হস্ত ও পদাদি প্রক্ষালন করিয়া উত্তরাস্য হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

দক্ষিণ হস্তকে গোকর্ণবৎ করিয়া একটী মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ জল লইবে। পরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে অন্য অঙ্গুলি হইতে বিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ * দ্বারা উক্ত জলপান

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

করিবে। এইরূপ তিনবার জলপান পূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণুঃ "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ও ওঁ তৎসৎ" এবং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনন্তর দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মুখের দক্ষিণভাগ হইতে বামভাগে দুইবার মার্জ্জন করিবে এইরূপে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলি একত্র করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠের উর্দ্ধভাগে ও অধোভাগে দুইবার স্পর্শ করিবে।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর শিরোভাগ একত্র করিয়া প্রথমে নাসিকার দক্ষিণরন্ধ্র পরে বামরন্ধ্র এক এক বার স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকায় অগ্রভাগ একত্র করতঃ প্রথমে দক্ষিণ চক্ষুঃ পরে বামচক্ষুঃ স্পর্শ করিবে।

তৎপরে চক্ষুঃস্পর্শ বিধি অনুসারে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ একত্র করিয়া প্রথমে দক্ষিণ কর্ণ পরে বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংযোগ করিয়া একবার নাভি স্পর্শ করিবে।

হস্ততলদ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একবার শিরঃস্পর্শ ও দক্ষিণবাহুর এবং বামবাহুর মূল স্পর্শ করিবে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ম্মাদিতে এইরূপ দুইবার আচমন করা কর্ত্তব্য।

আচমনীয় জল পান করিবার সময় যেন শব্দ না হয়।

যে জলে আচমন করিতে হইবে তাহা নির্ম্মল ও বুদ্বুদরহিত হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রী ও শূদ্র দক্ষিণকরের সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া ওষ্ঠে একবার নিক্ষেপ করিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্ণুস্মরণ ও ওষ্ঠাধর মার্জ্জনাদি করিবে। কিন্তু যে যে স্থানে প্রণব আছে সেই সেই স্থানে "নমঃ" উচ্চারণ করিবে।

আচমনীয় জল ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত, বৈশ্যের মুখমধ্য পর্য্যন্ত যাইবে। শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের আচমনীয় জল মুখস্পর্শমাত্র করিবে।

কাংস্য, লৌহ, সীসা, পিত্তল, রাঙ্গ, এ সমস্ত পাত্র দ্বারা আচমন করিলে শুচি হইবে না।

পূজাদি আরম্ভ করিয়া কাশি, চর্ব্বন, শয়ন (নিদ্রাকর্ষণ) বস্ত্রপরিধান, অশ্রুপাত, বাতকর্ম্ম, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ, এ সমস্ত কর্ম্মের ঘটনা হইলে আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই শুচি হইবে।

সামান্যার্ঘ্যং।

সামান্যার্ঘ্য ৯৫ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে এজন্য পুনর্ব্বার উল্লেখ অনাবশ্যক।

জলশুদ্ধিঃ।

জলশুদ্ধি ৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে অতএব পুনর্ব্বার উল্লেখ করিলাম না।

আসনশুদ্ধিঃ।

ইহাও ৯৬ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পুষ্পশুদ্ধিঃ।

সমস্ত পুষ্প স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা॥

করশুদ্ধিঃ।

পুষ্পরাশি হইতে একটি পুষ্প গ্রহণ করিয়া "ঐং রং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উভয়হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া বামে নিক্ষেপ করিবে ও অন্য পুষ্পসমূহে জল প্রক্ষেপ করিবে।

বিঘ্নাপসারণং।

* "ওঁ নমঃ অমুকদেবায়" এই মূলমন্ত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া উর্দ্ধস্থ সমস্তবিঘ্ন নিবারণ করিয়া এবং "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে, মস্তকের চতুর্দ্দিকে ও আকাশে জল অভ্যুক্ষণ দিয়া আকাশস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে, এবং বামপদের গুল্‌ফদ্বারা বামদিকে ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভূমিস্থ সমস্তবিঘ্ন নিবারণ করিবে।

ভূতাপসারণং।

"ফট্" এই মন্ত্র সাতবার তণ্ডুলের উপর জপ করিয়া নারাচ-মুদ্রা † দ্বারা ঐ তণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

---

* যে দেবতার পূজা করিবে তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। যেমন নারায়ণ পূজায় "ওঁ নমো নারায়ণায়"।

† সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

দিগ্বন্ধনং।

ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ ক্রমে "ফট্" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করতালি দিয়া তুড়ি দ্বারা মস্তকের উপর দশদিগ্বন্ধন করিবে।

দ্বারদেবতাপূজা।

ইহা ১১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বস্তিবাচনং।

কুশিতে আতপতণ্ডুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকদেবতাপূজাকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এই মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করিলে পর পুরোহিত বলিবেন "ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং"। পরে—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকদেবতাপূজাকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" স্বয়ং এই মন্ত্র পাঠ করিলে পুরোহিত "ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং" বলিবেন।

অনন্তর স্বয়ং "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকদেবতাপূজাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে এবং পুরোহিত "ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত আতপতণ্ডুল ছড়াইয়া দিবে।

সামগানাং স্বস্তিসূক্তং।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

ঋগ্বেদিস্বস্তিসূক্তং।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনীভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতেরণর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরোদধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। স্বস্তিনো বায়ুমুপব্রুবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাশো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অভবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে। স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তিপন্থা অনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্য মরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমুৎসুবৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম অস্ত্যোমুচমাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রেতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধে সভয়ং নোঽস্তু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

যজুর্ব্বেদিস্বস্তিসূক্তং।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

স্বস্তিবাচনান্তে পাঠ্যমন্ত্রঃ।

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি রাকাশং খচরা মরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্ব মিহ সন্নিধিং॥

ভূতশুদ্ধিঃ।

ক্ষিতি, অপ্, (জল), তেজ, (অগ্নি), বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতদ্বারা দেহ নির্ম্মিত হয়, ইহার শুদ্ধিকে ভূতশুদ্ধি বলে। যেরূপ কৃষকেরা ধান্যাদিরূপ উত্তমফলপ্রাপ্তির আশায় কর্ষণাদি দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি করে তদ্রূপ আমাদের পরম পুরুষার্থরূপফলেরজন্য দেহরূপক্ষেত্রের পবিত্রতারূপিণী উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা ভূতশুদ্ধির অবতারণা করিয়াছেন।

প্রথমে "রং" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া জলদ্বারা দেহকে বেষ্টন করিবে। পরে উক্ত জলধারাকে অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিয়া হস্তদ্বয় উত্তান ভাবে নিজ ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ব্বক এক্ষণে আমি সোঽহং (অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত পরমাত্মাই আমি) এই রূপ চিন্তা করিবে। অনন্তর স্বহৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারাবস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সুষুম্নানাড়ী মার্গে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামক চতুর্দ্দল, ষড়্দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল, এবং দ্বিদল পদ্ম ভেদ করিয়া শিরোঽবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমল-কর্ণিকার মধ্যগত পরমাত্মাতে সংমিলিত করিয়া তাহাতেই দৈহিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার, এই চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে লীন ভাবিবে।

পরে বামনাসাপুটে "যং" এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজকে চিন্তা করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণনাসা অবরোধ করতঃ উক্তবীজ ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামনাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দেহ পরিপূরিত করিবে অর্থাৎ পূরক * করিবে। তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণনাসাতে উক্তভাবে রাখিয়া অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা বামনাসিকা অবরোধ করতঃ উক্ত বীজ ৬৪ বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরোধ করিবে অর্থাৎ কুম্ভক * করিবে। এই সময় চিন্তা করিবে যেন বামকুক্ষিস্থিত পাপ-পুরুষের † সহিত স্বীয় ভৌতিকদেহ বায়ুদ্বারা শুষ্ক হইল। পরে বৃদ্ধাঙ্গুলিত্যাগ করিয়া উক্তবীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসাদ্বারা মন্দ মন্দ ভাবে বায়ুত্যাগ করিবে অর্থাৎ রেচক * করিবে।

তদনন্তর দক্ষিণনাসাপুটে "রং" এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজকে চিন্তা করিয়া অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা বামনাসা অবরোধ করতঃ উক্ত বীজ ১৬ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসা-দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দেহ পরিপূরিত করিবে। পরে

* পূরক, কুম্ভক ও রেচক প্রাণায়ামপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

† পাপ পুরুষ। যথা—

বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং॥
সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং।
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্ব মঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং॥
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং।
খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধ মেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥

অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে উক্তভাবে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণনাসা অবরোধ করতঃ উক্তবীজ ৬৪ বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরোধ করিবে। এই সময় চিন্তা করিবে যেন মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নিদ্বারা পাপপুরুষের সহিত স্বীয় ভৌতিক দেহ দগ্ধ হইল। পরে অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া উক্ত বীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে বামনাসাদ্বারা দগ্ধ দেহের ভস্মের সহিত মন্দ মন্দ ভাবে বায়ু পরিত্যাগ করিবে।

অনন্তর বামনাসাপুটে "ঠং" এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজকে চিন্তা করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণনাসা অবরোধ করতঃ উক্ত বীজ ১৬ বার জপ করিতে করিতে ললাটে চন্দ্রকে স্থাপনপূর্ব্বক বামনাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দেহকে পরিপূরিত করিবে। পরে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে দক্ষিণনাসাতে উক্ত ভাবে রাখিয়া অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা বামনাসা অবরোধ করতঃ "বং" এই বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ করিতে করিতে ললাটস্থ চন্দ্র হইতে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণস্বরূপিণী ক্ষরিতসুধাধারাদ্বারা সমস্ত দেহ নূতনভাবে গঠিত হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক করিবে।

তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া "লং" এই পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে নবগঠিত কলেবর সুদৃঢ় হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসাদ্বারা মন্দ মন্দ ভাবে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পরে "হংসঃ" ‡ অর্থাৎ "আমি সেই" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুষুম্নানাড়ী মার্গে জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে স্বস্থানে স্থাপন করিবে।

---

‡ বৈষ্ণব, শূদ্র ও স্ত্রীজাতি "হংস" মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না।

অনন্তর নিজদেহকে দেবতার দেহ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে।

অথ ন্যাসপ্রকরণং।

ন্যাস করা অতি কঠিন, কিন্তু ইহা না করিলেও চিত্তের একাগ্রতা হয় না, চিত্তের একাগ্রতা না হইলে পূজাদিকার্য্য বৃথা হয়। শাস্ত্রকারেরা চিত্তের একাগ্রতা জন্মাইবার নিমিত্ত ন্যাসাদির বিধান করিয়াছেন। সংসারিব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা চিত্ত বিক্ষিপ্ত, কিন্তু যদি ন্যাস করিতে অভ্যাস করে তাহা হইলে ক্রমশঃ চিত্তের বিক্ষিপ্ততা দূর হইয়া পরমেশ্বরাধনায় একাগ্রচিত্ততা প্রকাশ পায়। একাগ্রচিত্তে যে উপাসনা করা যায় তাহাই ফলবতী হয়। বিক্ষিপ্ত চিত্তে উপাসনা অন্ধকারে ঢিল্ মারার ন্যায় বিফল হয়, অতএব ন্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাতৃকান্যাসঃ।

যিনি বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, যাঁহার প্রসাদে মানবেরা ভাষা উচ্চারণ করিতে পারিতেছে,তিনি দেবী সরস্বতী নামে বিখ্যাতা। ভাষা উচ্চারণের প্রধান সহায় মাতৃকা (বর্ণ)। দেবীসরস্বতী তন্ময়ী, অর্থাৎ বর্ণময়ী। মাতৃকাদেবী তাদৃশী সরস্বতীর বিভূতি বিশেষ। অথবা তিনি সেই সকল বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মাতৃকান্যাস শব্দের অর্থ সেই ভাবময়ী মাতৃকাত্মিকা (বর্ণরূপিণী) সরস্বতীদেবীর শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিন্যাস করা। অতএব পূজাতে সম্পূর্ণরূপ অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত এই মাতৃকান্যাস করা বিধি।

প্রথমে কৃতাঞ্জলি হইয়া "অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য, ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী ছন্দো, মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ"। ইহা পাঠ করিয়া মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া "ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ"। (মুখে) "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ"। (হৃদি) "ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ"। (গুহ্যে) "ওঁ হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ"। (পাদয়োঃ) "ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ"। এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া উপরোক্ত স্থান সকলে হস্ত স্থাপন করিবে।

পরে "ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর স্থাপন করিবে। "ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" এই পাঠ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি তর্জ্জনীর উপর স্থাপন করিবে। "ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌" পাঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার উপর স্থাপন করিবে। "ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং" পাঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি অনামার উপর স্থাপন করিবে। "ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি কনিষ্ঠার উপর স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌" এই বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে সংযোগ করিয়া তাহা দ্বারা বাম হস্তের পৃষ্ঠদেশ ও তলদেশ স্পর্শ করিয়া বামকরতলে তালি দিবে।

পরে "ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ বক্ষঃস্থলে স্থাপন

করিবে। "ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ মস্তকে স্থাপন করিবে। "ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ শিখাতে স্থাপন করিবে। "ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ বামহস্তের মূলদেশে ও বামহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের মূলদেশে স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা নেত্রদ্বয়ে ও নাসিকার মূলভাগে স্থাপন করিবে। এইরূপে "ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি মিলিত করিয়া তাহা দ্বারা বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলদেশস্পর্শ করিয়া বামকরতলে তালি দিবে।

অন্তর্মাতৃকান্যাসঃ।

চিন্তাদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ নাড়ীসমূহে মাতৃকারূপিণী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিন্যাস করার নাম অন্তর্মাতৃকান্যাস। এই ন্যাস দ্বারা পূজাদিকার্য্যে মন্ত্রোচ্চারণে বিশেষ সামর্থ্য জন্মে।

ধ্যানং।

আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে
দ্বে পত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।
বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া চিন্তাদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ নাড়ী

সমূহে বর্ণরাশি বিন্যাস করিবে। মাতৃকান্যাস করিতে হইলে যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতে হয় তাহার প্রত্যেক বর্ণের আদিতে প্রণব "(ওঁ)" ও অন্তে "নমঃ" দিয়া উচ্চারণ করা বিধি। যথা—"ওঁ অং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পাঠ করিবে।

প্রথমে কণ্ঠমূলে ১৬টী পাবৃড়িযুক্ত পদ্ম আছে তাহার পাবৃড়িতে ক্রমে অ আ ই প্রভৃতি ১৬টি স্বরবর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া কণ্ঠদেশে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত ১৬টি বর্ণ পাঠ করিবে। যথা—"অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ"।

পরে হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলযুক্তপদ্মকে চিন্তা করিয়া ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত ১২টি ব্যঞ্জন বর্ণ পূর্ব্বনিয়মে পাঠ করিবে। যথা—"কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং"। অনন্তর নাভিদেশস্থিত দশদলযুক্তপদ্মকে চিন্তা করিয়া নাভিদেশে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক ড অবধি ফ পর্য্যন্ত ১০টি বর্ণ পূর্ব্ববৎ পাঠ করিবে। যথা—"ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং"। তৎপরে নাভির নিম্নদেশ লিঙ্গমূলকে ষড়্দলপদ্মান্বিত চিন্তা করিয়া তাহাতে হস্ত স্থাপন করিয়া ব হইতে ল পর্য্যন্ত ৬টি বর্ণ পূর্ব্ববৎ পাঠ করিবে। যথা—"বং ভং মং যং রং লং"। এইরূপ মূলাধার (মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তভাগ) চতুর্দ্দলপদ্মান্বিত ভাবিয়া তৎস্থানে হস্ত স্থাপন করিয়া ব হইতে স পর্য্যন্ত ৪টি বর্ণ পূর্ব্বনিয়মানুসারে পাঠ করিবে। যথা—"বং শং ষং সং"। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক "হং ক্ষং" বলিয়া উক্ত বর্ণদ্বয়ের পূর্ব্ববৎ বিন্যাস করিবে।

বহির্মাতৃকান্যাসঃ।

বহির্ভাগে অর্থাৎ আমাদের এই স্থূল শরীরে মাতৃকা (বর্ণ) সকলের বিন্যাস করার নাম বহির্মাতৃকান্যাস। পূজাকার্য্যে ইহা বিশেষ আবশ্যক।

ধ্যানং।

পঞ্চাশল্লিপিভি র্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীং।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমূহের ললাটাদি স্থানে অঙ্গুলি অথবা পুষ্প স্থাপন করিয়া বিন্যাস করিবে। বর্ণবিন্যাসে অঙ্গুলির নিয়ম থাকিলেও এতদ্দেশে তাহা প্রায় কেহই করেনা। বর্ণবিন্যাস পুষ্পদ্বারাই করিয়া থাকে। অতএব একটি পুষ্প লইয়া ললাটাদি স্থানে উক্ত পুষ্প স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত বর্ণসকলের বিন্যাস করিবে। বর্ণের আদিতে প্রণব (ওঁ) ও অন্তেতে নমঃ যোগ করিয়া বিন্যাস করা বিধি। যথা—

(ললাটে) "ওঁ অং নমঃ"। (মুখে) "ওঁ আং নমঃ"। (দক্ষিণনেত্রে) "ওঁ ইং নমঃ"। (বামনেত্রে) "ওঁ ঈং নমঃ"। (দক্ষিণকর্ণে) "ওঁ উং নমঃ"। (বামকর্ণে) "ওঁ ঊং নমঃ"। (দক্ষিণনাসিকায়াং) "ওঁ ঋং নমঃ"। (বামনাসিকায়াং) "ওঁ ৠং নমঃ"। (দক্ষিণগণ্ডে) "ওঁ ঌং নমঃ"। (বামগণ্ডে) "ওঁ ৡং নমঃ"। (ঊর্দ্ধোষ্ঠে) "ওঁ এং নমঃ"। (অধরোষ্ঠে) "ওঁ ঐং নমঃ"।

(ঊর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ) "ওঁ ওং নমঃ"। (অধোদন্তপঙ্ক্তৌ) "ওঁ ঔং নমঃ"। (শিরসি) "ওঁ অং নমঃ"। (মুখে) "ওঁ অঃ নমঃ"।

(দক্ষিণবাহুমূলে) "ওঁ কং নমঃ। (দক্ষিণকূর্পরে) কনুইতে "ওঁ খং নমঃ"। (দক্ষিণমণিবন্ধে) যে স্থানে বালা পরে "ওঁ গং নমঃ"। (দক্ষিণাঙ্গুলিমূলে) "ওঁ ঘং নমঃ"। (দক্ষিণাঙ্গুল্যগ্রভাগে) "ওঁ ঙং নমঃ"। (বামবাহুমূলে) "ওঁ চং নমঃ"। (বামকূর্পরে) "ওঁ ছং নমঃ"। (বামমণিবন্ধে) "ওঁ জং নমঃ"। (বামাঙ্গুলিমূলে) "ওঁ ঝং নমঃ। (বামাঙ্গুল্যগ্রে) "ওঁ ঞং নমঃ"। (দক্ষিণপাদ-মূলে) "ওঁ টং নমঃ"। (দক্ষিণজানুসন্ধৌ) "ওঁ ঠং নমঃ। (দক্ষিণপাদগুল্‌ফে) "ওঁ ডং নমঃ"। (দক্ষিণপাদাঙ্গুলিমূলে) "ওঁ ঢং নমঃ"। (দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রভাগে) "ওঁ ণং নমঃ"। (বামপাদমূলে) "ওঁ তং নমঃ"। (বামজানুসন্ধৌ) "ওঁ থং নমঃ"। (বামপাদগুল্‌ফে) "ওঁ দং নমঃ"। (বামপাদঙ্গুলি-মূলে) "ওঁ ধং নমঃ"। (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে) "ওঁ নং নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) "ওঁ পং নমঃ। (বামপার্শ্বে) "ওঁ ফং নমঃ"। (পৃষ্ঠে) "ওঁ বং নমঃ"। (নাভৌ) "ওঁ ভং নমঃ"। (উদরে) "ওঁ মং নমঃ"। (হৃদয়ে) "ওঁ যং নমঃ"। (দক্ষিণবাহুমূলে) "ওঁ রং নমঃ"। (ককুদি) কাঁদে "ওঁ লং নমঃ"। (বাম-বাহুমূলে) "ওঁ বং নমঃ"। (হৃদয়াদিদক্ষিণকরে) "ওঁ শং নমঃ"। (হৃদয়াদিবামকরে) "ওঁ ষং নমঃ"। (হৃদয়াদিদক্ষিণ পদে) "ওঁ সং নমঃ"। (হৃদয়াদিবামপদে) "ওঁ হং নমঃ"। (হৃদয়াদিজঠরে) "ওঁ লং নমঃ"। (হৃদয়াদিমুখে) "ওঁ ক্ষং নমঃ"।

প্রাণায়ামঃ।

প্রাণো বায়ু রিতি খ্যাত আয়াম স্তন্নিরোধনং।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনে॥
প্রাণায়ামং বিনা যদ্ যৎ সাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ।
মানসং বাচিকং পাপং কায়িকঞ্চাপি যৎকৃতং।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহে চ্ছীঘ্রং প্রাণায়ামত্রয়েণ বৈ॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য সংযমৈঃ॥
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ মূলেন প্রণবেন বা।
অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ॥

প্রাণ শব্দে প্রাণবায়ু, আয়াম শব্দে তাহার নিরোধ, অতএব ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন প্রাণবায়ুর শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে নিরোধকরার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম না করিয়া পূজাদি কার্য্য করিলে ফল হয় না। অতিসন্তপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি ধাতুর মলা সমূহ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায় প্রাণায়ামদ্বারা ইন্দ্রিয় বৃন্দের দোষসমূহও সেই রূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণায়াম করিলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সকল পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়, এবং শারিরীক পবিত্রতা ও লঘুতা উপস্থিত হয়, অতএব উপাসনা কার্য্যে প্রাণায়াম বিধেয়। প্রণব বা মূলমন্ত্র অথবা বীজমন্ত্র দ্বারা কর্ম্মের আদিতে তিনবার প্রাণায়াম করিবে।

প্রাণায়ামের তিনটি প্রধান অঙ্গ। যথা—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বাহ্যগতিসম্পন্ন প্রাণবায়ুর মন্দ মন্দ ভাবে আকর্ষণ

দ্বারা দেহকে পরিপূরিত করার নাম পূরক। উক্তপ্রাণবায়ুর বাহ্যগতি রোধ করিয়া অভ্যন্তরে ধারণ করার নাম কুম্ভক। ক্রমে ক্রমে দেহ হইতে প্রাণবায়ু নিঃসারণ করার নাম রেচক। মন্ত্র বা বীজমন্ত্রের সংখ্যা বাম হস্তে রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্তে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের অঙ্গুলি বিন্যাস করিবে।

প্রণব বা বীজ অথবা মন্ত্র ১৬।৬৪।৩২ বার জপ করিতে অসমর্থ হইলে ৪।১৬।৮ তদংশক্তে ১।৪।২ বার জপ করিবে।

প্রথমে দক্ষিণকরের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণনাসিকা-রন্ধ্র চাপিয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র অথবা প্রণব ১৬ বার জপ করিবে। ইহাকে পূরক কহে।

অনন্তর বৃদ্ধাঙ্গুলিকে উক্ত ভাবে রাখিয়া দক্ষিণকরের কনিষ্ঠা এবং অনামিকাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামনাসিকারন্ধ্র অবরোধ করতঃ শ্বাসরোধপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিবে। ইহাকে কুম্ভক কহে।

পরে দক্ষিণনাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে উক্ত মন্ত্র ৩২ বার জপ করিবে। ইহাকে রেচক কহে। এইরূপে পূরক, কুম্ভক ও রেচক একবার করিয়া উহার বিপরীত ভাবে একবার করিবে। অর্থাৎ অনামা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগদ্বারা বামনাসিকা চাপিয়া দক্ষিণ-নাসিকারন্ধ্র দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ১৬ বার জপ, এবং বামনাসিকাকে উক্তভাবে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণ-নাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধপূর্ব্বক ৬৪ বার জপ ও বামনাসিকারন্ধ্র

হইতে অনামা ও কনিষ্ঠাকে মুক্ত করিয়া বায়ুত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার জপ করিবে। অনন্তর প্রথম লিখিতানুসারে আর একবার এই প্রকার করিলে একবার প্রাণায়াম করা হইল। এইরূপ তিনবার প্রাণায়াম করিয়া পীঠন্যাসাদি করিবে।

পীঠন্যাসঃ।

দেহবহির্ভাগে ও দেহাভ্যন্তরে পীঠশক্ত্যাদির শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিন্যাস করার নাম পীঠন্যাস। যথা—

প্রথমে হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ"। "ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ"। "ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ"। "ওঁ অনন্তায় নমঃ"। "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ"। "ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ"। "ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ"। "ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ"। "ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ"। "ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ"। "ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ"। (দক্ষিণস্কন্ধে) "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ"। (বামস্কন্ধে) "ওঁ জ্ঞানায় নমঃ"। (বামোরুমূলে) "ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ"। (দক্ষিণোরুমূলে) "ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ"। (মুখে) "ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ"। (বামপার্শ্বে) "ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ"। (নাভৌ) "ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ"। (দক্ষিণপার্শ্বে) "ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ"। পুনঃ (হৃদয়ে) "ওঁ অনন্তায় নমঃ"। "ওঁ পদ্মায় নমঃ"। "ওঁ শেষায় নমঃ"। "ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ"। "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ"। "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"। "ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ"। "ওঁ রং রজসে নমঃ"। "ওঁ তং তমসে নমঃ"। "ওঁ আং আত্মনে নমঃ"। "ওঁ অং

অন্তরাত্মনে নমঃ"। "ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ"। "ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ"।

এইরূপ ন্যাস করিয়া হৃদয়মধ্যে পদ্ম রহিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে উক্তপদ্মের কেশরে পূর্ব্বাদিদিক্ ক্রমে পীঠশক্তির ও পদ্মমধ্যে পীঠমন্ত্রের বিন্যাস করিবে। সকলেরই আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করা আবশ্যক।

বিষ্ণুপূজায়। যথা—

(পূর্ব্বকেশরে) "বিমলায়ৈ"। (আগ্নেয়কেশরে) "উৎকর্ষিণ্যৈ"। (দক্ষিণকেশরে) "জ্ঞানায়ৈ"। (নৈর্ঋতকেশরে) "ক্রিয়ায়ৈ"। (পশ্চিমকেশরে) "যোগায়ৈ"। (বায়ব্যকেশরে "প্রহ্ব্যৈ"। (উত্তরকেশরে) "সত্যায়ৈ"। (ঈশানকোণকেশরে) "ঈশানায়ৈ"। (ঊর্দ্ধাধঃকেশরে) "অনুগ্রহায়ৈ"। (পদ্মমধ্যে) "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ"।

শিবপূজায়—

পূর্ব্বোক্ত কেশরাদিতে নিম্নলিখিত পীঠশক্তির ও পীঠমনুর বিন্যাস করিবে। যথা—(পূর্ব্বকেশরে) "ওঁ বামায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি। বিন্যাস করিতে হইলে আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিতে হইবে।

"বামায়ৈ"। "জ্যেষ্ঠায়ৈ"। "রৌদ্র্যৈ"। "কাল্যৈ"। "বলবিকরিণ্যৈ"। "বলপ্রমথিন্যৈ"। "সর্ব্বভূতদমন্যৈ"। "মনোন্মন্যৈ"। (পদ্মমধ্যে) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে"।

দুর্গাপূজায়—

পূর্ব্বোক্ত কেশরাদিতে নিম্নলিখিত পীঠশক্তির ও পীঠমন্ত্রের বিন্যাস করিবে। যথা—(পূর্ব্বকেশরে) "আং প্রভায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি। বিন্যাস করিতে হইলে আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিতে হইবে।

"আং প্রভায়ৈ"। "ঈং মায়ায়ৈ"। "ঊং জয়ায়ৈ"। "এং সূক্ষ্মায়ৈ"। "ঐং বিশুদ্ধায়ৈ"। "ওং নন্দিন্যৈ"। "ঔং সুপ্রভায়ৈ" "অং বিজয়ায়ৈ"। "অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ"। (পদ্মমধ্যে) "ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্"।

কালীপূজায়—

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পীঠন্যাস করিতে হইবে। হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত পীঠশক্তির বিন্যাস করিবে। বিন্যাস করিতে হইলে আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিতে হইবে।

"আধারশক্তয়ে"। "প্রকৃত্যৈ"। "কমঠায়"। "শেষায়"। "পৃথিব্যৈ"। "সুধাম্বুধয়ে"। "মণিদ্বীপায়"। "চিন্তামণিগৃহায়"। "শ্মশানায়"। "পারিজাতায়"। "রত্নবেদিকায়ৈ"। "মুনিভ্যঃ"। "দেবেভ্যঃ"। "শিবেভ্যঃ"। "শবমুণ্ডেভ্যঃ"। "ধর্ম্মায়"। "জ্ঞানায়"। "বৈরাগ্যায়"। "ঐশ্বর্য্যায়"। "অধর্ম্মায়"। "অজ্ঞানায়"। "অবৈরাগ্যায়"। "অনৈশ্বর্য্যায়"। "অনন্তায়"। "পদ্মায়"। "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে"। "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে"। "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে"। "সং সত্ত্বায়"। "রং রজসে"। "তং তমসে"।

"আং আত্মনে"। "অং অন্তরাত্মনে"। পং পরমাত্মনে"। "হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।"

পরে পূর্ব্বোক্ত কেশরাদিতে নিম্নলিখিত পীঠশক্তির ও পীঠমন্ত্রের বিন্যাস করিবে। যথা—(পূর্ব্বকেশরে) "ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি। বিন্যাস করিতে হইলে আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিতে হইবে।

"ইচ্ছায়ৈ"। "ক্রিয়ায়ৈ"। "কামিন্যৈ"। "কামদায়িন্যৈ"। "রত্যৈ"। "রতিপ্রিয়ায়ৈ"। "নন্দায়ৈ"। "মনোন্মন্যৈ"। (পদ্মমধ্যে) "হ্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায়"।

স্ত্রী ও শূদ্র আদিতে প্রণব পাঠ করিবে না। নমঃ শব্দ যোগ করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

যে মহাত্মা শিবমুখে যে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তপস্যা করতঃ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। যাহাদ্বারা মন্ত্রের অর্থ আবৃত থাকে তাহা ছন্দঃ। যিনি হৃৎপদ্মে অবস্থান করিয়া সেবকদিগকে পূজাদিকার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছেন তিনি দেবতা। যে কার্য্যে যে মন্ত্র ব্যবহার করা যায় সেই কার্য্যের সেই মন্ত্র বিনিয়োগ। এইরূপ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাকে হৃদয়াদিতে বিন্যাস করার নাম ঋষ্যাদিন্যাস।

দেবতা ও মন্ত্র ভেদে এই ন্যাসের বিভিন্নতা হয়। সাধক যে দেবতার পূজা বা যে মন্ত্রের জপাদি করিবেন সেই দেবতার ও সেই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, ও কীলক স্মরণ

করিয়া যথাক্রমে মস্তক, মুখ ও হৃদয়াদিস্থানে হস্ত স্থাপন করিবেন।

কোন কোন মন্ত্রে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ, শক্তি ও কীলকের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই মন্ত্রের কেবল ঋষি, ছন্দঃ দেবতা উল্লেখ করিলেই চলিবে।

সুবিধার জন্য কতিপয় দেবতার মন্ত্রভেদে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতি নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

বিষ্ণুদেবতার—

"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, * নারায়ণ দেবতা।

কৃষ্ণদেবতার—

"গোপীজন বল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, কৃষ্ণ দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি † ।

শিবদেবতার—

"ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর শিবমন্ত্রের ঋষি বাম-দেব, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, দেবতা ঈশান।

শ্রীরামচন্দ্রদেবতার—

ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, পরমাত্মা শ্রীরামদেবতা, রাং বীজ, নমঃ শক্তি, রামায় কীলক।

দুর্গাদেবীর—

নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, দুর্গা দেবতা।

---

* তন্ত্রান্তরে অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিদেবতা বলিয়াছে।

† তন্ত্রান্তরে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা দুর্গা।

কালিকাদেবীর—

একাক্ষরাদিমন্ত্রের ভৈরব ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, দক্ষিণকালিকা দেবতা, ক্রীং বীজ, হুং শক্তিঃ, ক্রীং কীলক।

অন্নপূর্ণাদেবীর—

ব্রহ্মা ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, অন্নপূর্ণাদেবতা।

ঋষ্যাদিন্যাস যে নিয়মে করিতে হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"অস্য অমুক মন্ত্রস্য, অমুক ঋষিঃ, অমুকছন্দঃ, অমুকী দেবতা, অমুকং বীজং, অমুকী শক্তিঃ, অমুকং কীলকং, পুরুষার্থসিদ্ধয়ে অমুকদেবতাপূজনে বিনিয়োগঃ"।

(মস্তকে) "অমুক ঋষয়ে নমঃ"। (মুখে) "অমুকচ্ছন্দসে নমঃ"। (হৃদি) "অমুকদেবতায়ৈ নমঃ"। (গুহ্যে) "অমুকবীজায় নমঃ"। (পাদয়োঃ) "অমুকশক্তয়ে নমঃ"। (সর্ব্বাঙ্গে) "অমুককীলকায় নমঃ"।

করন্যাসঃ।

করতলে বর্ণের বা বীজের শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিন্যাস করার নাম করন্যাস। যথা—

"ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনীদ্বয় অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে স্থাপন করিবে। "ওঁ ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তর্জ্জনীদ্বয়ে স্থাপন করিবে। "ওঁ ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমাদ্বয়ে স্থাপন করিবে। "ওঁ ঐং অনামিকাভ্যাং হুং" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অনামিকাদ্বয়ে স্থাপন করিবে। "ওঁ

ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্” বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়ে স্থাপন করিবে। “ওঁ অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে সংযোগ করিয়া তাহা দ্বারা করদ্বয়ের তল ও পৃষ্ঠভাগ স্পর্শপূর্ব্বক বামকরতলে আঘাত করিবে।

অঙ্গন্যাসঃ।

অঙ্গবিশেষে বর্ণের বা বীজের শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিন্যাস করার নাম অঙ্গন্যাস। যথা—

“ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ’ বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। “ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা” বলিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনীকে মস্তকে স্থাপন করিবে। “ওঁ ঊং শিখায়ৈ বষট্” বলিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিকে শিখাতে স্থাপন করিবে। “ওঁ ঐং কবচায় হুং” বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি বামবাহুমূলে ও বাম-হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি দক্ষিণবাহুমূলে স্থাপন করিবে। “ওঁ ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাকে নেত্রদ্বয়ে ও নাসিকার মূলভাগে স্থাপন করিবে। ওঁ “অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা সংযোগ করিয়া তাহা দ্বারা করদ্বয়ের তল ও পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক বামকরতলে অঘাত করিবে।

এই সাধারণ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস বিধির অনুসারে যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার বীজমন্ত্রের স্বরবর্ণ ত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে দীর্ঘ স্বরবর্ণ অর্থাৎ আ ঈ ঊ ঐ ঔ এবং

বিসর্গ ক্রমে যোগ করিয়া অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিবে। উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

দুর্গার বীজমন্ত্র "ক্রীং" "ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"। "ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা"। "ওঁ ক্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্"। "ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং"। "ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট"। "ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্"। এইরূপ "ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ"। "ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা"। "ওঁ ক্রূং শিখায়ৈ বষট্"। "ওঁ ক্রৈং কবচায় হুং"। "ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্"। "ওঁ ক্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্"। বলিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে।

ব্যাপকন্যাসঃ।

পূজ্য দেবতার মূলমন্ত্র বা বীজ মন্ত্র সর্ব্বাঙ্গে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিন্যাস করা ব্যাপকন্যাস।

যে দেবতার পূজা করিবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র বা বীজ উচ্চারণ করিয়া পাদ হইতে মস্তকের শেষভাগপর্য্যন্ত এবং মস্ত-কের শেষভাগ হইতে পাদপর্য্যন্ত ৯ বার বা ৭ বার অথবা ৫ বার হস্ত বিন্যাস করিবে। প্রত্যেক বারে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করা আবশ্যক।

মানসপূজা।

পূজা দুই প্রকার, মানসপূজা ও বাহ্যপূজা। মনে মনে যে পূজা করা হয় তাহা মানসপূজা এবং বাহ্য উপকরণাদিদ্বারা যে পূজা করা হয় তাহা বাহ্যপূজা। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানস পূজা শ্রেষ্ঠ।

সাধক প্রথমে কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া যে দেব- তার পূজা করিবে সেই দেবতার ধ্যানমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মস্তকে উক্তপুষ্প স্থাপন করিয়া প্রার্থনামুদ্রা * দ্বারা আমি "পূজ্যদেবতা স্বরূপ" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানসপূজা অর্থাৎ মনে মনে পূজা করিতে আরম্ভ করিবে।

সাধক প্রথমে হৃৎপদ্মের মধ্যে সুধাসমুদ্র ও তাহার মধ্যে রত্নদ্বীপ এবং রত্নদ্বীপের মধ্যস্থিতকল্পবৃক্ষের মূলে নিজের ইষ্টদেবতা রহিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে হৃৎপদ্মরূপ আসন দিবে।

পরে স্বাগত (শুভাগমন) বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তৎপরে সহস্রারক্ষরিত অমৃতধারারূপ পাদ্যদ্বারা চরণ প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে ক্রমে মনঃস্বরূপ অর্ঘ্য, ও উক্ত অমৃতধারারূপ জলদ্বারা আচমনীয়, মধুপর্ক ও স্নানীয়জল প্রদান করিবে। অনন্তর শরীরস্থ আকাশ তত্ত্বরূপ বস্ত্র, পৃথিবীতত্ত্বরূপগন্ধ, চিত্তরূপ পুষ্প, প্রাণবায়ুরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, সুধাম্বুধিরূপ নৈবেদ্য প্রদান করিবে।

তৎপরে অনাহতধ্বনিরূপ ঘণ্টা বাদ্য করিবে। শব্দতত্ত্বরূপ গীত গান করিবে। ইন্দ্রিয়চাপল্যরূপ নৃত্য করিবে। বায়ুতত্ত্ব- রূপচামরদ্বারা ব্যজন করিবে। সহস্রারপদ্মরূপ ছত্র, "হংসঃ" মন্ত্র অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ পাদুকাযুগল, পদ্মাকৃতিনাড়ীচক্র- রূপিণী পদ্মমালা, অমায়, অনহঙ্কার, অনন্থরাগ, অমদ, অমোহ,

---

* পরে দ্রষ্টব্য।

অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, এই ভাবময় দশটি পুষ্প ; অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, দয়া ও ক্ষমা এই পাঁচ প্রকার পুষ্প, এই সকল ভক্তি সহকারে প্রদান করিবে। পরে সুধাসাগরস্বরূপ মৎস্য মাংসাদি নানাবিধ সুভক্ষ্য দিবে। অনন্তর স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, গগন এবং জল ইত্যাদি স্থানে যে যে জ্ঞেয় বস্তু আছে তাহাদিগকে নৈবেদ্য দিবে। এবং কাম-স্বরূপ ছাগবলি, ক্রোধস্বরূপ মহিষ বলি ও বিঘ্নরূপ অন্যপ্রকার বলি দিবে। অনন্তর জপ ও স্তোত্রপাঠ এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে।

এই অন্তর্যাগবিধানোক্তমানসপূজাকে শাস্ত্রে আধ্যাত্মিকী পূজা বলে। এইরূপ মানসপূজা করিতে অসমর্থ হইলে মনে মনে বাহ্যপূজানুসারে বাহ্যিকপাদ্য ও অর্ঘ্যাদির সদৃশ আন্তরিক ভাবময়পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দিলেও মানসপূজা হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিকী মানসপূজা করা দুঃসাধ্য এইজন্য প্রায় সকলেই শেষোক্ত মানসপূজাই করিয়া থাকে। সমর্থ হইলে প্রথমোক্ত মানস পূজা করাই প্রশস্ত।

বিশেষার্ঘ্যঃ।

স্ববামে অর্থাৎ কোশার বাম দিকে জলাভ্যুক্ষিত মৃত্তিকার উপরি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা প্রক্ষালিত সাধার (ত্রিপদিকার সহিত) শঙ্খকে স্থাপন করিবে। অনন্তর "নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপপূর্ব্বক বিলোমমাতৃকা উচ্চারণ করিয়া ও মূলমন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া

তাহাতে জল দিবে। বিলোমমাতৃকা উচ্চারণ করিবার সময় প্রত্যেক মাতৃকার (বর্ণের) আদিতে প্রণব ও অন্তে "নমঃ" বলা আবশ্যক। বিলোমমাতৃকা যথা—

ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।

পরে "ওঁ মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া ত্রিপদিকার পূজা করিবে এবং "ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের এবং "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলের পূজা করিবে।

অনন্তর—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা উক্ত জলে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া হৃদয়স্থিতদেবতাকে তাহাতেই আবাহন করিবে। তৎপরে ষড়ঙ্গমন্ত্র (যে দেবতার পূজা করিতে হইবে তাহার ষড়ঙ্গমন্ত্র যথা—নারায়ণের "নাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি) দ্বারা অর্ঘ্যে দেবতার ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিয়া এবং অর্ঘ্য পাত্রস্থজলপূজ্যদেবতাস্বরূপ ভাবিয়া মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ সেই জলে মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিবে এবং ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। পরে বিশেষার্ঘ্য পাত্রের জল সামান্যার্ঘ্যপাত্রে

(কোশাতে) কিঞ্চিৎ ঢালিয়া উক্তজল স্বশরীরে এবং পূজার দ্রব্যে প্রক্ষেপ করিবে।

জপবিধিঃ।

দেবতাং চিত্তগাং কুর্য্যাৎ সাধকো হৃদয়স্থিরাং।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটৌ কৃত্বা স্থিরচিত্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ॥
ধ্যায়েচ্চ মনসা বর্ণান জিহ্বৌষ্ঠৌ ন বিচালয়েৎ।
ন কম্পয়েচ্ছিরোগ্রীবাং দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ॥
শনৈঃ শনৈ রবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
ক্রমেণোচ্চারয়েদ্বর্ণান্ আদ্যন্তক্রমযোগতঃ॥
অতিহ্রস্বে ব্যাধিহেতু রতিদীর্ঘে বপুঃক্ষয়ঃ।
অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপে মৌক্তিকহারবৎ॥

সাধক স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া এবং সমগ্র বিষয় হইতে মনের বৃত্তি নিরোধ করতঃ হৃদয়মধ্যে পূজিতদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক মনে মনে মন্ত্রের বর্ণ সকল উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে। জপ করিবার সময় জিহ্বা এবং ওষ্ঠের পরিচালন, মস্তক ও গ্রীবার স্পন্দন এবং দন্তপ্রকাশ নিষিদ্ধ। ওষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া মন্ত্রের বর্ণসকলকে ক্রমে উচ্চারণ করিবে। অতিদ্রুত বা অতিধীরে জপ করিবে না। অতিধীরে জপ করিলে ব্যাধি ও অতিশীঘ্র জপ করিলে শরীরক্ষয় হয়। মুক্তাহারস্থিত মুক্তাবলীর ন্যায় বর্ণসকলকে পরস্পর সংমিলিত করিয়া জপ করিবে।

জপ তিন প্রকার। যথা—

জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তি র্মানসোপাংশুবাচিকাঃ।
নিজকর্ণাগোচরো যঃ স মানসজপঃ স্মৃতঃ॥
উপাংশু র্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তদুচ্চৈ র্যোজপানাঞ্চ বাচিক স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥

যথাবিধি পুনঃ পুনঃ মন্ত্র পাঠ করার নাম জপ। উক্ত জপ মানস, উপাংশু ও বাচিক ভেদে তিন প্রকার।

যে জপ নিজেরও কর্ণগোচর হয় না তাহা মানস জপ।

যে জপ কেবল নিজের কর্ণগোচর হয় তাহা উপাংশু জপ।

উচ্চৈস্বরে অর্থাৎ যে জপ সকলে শুনিতে পায় তাহা বাচিক জপ।

এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে মানসজপই শ্রেষ্ঠ।

উচ্চৈর্জপে র্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দশভি গুর্ণৈঃ।
তস্মাদপি বিশিষ্টঃ স্যাৎ সহস্রং মানসো জপঃ॥

বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণ ফলদায়ক।

উপাংশু জপ হইতে মানস জপ সহস্রগুণ ফলদায়ক।

জপারম্ভ করিবার পূর্ব্বে ও জপের শেষে করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। দক্ষিণ এবং বাম করের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা, এই ৪টি অঙ্গুলিকে বিশেষ রূপে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া হৃদয়াভিমুখে কিঞ্চিৎ বক্র করিতে হইবে। এই রূপে সকলঅঙ্গুলিকে বক্র করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে।

জপসংখ্যা অঙ্গুলিপর্ব্বদ্বারা রাখিতে হয়। পুংদেবতা বিষয়ে নিম্নোক্ত ক্রমে সংখ্যা রাখিবে।

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে এক পর্ব্ব এবং বামাবর্ত্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলির তিন পর্ব্ব ও অনামা মধ্যমার শেষ দুই পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব এই দশ পর্ব্ব ক্রমে স্পর্শ করিয়া ১০ বার গণনা করিবে। দশবার হইলে বাম হস্তে উক্ত প্রকারে অর্থাৎ দক্ষিণহস্তের যে যে অঙ্গুলির পর্ব্ব ধরিয়া জপ হইল সেই সেই পর্ব্ব স্পর্শ করিয়া সংখ্যা রাখিবে। যখন বামহস্তে দশবার পূর্ণ হইবে তখন দক্ষিণহস্তে ১০০ বার জপ হইল ইহা জানিতে হইবে।

পুংদেবতার মন্ত্র ৮ বার জপ করিতে হইলে অনামার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিনপর্ব্ব ও অনামার শেষ পর্ব্ব এবং মধ্যমার শেষপর্ব্ব ও তর্জ্জনীর শেষ এবং মধ্যপর্ব্ব স্পর্শ করিবে। এইরূপে ৮ বার জপ করিতে হয়।

স্ত্রীদেবতার মন্ত্র জপ করিতে হইলে নিম্নোক্ত ক্রমে সংখ্যা রাখিবে।

অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে একপর্ব্ব ও বামাবর্ত্তে কনিষ্ঠার তিনপর্ব্ব, অনামার শেষপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব হইতে নিম্নে তিনপর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব এই দশ-পর্ব্বে সংখ্যা রাখিতে হইবে। এবিষয় ৮ বার জপ করিতে হইলে ক্রমে অনামার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার সকল পর্ব্ব ও অনামার শেষপর্ব্ব এবং মধ্যমার তিনপর্ব্ব এই ৮ পর্ব্বে ৮ বার সংখ্যা রাখিবে।

পর্ব্বমধ্যেতে জপ করা বিধি অতএব অঙ্গুলির শেষপর্ব্বের অগ্র-ভাগে ও পর্ব্বগ্রন্থিতে জপ করিবে না। পুংদেবতা বিষয়ে মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব ও মূলপর্ব্ব মেরু উহা লঙ্ঘন করিবে না স্ত্রীদেবতাবিষয়ে তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব ও শেষপর্ব্ব মেরু উহা লঙ্ঘন করিবে না। অঙ্গুলি সকল পরস্পর বিযুক্ত থাকিলে অথবা সংযুক্ত অঙ্গুলির মধ্যে ছিদ্র থাকিলে জপ বিফল হয়। সংখ্যা না রাখিলে জপের ফল রাক্ষসেরা গ্রহণ করে।

সমর্থ ও অসমর্থ অধিকারি ভেদে ১০০৮।১০৮।১০।৮ এই সংখ্যানুসারে জপ করিবে।

মানসজপে শুচি ও অশুচির কোন বিচার নাই, শয়ন বা গমন করিতে করিতে মানস জপ করিতে পারে।

নিত্য জপ করমালায় করা কর্ত্তব্য, কাম্য জপ করমালায় করিবে না। কিন্তু মালার অভাব হইলে কাম্য জপও করমালায় করিতে পারে।

মন্ত্রজপারম্ভের * আদিতে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয়, এবং মন্ত্রজপের অন্তে তাহার মৃতাশৌচ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মন্ত্রজপের আরম্ভ ও শেষকে জন্ম ও মরণতুল্য অবধারণ করিয়া তজ্জনিত অশৌচ পরিহারের নিমিত্ত যে মন্ত্র জপ করিবে, সেই মন্ত্রকে প্রণবপুটিত করিয়া অর্থাৎ আদিতে ও অন্তে প্রণব দিয়া জপারম্ভসময়ে এবং জপান্তে ১০৮ বার অসামর্থ্যে ৭ বার জপ করিবে।

---

* জাতসূতকমাদৌ স্যা দন্তে চ মৃতসূতকং।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি॥

মালাতে জপ করিতে হইলে প্রথমে মালাকে ধৌত ও গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে। অনন্তর দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বে উক্তমালাকে স্থাপন করিয়া তর্জ্জনীকে মধ্যমাঙ্গুলি হইতে বিযুক্ত রাখিবে অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলিতে ও মালাতে তর্জ্জনী যেন কোন রূপে স্পর্শ না করে। কনিষ্ঠা এবং অনামাকে ক্রমে মধ্যমার সহিত সংলগ্ন করিবে। এইরূপে মালা স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা এক একটি মালা গ্রহণ করিয়া জপ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ধীরে ধীরে জপ করা কর্ত্তব্য, ওষ্ঠ পরিচালন কর্ত্তব্য নহে। হৃদয়ের সমীপে মালা স্থাপন করিয়া জপ বিধেয়। জপ করিবার সময় মালাতে বামহস্ত স্পর্শ না হয়। মালা রাখিবার ইচ্ছা করিলে মস্তকে বা কর্ণে রাখিবে।

ধান্য, পুষ্প, চন্দন, মৃত্তিকা, তণ্ডুল এই সকল দ্রব্য দ্বারা জপ সংখ্যা রাখিবেনা। মালাজপের সংখ্যা অঙ্গুলিপর্ব্বদ্বারাও রাখিবেনা।

করমালা ও মালাজপের সংখ্যা নিম্নোক্ত দ্রব্যের গুটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা রাখিবে। যথা—

লাক্ষা (জউ) কুশীদ, (রক্তচন্দন) সিন্দুর, গোময় এবং শুষ্ক গোময়। ইহার অভাব হইলে অন্যবস্তুদ্বারাও রাখিতে পারে।

জপসমর্পণং।

জপান্তে একবার অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া সামান্যার্ঘ্যপাত্রের জল দক্ষিণকরে লইয়া হস্ত সঙ্কুচিত (মুঠ) করিবে। পরে

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া * গোযোনিমুদ্রাদ্বারা দেবতার হস্তে জপ সমর্পণ করিবে অর্থাৎ উক্ত জল গোযোনিমুদ্রাদ্বারা ফেলিয়া নারায়ণের দক্ষিণহস্তে দেওয়া হইল এইরূপ চিন্তা করিবে।

স্ত্রীদেবতা হইলে "জনার্দ্দন" এই স্থলে "সুরেশ্বরি" এবং "গোপ্তা" স্থলে "গোপ্ত্রী" পাঠ করিবে। এবং উক্ত জল তাঁহার বামহস্তে সমর্পণ করা হইল চিন্তা করিবে।

স্তোত্রপাঠবিধিঃ।

জপ সমর্পণ করিয়া নিম্নোক্ত চারিপ্রকার স্তবের মধ্যে এক প্রকার স্তব পাঠ করিবে।

অত্যুত্তম, উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে স্তব চারি প্রকার। যথা—

দেবোক্ত মুত্তমং স্তোত্রং স্বীয়োক্তমুত্তমোত্তমং।
মুন্যুক্তং মধ্যমং জ্ঞেয়ং অধমং পণ্ডিতোক্তকং ॥

স্বরচিত স্তব অত্যুত্তম, দেবতারচিত উত্তম, মুনিরচিত মধ্যম, এবং পণ্ডিতরচিত অধম।

যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার স্তব † পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্তোত্রপাঠ করিবার পূর্ব্বে আচমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে।

---

* পরে দ্রষ্টব্য।

† স্তবকবচমালার স্তব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

পরে একাগ্রচিত্ত হইয়া একবার প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে। পাঠ করিবার সময় শিরঃকম্পন ও হস্তপদাদিসঞ্চালন নিষিদ্ধ। শ্লোকের কোন বর্ণ অস্পষ্টভাবে বা অন্যপ্রকারে পঠিত হইলে "ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার শ্লোকটির প্রথম হইতে পাঠ করিবে। স্তব পাঠান্তে পুনর্ব্বার (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ ॥

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

স্ত্রীদেবতা হইলে "সুরেশ্বরি" পড়িবে।

প্রণামঃ।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে প্রণাম তিন প্রকার। কায়িক এবং বাচিক প্রণাম উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। যথা—

কায়িকো বাচিক শ্চৈব মানস স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারাস্ত তত্ত্বজ্ঞৈ রুত্তমাধমমধ্যমাঃ।

হস্ত পদ প্রসারিত করিয়া দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া জানু, বক্ষঃ ও মস্তক মৃত্তিকায় সংলগ্নপূর্ব্বক যে প্রণাম করা হয় তাহা উত্তম কায়িক প্রণাম। ইহাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

জানুদ্বয় ও মস্তক ভূমিতে স্থাপন করিয়া যে প্রণাম করা হয় তাহা মধ্যম কায়িক প্রণাম।

জানু ও মস্তকদ্বারা ভূমি স্পর্শ না করিয়া কেবল বদ্ধাঞ্জলিকে মস্তকে স্থাপন করিয়া যে প্রণাম করা হয় তাহা অধম কায়িক প্রণাম।

স্বয়ং গদ্য ও পদ্য রচনাদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যে প্রণাম করা হয় তাহা উত্তম বাচিক প্রণাম।

পুরাণোক্ত অথবা বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া যে প্রণাম করা হয় তাহা মধ্যম বাচিক প্রণাম। ইহা ভিন্ন যে বাচিক প্রণাম তাহা অধম।

অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে হৃদয়ে ঈশ্বরমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মনে মনে যে প্রণাম করা হয় তাহা মানসিক প্রণাম।

প্রণাম করিবার সময় যে দেবতাকে প্রণাম করিবে তাহার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে, অথবা সেই মন্ত্র অজ্ঞাত থাকিলে "ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে।

এই রূপে প্রণাম করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

আত্ম-সমর্পণং।

হস্তে জল লইয়া—

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতং।
তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তস্থিতজল পাদ্যপাত্রে প্রদান করিবে।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

স্ত্রীদেবতা হইলে জনার্দ্দন স্থানে "সুরেশ্বরি," দেব স্থানে "দেবি," এবং পরমেশ্বর স্থানে "পরমেশ্বরি" পাঠ করিবে।

প্রদক্ষিণবিধিঃ।

শঙ্খ হস্তেন সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণমুদাহৃতং।
একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীন্ কুর্য্যা দ্বিনায়কে॥
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণং।

দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যযুক্ত শঙ্খ লইয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাদনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে। নিজের দক্ষিণভাগে দেবতাকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিবে।

চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, নারায়ণকে চারিবার এবং অন্য দেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে।

শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে অর্থাৎ শিবলিঙ্গের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ু কোণপর্য্যন্ত গমন করিবে, এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত আসিবে।

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রদক্ষিণ করে তাহাকে যম লোক যাইতে হয় না, এবং অন্তে পুণ্যশীল ব্যক্তির গতি প্রাপ্ত হয়।

তীর্থপ্রকরণং।

দৈবাদিতীর্থ, আচমন ও তর্পণাদিতে আবশ্যক। বিহিততীর্থ দ্বারা আচমনাদি না করিলে আচমনাদির ফল সম্যক হয় না।

ব্রাহ্মতীর্থং।

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলপ্রদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে।

দৈবতীর্থং।

অঙ্গুলির অগ্রদেশকে দৈবতীর্থ বলে।

কায়তীর্থং।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ের মূলভাগকে কায়তীর্থ বলে।

পিতৃতীর্থং।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানকে পিতৃতীর্থ বলে।

মুদ্রাপ্রকরণং।

"দেবতাপ্রীতিজনিকাঙ্গুলিরচনা মুদ্রা"

মোদানাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।

তস্মান্মুদ্রেতি সা খ্যাতা সর্ব্বকামার্থসাধনী॥

পূজ্যদেবতার প্রীতিজনক অঙ্গুলিসকলের রচনাবিশেষের নাম মুদ্রা। ইহা দর্শন করিলে দেবতাসকলের প্রীতি জন্মে এবং ইহা দ্বারা পাপসমূহ বিদূরিত হয় ও এইরূপ অঙ্গুলি সকলের রচনা করিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় বলিয়া মুদ্রা নাম হইয়াছে। মুদ্রাদ্বারা শারীরিক স্থৈর্য্যতা লাভ হয়।

যথা—

"মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং"।

শারীরিকস্থৈর্য্যতা লাভ হইলে তৎসঙ্গে মানসিকস্থৈর্য্যতাও জন্মে; কারণ শরীরের সঙ্গে মনের নৈকট্য সম্বন্ধ। উপাসনা-কার্য্যে মানসিকস্থিরতা বিশেষ আবশ্যক, একাগ্রমনে যে উপাসনা করা যায় তাহা দ্বারা দেবতার প্রীতি জন্মায়, অতএব যে মানসিকস্থৈর্য্যদ্বারা দেবতার প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে সেই শারিরিক ও মানসিক স্থৈর্য্য যদি মুদ্রাদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয় তাহা হইলে মুদ্রা যে দেবতার প্রীতিদায়িনী তাহার সন্দেহ নাই। এজন্য পূজাকার্য্যে স্থান বিশেষে মুদ্রা দেখান আবশ্যক। পূজা, জপ, ধ্যান, শঙ্খস্থাপন, প্রতিষ্ঠা, উপচাররক্ষা ও নৈবেদ্যদানাদিতে মুদ্রা দেখাইতে হয়। এই পুস্তকে যে যে মুদ্রা দেখাইতে বলা হইয়াছে সেই সকল মুদ্রাই প্রদর্শিত হইল।

অঙ্কুশমুদ্রা।

দক্ষিণকরের মধ্যমাঙ্গুলিকে সিধা করিয়া তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত সংমিলিত করিবে এবং তর্জ্জনীর শেষভাগকে (শেষ পর্ব্বকে) বাঁকাইবে ইহার নাম অঙ্কুশমুদ্রা।

ধেনুমুদ্রা।

দক্ষিণকরের তর্জ্জনী ও অনামিকা, বামকরের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে সংযোগ করিবে এবং বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা, দক্ষিণ করের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে সংযোগ করিবে। ইহার নাম ধেনুমুদ্রা।

মৎস্যমুদ্রা।

দক্ষিণ করের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল স্থাপনপূর্ব্বক প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে পরিচালিত করিলেই মৎস্যমুদ্রা হইল।

গন্ধমুদ্রা।

দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গন্ধ লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিসংযুক্ত করিলে গন্ধমুদ্রা হয়। এইরূপে দেবতাকে গন্ধ দিবে।

পুষ্পমুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলেই পুষ্পমুদ্রা হয়। দেবতাকে উক্ত অঙ্গুলিদ্বয়দ্বারা পুষ্প দিবে।

ধূপমুদ্রা।

তর্জ্জনীর সহিত অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলে ধূপমুদ্রা হয়। এই অঙ্গুলিদ্বয়দ্বারা ধূপ দিতে হয়।

দীপমুদ্রা।

মধ্যমার সহিত অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলে দীপ মুদ্রা হয়। ইহা দ্বারা দীপ দিতে হয়।

প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রাঃ।

প্রাণমুদ্রা—কনিষ্ঠা ও অনামিকাতে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে।

অপানমুদ্রা - তর্জ্জনী ও মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে।

ব্যানমুদ্রা—মধ্যমা ও অনামাতে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে।

উদানমুদ্রা—তর্জ্জনী, মধ্যমা, ও অনামাতে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে।

সমানমুদ্রা—সর্ব্বাঙ্গুলিতে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে।

চক্রমুদ্রা।

মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উক্ত হস্তমধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করিবে। হস্ত ভগ্ন হইবেনা ইহাই চক্রমুদ্রা।

* তত্ত্বমুদ্রা।

বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অনামার অগ্রভাগ যোগ করিবে। ইহাই তত্ত্বমুদ্রা

নারাচমুদ্রা।

দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলির শেষভাগে তর্জ্জনী সংযুক্ত করিয়া মধ্যমা, অনামা, কনিষ্ঠা এই তিনটি অঙ্গুলিকে নিম্নদিকে বাঁকাইয়া করতলের উর্দ্ধরেখার সহিত মিলিত করিতে হইবে তাহা হইলে নারাচমুদ্রা হইবে।

কূর্ম্মমুদ্রা।

দক্ষিণ করের তর্জ্জনীকে বামকরের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ও বামকরের তর্জ্জনীকে দক্ষিণকরের কনিষ্ঠাতে সংযুক্ত করিবে। পরে বাম করের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানে দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকাকে বাঁকাইবে, অনন্তর বামহস্তের মধ্যমা অনাম ও কনিষ্ঠা এই তিনটি অঙ্গুলিকে দক্ষিণ করের পৃষ্ঠদেশে বক্র ভাবে স্থাপন করিবে তাহা হইলে কূর্ম্মমুদ্রা হইবে।

---

* মতান্তরে মধ্যমার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠযোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হয়।

প্রার্থনামুদ্রা।

দক্ষিণ ও বাম করের অঙ্গুলিসকলকে সিধা করিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণহস্ত উত্তান ভাবে (চিৎকরিয়া) স্থাপন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে রাখিবে। ইহাই প্রার্থনামুদ্রা।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা।

প্রথমে দক্ষিণ হস্ত মুঠ করিবে। পরে তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে সিধা ও অধোমুখ করিবে। অনন্তর দক্ষিনাবর্ত্তে উক্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে একবার ঘুরাইলেই অবগুণ্ঠন মুদ্রা হইবে।

গোযোনিমুদ্রা।

মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলের সমীপে যে একটি যোনির তুল্য আকার হয় তাহার নাম গোযোনিমুদ্রা। ইহা জপ সমর্পণে আবশ্যক।

সংহারমুদ্রা।

বামকর অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে বন্ধন করিবে। পরে তাহাকে উল্টাইবে। তাহা হইলে সংহার মুদ্রা হইবে।

এই মুদ্রা দেবতার বিসর্জ্জন কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

লেলিহানমুদ্রা।

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলিকে ক্রমে পরস্পর মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ অনামার অগ্রভাগে মিলিত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে সোজা রাখিবে।

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাঃ।

আবাহনী—

কৃতাঞ্জলি হইয়া হস্তদ্বয়ের অনামিকার প্রথমপর্ব্বে দুই অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে।

সংস্থাপনী—

পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ বদ্ধাঞ্জলিকে অধোমুখ করিবে।

সন্নিধাপনী—

বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অন্য অঙ্গুলি সকলকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিকে উচ্ছ্রিত রাখিবে।

সংবোধিনী—

পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলি সকলের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়কে প্রবিষ্ট করিবে।

সংমুখীকরণী—

পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ মুষ্টিদ্বয়কে উত্তান ভাবে (চিৎকরিয়া) স্থাপন করিবে।

এই পাঁচমুদ্রা দেবতার আবাহন কার্য্যে আবশ্যক। সাধক যথাবিধি এই পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিবে।

হবিষ্যান্নং।

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা স্তিলা যবাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী॥

পয়োঽমূদ্ক্তসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী ॥
কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

শুভ্রবর্ণ অস্বিন্ন (সিদ্ধ না করা) হৈমন্তিকধান্যের আতপ তণ্ডুল, মুগ, তিল, যব, কলাই (মটর,) কঙ্গু (কঁউ ধান্য,) নীবার (তৃণধান্যাকার,) বাস্তূক (বেথোশাক,) হিলমোচিকা (হিলিঞ্চ্যা,) ষষ্টিকা (ধান্যবিশেষ্য,) কালশাক (কুলথশাক,) কেমুক (অর্থাৎ কেউ ভিন্ন সমস্ত মূল,) সৈন্ধবলবণ ও সামুদ্রিক লবণ, কাঁঠাল, আম্র, হরিতকী, তেঁতুল, জীরা, কামরাঙ্গা, পেপুল, কলা, লবণী (নোড়,) আমলকী, গুড়ভিন্ন ইক্ষু হইতে উৎপন্ন যাবতীয় মিষ্টদ্রব্য, তৈলপক্ক দ্রব্য ভিন্ন ঘৃতপক্ক দ্রব্য, গব্য ও সরতুলা নহে এরূপ দুগ্ধ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, নারিকেল, ফুটি, এতদ্ভিন্ন ব্রতবিশেষে যাহা বিহিত আছে তাহাও হবিষ্যান্নে বিহিত জানিতে হইবে।

ইতি সাধারণবিধিঃ সমাপ্তঃ।

পরিশিষ্টং।

সাধারণের সুবিধার জন্য প্রচলিত কতিপয় দেবদেবীর ধ্যান, পূজামন্ত্র, বীজ, গায়ত্রী ও প্রণামমন্ত্র এবং কতিপয় দেবদেবীর ব্রত ও তৎকথা প্রদর্শিত হইল।

গণেশস্য।

ধ্যানং।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং॥

মন্ত্রঃ—ওঁ গণেশায় নমঃ। বীজং—গাং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরগজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

সূর্য্যস্য।

ধ্যানং

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বীজং—হ্রাং।

গায়ত্রী।

ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

নারায়ণস্য।

ধ্যানং।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নারায়ণায় নমঃ। বীজং—নাং।

গায়ত্রী।

ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

বিষ্ণোঃ।

ধ্যানং।

উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। বীজং—ওঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য।

ধ্যানং।

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥

মৃত্যুঞ্জয়শিবস্য।

ধ্যানং।

চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্।
কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মৃত্যুঞ্জয়শিবায় নমঃ। বীজং—ওঁ জুং সঃ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ ইত্যাদি।

মহামৃত্যুঞ্জয়শিবস্য।

ধ্যানং।

শিবং শান্তং মহাদেবং লোকানুগ্রহকারকম্।
শুদ্ধস্ফটিসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
খড়্গশূলবরাভীতিং পঞ্চবক্ত্রং সুশোভনম্।
সর্ব্বরোগবিনাশার্থং ভজেহহং ভুবনেশ্বরম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়শিবায় নমঃ। বীজং—হ্রূং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ ইত্যাদি।

বাণেশ্বরশিবস্য।

ধ্যানং।

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ। বীজং—ঐং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

ব্রহ্মণঃ।

ধ্যানং।

পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ।
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্।
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে।
কমণ্ডল্বক্ষমালা-স্রক্ স্রুবহস্তায় তে নমঃ॥

গুরোঃ।

ধ্যানং।

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং।
বামোনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥

দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদ্রারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বীজং—ক্লীঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

রামস্য।

ধ্যানং।

কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজেৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বীজং—রাং

গায়ত্রী।

ওঁ দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

শিবস্থ।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। বীজং—হৌং।

গায়ত্রী

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। বীজং—ঐং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

কার্ত্তিকস্য।

ধ্যানং।

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতং।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং॥
দ্বিভুজং শক্রহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং।
ষণ্মুখং তুঙ্গনেত্রঞ্চ সর্ব্বসৈন্যপুরস্কৃতং॥
মন্ত্রঃ—ওঁ কার্ত্তিকায় নমঃ। বীজং—কাং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ কার্ত্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রংশুভপ্রদং।
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনং॥

বিশ্বকর্ম্মণঃ।

দংশপাল মহাবীর সুচিত্রকর্ম্মকারক।
বিশ্বধৃক্ ত্বঞ্চ দেবেশ বাসনামানদণ্ডধৃক্॥
মন্ত্রঃ—ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ॥

দুর্গায়াঃ।

ধ্যানং।

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীকণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ দুঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ওঁ

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

জয়দুর্গায়াঃ।

ধ্যানং।

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ রিপুকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীং।

গায়ত্রী।

ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

দশভুজদুর্গয়াঃ ।

ধ্যানং।

জটাজূটসমাযুক্তা-মর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাংপূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্ দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননং॥
সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥

দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বাম-মঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং॥
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ।

ধ্যানং।

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খশার্ঙ্গসমাযুক্তবামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীম্।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে॥
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ। বীজং—দূঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে সিংহবাহিন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

অন্নপূর্ণায়াঃ।

ধ্যানং।

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং।

মন্ত্রঃ—ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তু তে॥

কাত্যায়ন্যাঃ।

ধ্যানং।

চণ্ডী কাত্যায়নী দেবী বরদা বিন্ধ্যবাসিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মহিষাসুরঘাতিনী॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ শ্রীঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্॥

চণ্ডিকায়াঃ।

ধ্যানং।

বন্ধূক কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্॥
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ॥
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

মঙ্গলচণ্ডিকায়াঃ।

ধ্যানং।

যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা॥
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ ।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি ।

দক্ষিণকালিকায়াঃ ।

ধ্যানং ।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং ।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং ।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাং ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং ।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং ॥
কর্ণাবতংসতানীত-শব-(শর)-যুগ্ম-ভয়ানকাং ।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং ।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননাং ॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং ।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং ॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং ।
শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাং ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভি-শ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং ।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং ॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। বীজং ক্রীঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

তারায়াঃ।

ধ্যানং।

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
খড়্গাকর্ত্তৃ-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াং।
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণিযুগান্বিতাং॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং॥
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ তারায়ৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্।

গায়ত্রী।

ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

ভুবনেশ্বরীদেব্যাঃ।

ধ্যানং।

উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়ন ত্রয়সংযুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ ভুবনেশ্বরীম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ। বীজং—হ্রীঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

বগলামুখীদেব্যাঃ।

ধ্যানং।

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বগলামুখ্যৈ নমঃ। বীজং—

ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

গঙ্গায়াঃ।

ধ্যানং

সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাং।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতছত্রোপশোভিতাং॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাং।
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাং॥
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং॥

মন্ত্রঃ—ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।—বীজং—গাং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

* লক্ষ্মীদেব্যাঃ।

ধ্যানং।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং॥

* লক্ষ্মী পূজায় ঘণ্টা বাদ্য নিষিদ্ধ।

গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাংবরদাং দক্ষিণেন তু॥

মন্ত্রঃ—ওঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। বীজং—শ্রীঁ।

গায়ত্রী।

ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্রঃ।

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

* সরস্বতী।

ধ্যানং।

তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ।

মন্ত্রঃ—ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। বীজং—ঐং।

গায়ত্রী।

ওঁ বাগ্দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ওঁ।

---

* শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজায় লক্ষ্মী, নারায়ণ, দোয়াত, কলম ও পুস্তক পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে।
মন্ত্রঃ— ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ মস্যাধারেভ্যো নমঃ। ওঁ লেখনীভ্যো নমঃ। ওঁ পুস্তকেভ্যো নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্রঃ।

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা॥

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥

শীতলায়াঃ।

ধ্যানং।

সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা
বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা।
দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং সম্মার্জ্জনীং দক্ষিণে
পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবিণীম্॥

মন্ত্র—ওঁ শীতলাদেব্যৈ নমঃ। বীজং—শাং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

* মনসায়াঃ।

ধ্যানং

দেবীমম্বা মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।

---

* মনসাপূজায় ধুনা দিবেনা। মনসায় পূজা করিয়া অষ্টনাগের পূজা করিবে। অষ্টনাগ যথা ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ বাসুকয়ে নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ মহাপদ্মায় নমঃ। ওঁ তক্ষকায় নমঃ। ওঁ কুলীরায় নমঃ। ওঁ কর্কটায় নমঃ। ওঁ শঙ্খায় নমঃ।

স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ। বীজং—মাং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে ॥

ষষ্ঠীদেব্যাঃ।

ধ্যানং।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং ॥
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠী মম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। বীজং—ষাং।

প্রণামমন্ত্রঃ।

জয় দেবি জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে ॥

কুমারীদেব্যাঃ।

ধ্যানং

বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীং।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীং ॥
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাং ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কুমার্য্যৈ নমঃ। বীজং—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্সৌঃ।

অথ জন্মাষ্টমীব্রতং।

উপবাসপূর্ব্বদিনে সংযম (হবিষ্যান্নভক্ষণাদি) করিয়া উপবাসদিনে প্রাতঃকৃত্যাদিকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে শুচি হইয়া বিহিতাসনে উপবেশনানন্তর * দুইবার আচমন, সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ও গণেশাদি পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন * করিবে। স্বস্তিবাচনে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতকর্ম্মণি" ইত্যাদি উল্লেখ করিবে। স্বস্তিবাচন করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠ করা বিধি।

অনন্তর—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহসন্নিধিং॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং॥ ওঁ তৎসৎ।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া তাম্রাদিপাত্রে (কোশাদিতে) দর্ভত্রয় (ত্রিপত্র,) ফল, পুষ্প, তিল ও জল লইয়া, উত্তরাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে।

যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকর্ম্মাহং করিষ্যে। *

এই সকল পাঠ করিয়া পাত্রস্থিতজল অন্যপাত্রে ক্ষেপণ করিবে। পরে বামহস্তে ঘণ্টা বাদ্য করিতে করিতে সংকল্প সূক্ত † পাঠ করিবে। উপবাস দিনে প্রাতঃকালে সপ্তমী থাকিলে "অষ্টম্যাং তিথৌ" স্থলে "সপ্তম্যাং তিথাবারভ্য" বলিবে।

সংকল্প করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করা বিধি। যথা—

ওঁ ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মসম্ভবায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ।

বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে।
উপবাসং করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাং নভস্যহং॥
অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং নভশ্চন্দ্রসরোহিণীং।
অর্চ্চায়িত্বোপবাসেন ভোক্ষ্যেঽহমপরেঽহনি॥
এনসো মোক্ষকামোঽস্মি যদ্গোবিন্দত্রিযোনিজং।
তন্মে মুঞ্চতু মাং ত্রাহি পতিতং শোকসাগরে॥

---

* স্ত্রীলোক সংকল্প করিলে "অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামা" বলিবে। এইরূপ দেবশর্ম্মা এবং দেবী স্থানে শূদ্র ও শূদ্রানী ক্রমে দাসঃ ও দাসী বলিবে এবং যে স্থানে ওঁ আছে সে স্থানে নমঃ বলিবে, ব্রাহ্মণী ও ওঁ স্থানে নমঃ বলিবে।

† সামবেদী। ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্টাসিচং মুদ্বাসিঞ্চধ্বমুপবা পৃণুধ্ব মাদিদ্বো দেবো ও হতে।

যজুর্ব্বেদী। ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর মুদৈতিদৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প মস্তু।

ঋগ্বেদী। ওঁ যা গুঙ্গু যা সিনীবালী যাচ রাকাসরস্বতী ইত্যাদি।

আজন্মমরণং যাবদ্যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
তৎপ্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পুরুষোত্তম॥

প্রাতঃকালে এইরূপে সংকল্পাদি করিয়া সমস্ত দিন সংযত হইয়া অবস্থান করিবে। তৎপরে অর্দ্ধরাত্রিতে বিহিতাসনে উপবেশন করিয়া দুইবার আচমন, সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি, দশদিগ্বন্ধন, ভূতাপসারণ, দ্বার-দেবতাপূজা, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। পরে কূর্ম্ম মুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনং।
শ্রীবৎসবক্ষঃপূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিং॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে উক্ত পুষ্প স্থাপনপূর্ব্বক মানসপূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, সূর্য্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল, ও গুর্ব্বাদি পূজা করিবে।

অনন্তর—

ষোড়শোপচারাদি দ্বারা "ইদমাসনং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে।

অর্ঘ্যদানের সময়—

"ওঁ যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"। এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

স্নানীয়জলদানের সময়—

"ওঁ যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"। এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

নৈবেদ্যদানের সময়—

"ওঁ বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"। এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

পূজা সমাপন করিয়া ক্লীঁ বীজদ্বারা অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ও প্রাণায়াম করতঃ "ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিবে। জপান্তে পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জপ সমর্পণ * করিবে। পরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত ধ্যান মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিবে। যথা—

ওঁ পাদাবমুঞ্চয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে।
নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যা নমোদেব্যৈ শ্রিয়া ইতি॥

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দেব্যৈ শ্রিয়ৈ নমঃ" ইত্যাদিক্রমে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে।

পরে গুড় ও ঘৃতদ্বারা ভিত্তিতে (দেয়ালে) বসুধারা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদন মনে মনে চিন্তা করিবে।

তদনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারদ্বারা ষষ্ঠীর এবং "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারদ্বারা মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও উদ্বাহাদি সংস্কার করা হইল, এইরূপ চিন্তা করিবে।

অনন্তর নিম্নোক্ত দেবকী ও বসুদেবপ্রভৃতির পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করিবে। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দেবকৈ্য নমঃ"। "এষ ধূপঃ ওঁ দেবকৈ্য নমঃ"। "এষ দীপঃ ওঁ দেবকৈ্য নমঃ"। "এতন্নৈবেদ্যং ওঁ দেবকৈ্য নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে হইবে।

বসুদেবপ্রভৃতি। যথা—

ওঁ বসুদেবায় নমঃ। ওঁ নন্দায় নমঃ। ওঁ উপনন্দায় নমঃ। ওঁ সুনন্দায় নমঃ। ওঁ রোহিণ্যৈ নমঃ। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। ওঁ বলদেবায় নমঃ। ওঁ যশোদায়ৈ নমঃ। ওঁ দক্ষায় নমঃ। ওঁ গর্গায় নমঃ। ওঁ চতুর্ম্মুখায় নমঃ। ওঁ অক্রূরায় নমঃ। ওঁ উদ্ধবায় নমঃ। ওঁ যাদবেভ্যো নমঃ। ওঁ সপ্তচিরজীবিভ্যো নমঃ ওঁ শ্রীদামাদিভ্যো নমঃ। ওঁ গোপবালকেভ্যো নমঃ। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ।

পরে শঙ্খে পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, চন্দন ও কুশ এবং জল লইয়া ভূমিতে জানুদ্বয়কে স্থাপন করতঃ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

ওঁ ক্ষীরোদার্ণসংভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥
ইদমর্ঘ্যং * ওঁ চন্দ্রায় নমঃ।

---

* যজুর্ব্বেদীয়েরা "এষঃ অর্ঘ্যঃ" বলিবে।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া চন্দ্রকে প্রণাম করিবে।

ওঁ জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোঽস্তুতে॥
নভোমণ্ডলদীপ্তায় শিরোরত্নায় ধূর্জ্জটেঃ।
কলাভির্বর্দ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে॥

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে।

ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং।
বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনং॥
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং॥
গোবিন্দমচ্যুতং দেব মনন্তমপরাজিতং।
অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গস্থিত্যন্তকারণং॥
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং প্রপন্নেশং ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরং॥
পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতং।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিং॥
প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধয়ে।
প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিং॥

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে।

ওঁ ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারসাগরাৎ।
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাদ্ধরে॥

সর্ব্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে।
দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ॥
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন রোগশোকার্ণবাদ্ধরে।
দুর্গতাং স্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ॥
সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্ত স্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ।
পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তোনান্যোঽস্তি রক্ষিতা।
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে॥
তৎপুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু পাপং হর হলায়ুধ॥

তৎপরে অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব * পাঠ করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে।

অথ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা।—

একদা শ্রীকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠমৃষিসত্তমং।
রাজা দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ॥

দিলীপ উবাচ।

ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ।
তৎকথাং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥
কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
দেবকীজঠরে বিষ্ণুঃ কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ।
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহং॥

* স্তবকবচমালায় দ্রষ্টব্য।

পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসারাধনতৎপরা।
স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা॥
ক্রন্দন্তী লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা।
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ॥
কংসেন তাড়িতো নাথ ইতি তস্মৈ নিবেদিতং।
বাষ্পধারং প্রবর্ষন্তীং বিবর্ণামপমানিতাং॥
ক্রন্দন্তীং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ।
উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্দেববৃন্দৈরনুদ্রুতঃ॥
আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং রুষা।
গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনিমিত্তকঃ॥
উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ।
ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রামদাত্মভূঃ॥
ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি।
হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ॥
তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ।
তুষ্টাব ভগবান্ বাগ্‌ভিরর্থ্যাভির্ব্বাগ্মিদাম্বরঃ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
জগতঃ পালয়িত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে॥
নমঃ কমলকিঞ্জল্কপীতনির্ম্মলবাসসে।
নমঃ সমস্তদেবানামধিপায় মহাত্মনে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ইতি তেভ্যঃ স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ।
দেবা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে ভবতামাগমঃ কথং॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগমঃ।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণং॥
শূলিদত্তবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ।
বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা॥
বরং দত্ত্বা পুরাপ্যুগ্রো মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ।
ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব॥
তস্মাদ্গচ্ছ স্বয়ং দেব হন্তুং কংসং দুরাসদং।
দেবকীজঠরে জন্ম লভ গত্বা চ গোকুলং॥
ব্রহ্মণা প্রেষিতো বিষ্ণুঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিং।
পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অব্দং স্থিত্বা গমিষ্যতি॥
উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উদ্দিশ্য মথুরাং চক্রে প্রয়ানং কংসনাশনং॥
দেবকীজঠরে জন্ম লেভে বিষ্ণুর্গদাধরঃ।
যশোদাকুক্ষিমধ্যে তু সর্ব্বাণী মৃগলোচনা॥
নবমাসাংশ্চ বিশ্রাম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্।
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিতে তিথৌ॥
রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা।
ধূমযোনৌ তড়িদ্যুক্তে বারি বর্ষতি সর্ব্বদা॥
তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্ব্বসুদেবজঃ।
বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাহজীজনৎ সুতাং॥

পুত্রং পদ্মকরং পদ্মনাভং পদ্মদলেক্ষণং।
রম্যং চতুর্ভুজং শান্তং শঙ্খচক্রগদাধরং॥
তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ।
তত্রৈব বাণ্যভূদ্দেবী দেবকীমাত্রগোচরা॥
পুত্রং দত্ত্বা যশোদায়ৈ কন্যাং তস্যাঃ সমানয়।
কংসাসুরভয়াত্তং হি উবাচ দেবকী তদা॥
বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র সুতং প্রত্যর্পিতুং প্রভো।
পুত্রং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥
তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভায়াং ন হনিষ্যতি।
তস্য বচঃ সমাকর্ণ্য বসুদেবোঽতিদুঃখিতঃ॥
অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ।
যমুনা জলসংপূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী॥
অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণোর্ম্মিভয়াকুলা।
তাং দৃষ্ট্বা তত্তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্॥
বসুদেবোঽতিদুঃখার্ত্তো বিলোলচেতনোঽভবৎ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ॥
কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরং।
হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা॥
ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামপ্যালোকয়ৎ।
তেন দৃষ্টা পুনঃ সাপি ক্ষীণা জানুবহাভবৎ॥
ততঃ সোঽপি পুরো দৃষ্ট্বা যান্তং খলু জম্বুকং।
ক্রোড়ে কৃত্বা সুতং বৈরং গন্তুং পারং প্রচক্রমে॥

তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তস্তু ভগবান্ যমুনাজলে ।
মায়াং কৃত্বা জগন্নাথো হ্যঙ্কাৎ স পতিতঃ পিতুঃ ॥
তং সুতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ ।
তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে হত্বা করং দৃঢ়ং ॥
বিধিনা বৈরিণা হ্যত্র দুঃখিতোঽহং প্রবঞ্চিতঃ ।
ত্রাহি মাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম ॥
জনকং ক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়া বিভুঃ ।
জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ ॥
পথা তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠো গতবান্নন্দমন্দিরং ।
সুতং দত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ ॥
সুতামঙ্কে তথা সোঽপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ ।
নিজাগারং পুনঃ প্রাপ্য প্রত্যর্প্য তাদৃশীং সুতাং ॥
প্রতিযুজ্য পদে লোহমাসীৎ পূর্ব্ববদাবৃতঃ ।
দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা ॥
আনেতুং প্রহিতো দূতঃ সুতং দুহিতরঞ্চ বা ।
আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং নেতুং প্রচক্রমে ॥
বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ ।
কংসদূতো গৃহীত্বা তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ ॥
তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়োঽভূদ্দুরাসদঃ ।
শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং ॥
দৃষ্ট্বা কংসো বিহস্তন্তীং বিদ্যুৎস্ফুরিতলোচনাং ।
আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো জহি নীত্বা শিলোপরি ॥

আজ্ঞাং লব্ধা সুরান্তে তু নিশ্চেষ্টং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ।
বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকং॥
অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা কংসং প্রোবাচ শঙ্করী।
ত্বাং হন্তং গোকুলে জাতঃ পূর্ব্বশত্রুর্ন সংশয়ঃ॥
তত্রাতিষ্ঠজ্জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকৃৎ।
ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসে মনো দধৌ॥
প্রাপ্তিমাত্রেণ তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ।
এতত্তে কথিতং রাজন্ কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং॥
য ইদং কুরুতে রাজন্ যা চ নারী হরের্ব্রতং।
প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমতুলমিহ লোকে যথেপ্সিতং॥
অন্তকালে হরেঃ স্থানং দুর্লভঞ্চ গমিষ্যতি।
একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন॥
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
বৎসরদ্বাদশে চৈব যৎ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতং॥
বিফলং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং পুরা ব্যাসেন ভাষিতং।
ন দ্রষ্টব্যং মুখং তেষাং নরাণাং ন চ যোষিতাং॥
জয়ন্তী ন কৃতা যৈস্তু জাগরাদিসমন্বিতা।
শ্বানশ্চৈতে তু বিজ্ঞেয়া জয়ন্তীবিমুখা নরাঃ॥
যোষিতশ্চ ন সন্দেহঃ সত্যোক্তং তব সুব্রত।

ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

পরে নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও দুর্গার পূজা করিয়া মহোৎসব করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ভুক্ত ব্রাহ্মণ-দিগকে "ওঁ কৃষ্ণো মে প্রীয়তাং" এই বলিয়া যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে।

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে।

ওঁ যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥
সুব্রহ্মবাসুদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু॥

পরে দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে *।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যথা—

ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

অনন্তর বৈগুণ্যসমাধান করিবে। যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকর্ম্মণি যৎকিঞ্চি

---

* অপরের নিমিত্ত হইলে সংপ্রদদানি বলিবে।

বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মহং করিষ্যে। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ এইরূপ দশবার জপ করিয়া পারণ করিবে। যথা—

পারণমন্ত্রঃ।

দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই পারণ মন্ত্র পাঠ করিয়া জল পান করিবে।

পারণের পর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রত সমাপন করিবে। যথা—

ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ইতি জন্মাষ্টমীব্রতং সমাপ্তং।

অথ সত্যনারায়ণপূজা।

বিহিতাসনে উপবেশন করিয়া হস্তে কুশাঙ্গুরী ধারণপূর্ব্বক দুইবার আচমন ও নারায়ণ স্মরণ করিবে।

যথা—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

পরে সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দ্বারদেবতাপূজা * ও ঘটস্থাপন † করিয়া তাহাতে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবে পরে কুশিতে আতপতণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। যথা—

স্বস্তিবাচনে "ওঁ কর্ত্তব্যোহস্মিন্ সত্যনারায়ণপূজাতৎকথা শ্রবণাদিকর্ম্মণি" ইত্যাদি উল্লেখ করিবে। পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত ‡ পাঠ করিয়া তাম্রাদিপাত্রে (কোশাদিতে) কুশ, তিল, ফল, জল ও পুষ্পাদি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতি র্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসন মাস্থায় কল্পধ্ব মিহসন্নিধিং॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং

---

* সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।
† পরে দ্রষ্টব্য।
‡ সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

সংকল্পবাক্যং যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা * শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতি-কামঃ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীসত্যনারায়ণপূজাতৎকথা শ্রবণাদিকর্ম্মাহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া তাম্রাদিপাত্রের জল অন্যপাত্রে ফেলিয়া স্বশাখোক্তসংকল্পসূক্ত † পাঠ, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি, ও সাং বীজদ্বারা প্রাণায়াম করিয়া যব ও তিলদ্বারা ঘটে সত্যনারায়ণের আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ শ্রীসত্যনারায়ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আবাহ-ন্যাদিমুদ্রা ‡ দেখাইয়া আবাহন করিবে। পরে কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতং।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিং॥

---

* পুরোহিতদ্বারা পূজাদিকরাইলে নিম্নোক্ত ক্রমে সংকল্প করাইতে হইবে। যথা—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (এইস্থানে পুরোহিতের নাম গোত্র হইবে) পরে অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ বলিবে (এইস্থানে কৃতির নাম গোত্র হইবে)। শূদ্রের পূজাদি করিলে "দেবশর্ম্মণঃ" স্থানে "দাসস্য" হইবে। স্ত্রীলোকের নামে সংকল্প করিলে "দেব্যাঃ বা "দাস্যাঃ" হইবে। অন্যের কার্য্য করিলে "করিষ্যে" স্থানে "করিষ্যামি" হইবে।

† জন্মাষ্টমী পূজায় দ্রষ্টব্য।

‡ সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরং।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতং।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুং॥

এইরূপ ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিতপুষ্পকে মস্তকে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রার্থনামুদ্রা * করিয়া মানসপূজা করিবে।

অনন্তর বিশেষার্ঘ্য † স্থাপন করিয়া পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করিবে। যথা—

এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ এইরূপ ইদং পুষ্পং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতন্নৈবেদ্যং ইত্যাদি প্রত্যেকদ্রব্য উচ্চারণ করিয়া ওঁ গণেশায় নমঃ বলিয়া দিবে। এইরূপ বিধ্যনুসারে নিম্নোক্ত দেবতা সকলের পূজা করিবে।

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্ পালেভ্যো নমঃ, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ আদিপুরুষায় নমঃ, ওঁ অনাদিপুরুষায় নমঃ, ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায় নমঃ।

তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সত্যনারায়ণের ষোড়শোপচার অথবা দশোপচার কিম্বা পঞ্চোপচারদ্বারা ইদমাসনং ওঁ সাং সত্যনারায়ণ নমঃ, ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে।

অর্ঘ্যদানের সময়।

ওঁ ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা অর্ঘ্যোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

---

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।
† সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

নৈবেদ্যদানের সময়।

তদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্য মেব সমর্পিতং।
গৃহাণ সুমুখোভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম॥

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। যথা—

ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
পদ্মনাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
নমোঽনন্তস্বরূপায় ত্রিগুণাত্মবিভাষিণে॥

এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ সাং সত্যনারায়ণায় নমঃ।

পরে পুনর্ব্বার সাংবীজদ্বারা অঙ্গন্যাস, করন্যাস, তিনবার প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মন্ত্র জপ * করতঃ জপ সমর্পণ করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তোত্র পাঠ করিবে। যথা—

অচ্যুতং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং।
হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কং॥
গুণত্রয়ং গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজং।
জনার্দ্দনং জনানন্দং জানকীবল্লভং জয়ং॥
প্রণমামি সদা সত্যনারায়ণমতঃ পরং।
দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে॥
বিবিধাপৎসু দুষ্টেষু তথান্যেষ্বপি যত্নয়ং।
নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ॥

---

* জপবিধি ও জপসমর্পণ সাধারণ বিধিতে দ্রষ্টব্য।

সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং শুভং।
লীলয়া চ ততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥

এইরূপ স্তবপাঠ করিয়া "ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টমিত্যাদি" পাঠ করিবে। পরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে।

অথ সত্যনারায়ণকথা।

ওঁ তৎসৎ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকহিতে রতাঃ।
সুরম্যে নৈমিষারণ্যে গোষ্ঠীঞ্চক্রুর্মনোরমাং॥
তত্রান্তরে মহাতেজা ব্যাসশিষ্যো মহাযশাঃ।
সূতঃ শিষ্যগণৈর্যুক্তঃ সমায়াতো হরিং স্মরন্॥
তমায়ান্তং সমালোক্য সূতং শাস্ত্রার্থপারগং।
নেমুঃ সর্ব্বে সমুত্থায় শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ॥
সোঽপি তান্ সহসা ভক্ত্যা মুনীন্ পরমবৈষ্ণবান্।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ সর্ব্বধর্ম্মবিদাম্বরঃ॥
বরাসনে মহাবুদ্ধিস্তৈর্দ্দত্তে মুনিপুঙ্গবৈঃ।
উবাস স সভামধ্যে সর্ব্বৈঃ শিষ্যগণৈর্বৃতঃ॥
তত্রোপবিষ্টং তং সূতং শৌনকো মুনিসত্তমঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরিমাম্বাচমুবাচ বিনয়ান্বিতঃ॥

শৌনক উবাচ।

মহর্ষে সূত সর্ব্বজ্ঞ কলিকালে সমাগতে।
কেনোপায়েন ভগবন্ হরিভক্তির্ভবেন্নৃণাং॥
কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপকর্ম্মপরায়ণাঃ।
বেদবিদ্যাবিহীনাশ্চ তেষাং শ্রেয়ঃ কথং ভবেৎ॥
কলাবন্নগতপ্রাণা লোকাঃ স্বল্পায়ুষস্তথা।
নির্ধনাশ্চ ভবিষ্যন্তি নানাপীড়াপ্রপীড়িতাঃ॥
প্রয়াসসাধ্যং সুকৃতং শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে দ্বিজ।
তস্মাৎ কেঽপি করিষ্যন্তি কলৌ ন সুকৃতং জনাঃ॥
সুকৃতেষু বিনষ্টেষু প্রবৃত্তে পাপকর্ম্মণি।
সবংশাঃ প্রলয়ং সর্ব্বে গমিষ্যন্তি দুরাশয়াঃ॥
স্বল্পশ্রমৈরল্পবিত্তৈরল্পকালৈশ্চ সত্তম।
যথা ভবেন্মহাপুণ্যং তথা কথয় সূত নঃ॥
যস্যোপদেশতঃ পুণ্যং পাপং বা কুরুতে জনঃ।
স তদ্ভাগী ভবেন্মর্ত্ত্য ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতং॥
পুণ্যোপদেশী সদয়ঃ কৈতবৈশ্চ বিবর্জ্জিতঃ।
পাপায়নবিরোধী চ চত্বারঃ কেশবোপমাঃ॥
জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সংসারে যঃ পরেভ্যো ন যচ্ছতি।
জ্ঞানরূপী হরিস্তস্মৈ প্রসন্ন ইব নেক্ষতে॥
জ্ঞানরত্নৈশ্চ রত্নৈশ্চ পরসন্তোষকৃন্নরঃ।
স জ্ঞেয়ঃ সুকৃতৈর্নূনং নররূপধরো হরিঃ॥
ব্রতেন তপসা কিম্বা প্রাপ্যতে বাঞ্ছিতং ফলং।
সর্ব্বং তৎ শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামতে॥

ত্বমেব মুনিশার্দ্দূল বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ত্বদৃতে নহি বক্তান্যো যতস্ত্বং ব্যাসশাসিতঃ॥

সূত উবাচ।

ধন্যোঽসি ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
যতঃ সমস্তলোকানাং হিতং বাঞ্ছসি সর্ব্বদা।
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি যৎ ত্বয়া শ্রোতুমিষ্যতে॥
নারদেনৈব মুক্তঃ সন্ ভগবান্ কমলাপতিঃ।
সুরর্ষয়ে যথৈবাহস্তৎ শৃণুষ্ব সমাহিতঃ॥
একদা নারদো যোগী পরানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।
পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ মর্ত্ত্যলোকমুপাগমৎ॥
তত্র দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে নানাদুঃখসমন্বিতাঃ।
নানাযোনিসমুৎপন্নাঃ ক্লিশ্যন্তে পাপকর্ম্মভিঃ॥
কেনোপায়েন চৈতেষাং দুঃখনাশং ভবেদ্ধ্রুবং।
ইতি সাঞ্চিন্ত্য মনসা বিষ্ণুলোকং গতস্তদা॥
তত্র নারায়ণং দেবং শুক্লবর্ণং চতুর্ভুজং।
শঙ্খচক্রধরং দেবং বনমালাবিভূষিতং॥
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং স্তোতুং সমুপচক্রমে॥

নারদ উবাচ।

নমস্তে বাঙ্মনোঽতীতরূপয়ানন্তশক্তয়ে।
আদিমধ্যান্তহীনায় নির্গুণায় গুণাত্মনে॥
সর্ব্বেষামাদিভূতায় ভক্তানামার্ত্তিনাশিনে।
শ্রুত্বা স্তোত্রং ততো বিষ্ণুর্নারদং প্রত্যভাষত॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কিমর্থমাগতোঽসি ত্বং কিন্তে মনসি বর্ত্ততে।
কথয়স্ব মহাভাগ তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে॥

নারদ উবাচ।

মর্ত্ত্যলোকে জনাঃ সর্ব্বে নানাশোকসমন্বিতাঃ।
নানাযোনিসমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপকর্ম্মণা॥
তৎ কথং শময়েন্নাথ লঘূপায়েন তদ্বদ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎসর্ব্বং কৃপাস্তি যদি তে ময়ি॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
যৎকৃত্বা মুচ্যতে মোহাৎ তৎ শৃণুষ্ব বদামি তে॥
ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গে চ ভুবি দুর্লভং।
তব স্নেহান্ময়া বিপ্র প্রকাশীক্রিয়তেঽধুনা॥
সত্যনারায়ণস্যৈতদ্ব্রতং সম্যগ্বিধানতঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ সুখং ভুক্ত্বা পরত্র মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
তৎশ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং নারদঃ পুনরব্রবীৎ।
কিং ফলং কিং বিধানঞ্চ কৃতং কেনেতি বা শ্রুতং॥
তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্ ব্রূহি কদা কার্য্যং হি তদ্ব্রতং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

দুঃখশোকাদিশমনং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যসন্ততিকরং সর্ব্বত্র বিজয়প্রদং॥
যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে মর্ত্ত্যো ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
সত্যনারায়ণং দেবং যজেত্তুষ্টো নিশামুখে॥

বান্ধবৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সহিতো ধর্ম্মতৎপরঃ।
নৈবেদ্যং ভক্তিতো দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষ্যমুত্তমং॥
রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকং।
অভাবে শালিচূর্ণম্বা শর্করাম্বা গুড়ং তথা॥
সপাদসর্ব্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ কথাং শ্রুত্বা জনৈঃ সহ॥
ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্।
প্রসাদং ভক্ষয়েৎ ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকং চরেৎ॥
ততঃ স্বস্থা গৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরন্।
এবং কৃতে মনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং॥
বিশেষতঃ কলিযুগে নান্যোপায়োঽস্তি ভূতলে।
কথামস্য প্রবক্ষ্যামি কৃতকৃত্যো ভবেদ্ দ্বিজঃ॥
কশ্চিৎ কাশীপুরে গ্রামে আসীদ্বিপ্রশ্চ নির্দ্ধনঃ।
ক্ষুধাতৃষ্ণাকুলো ভূত্বা সততং ভ্রমতে মহীং॥
দুঃখিতং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ।
বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপঃ সন্ পপ্রচ্ছ দ্বিজমাদরাৎ॥
কিমর্থং ভ্রমসে বিপ্র মহীং কৃৎস্নাঞ্চ দুঃখিতঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং যদি রোচতে॥

বিপ্র উবাচ।

ব্রাহ্মণোঽতিদরিদ্রোঽহং ভিক্ষার্থং ভ্রমতে মহীং।
উপায়ং যদি জানাসি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বৃদ্ধ উবাচ।

সত্যনারায়ণো দেবো বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ।
তস্য ত্বং দ্বিজশার্দ্দূল কুরুষ ব্রতমুত্তমং॥
যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ।
বিধানঞ্চ ব্রতস্যাস্য বিপ্রায়াভাষ্য যত্নতঃ॥
সত্যনারায়ণো বৃদ্ধস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ প্রাতঃ করিষ্যামি ব্রতং মনসি চিন্তিতং॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য বিপ্রোঽসৌ রাত্রৌ নিদ্রাং ন চালভৎ॥
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় সত্যনারায়ণব্রতং।
করিষ্যেঽহঞ্চ সঙ্কল্প্য ভিক্ষার্থমগমদ্দ্বিজঃ॥
তস্মিন্নেব দিনে বিপ্রঃ প্রচুরং প্রাপ্তবান্ ধনং।
তেনৈব বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং সত্যস্য ব্রতমাচরৎ॥
সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ।
বভূব স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ।
ততঃ প্রভৃতি কালঞ্চ মাসি মাসি ব্রতং কৃতং॥

সূত উবাচ।

এবং নরায়ণস্যেদং ব্রতং কৃত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দুর্ল্লভং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
ব্রতঞ্চ তদ্ যথা বিপ্র পৃথিব্যাং সঞ্চরিষ্যতি।
তদৈতৎ সর্ব্বদুঃখং হি নরাণাঞ্চ বিনশ্যতি॥
এবং নারায়ণেনোক্তং নারদায় মহাত্মনে।
ময়াপি কথিতং বিপ্র কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥
ইতি স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ
বিপ্রসংবাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ * ॥

শৌনক উবাচ।

তস্মাদ্বিপ্র ব্রতং কেন পৃথিব্যাং চরিতং মুনে।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রদ্ধাস্মাকং প্রজায়তে।

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে তস্মাদ্ যেন কৃতং ভুবি।
একদা স দ্বিজবরো যথাবিভববিস্তরৈঃ॥
বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু কাষ্ঠকেতুঃ সমাগতঃ॥
বহিঃ কাষ্ঠঞ্চ সংস্থাপ্য বিপ্রস্য মন্দিরং যযৌ।
তৃষ্ণয়া পীড়িতাত্মা স বিপ্রং দৃষ্ট্বা তথাবিধং॥
প্রণিপত্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং কিমিদং ক্রিয়তে ত্বয়া।
কৃতে কিং ফলমাপ্নোতি বিস্তরাদ্বদ মে প্রভো

বিপ্র উবাচ।

সত্যনারায়ণস্যেদং ব্রতং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদং।
দুঃখশোকাদিশমনং সর্ব্বত্র বিজয়প্রদং॥
ধনাদিসন্ততিকরং সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদং।
যস্য প্রসাদান্মে সর্ব্বং ধনধান্যাদিকং মহৎ॥
ততস্তু স ব্রতং জ্ঞাত্বা কাষ্ঠকর্ত্তাতিহর্ষিতঃ।
পপৌ জলং প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা তন্নগরং যযৌ॥
সত্যনারায়ণং দেবং চিন্তয়ন্ স্থিরমানসঃ।
কাষ্ঠং বিক্রীয় নগরে প্রাপ্স্যতে চাদ্য যদ্ধনং॥
তেনৈব সত্যদেবস্য ব্রতমস্য করোম্যহং।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কাষ্ঠং কৃত্বা তু মস্তকে॥

জগাম নগরে রম্যে ধনিনাং যত্র সংস্থিতিঃ।
তদ্দিনে কাষ্ঠমূল্যঞ্চ দ্বিগুণং প্রাপ্তবানসৌ॥
ততঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সুপক্ককদলীফলং।
শর্করাঞ্চ ঘৃতং দুগ্ধং গোধূমস্ত চ চূর্ণকং॥
প্রত্যেকস্তু সপাদঞ্চ গৃহীত্বা গৃহমাযযৌ।
ততো বন্ধূন্ সমাহূয় চকার বিধিনা ব্রতং॥
তদ্ ব্রতস্ত প্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ॥
ইতি স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণকথায়াং
বিপ্রকাষ্ঠকেতুসংবাদো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

সূত উবাচ।

পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ।
আসীদুল্কামুখো নাম নৃপতির্ব্বলিনাম্বরঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী যযৌ দেবালয়ং প্রতি।
দিনে দিনে ধনং দত্ত্বা দ্বিজান্ সন্তোষয়েৎ সুধীঃ॥
ভার্য্যা তস্য প্রমুগ্ধা চ সরোজবদনা সতী।
সুস্মিতাস্যা শারদিন্দুং সকটাক্ষং চ বিভ্রতী॥
কাঞ্চীঞ্চ বিভ্রতী শ্যামা মালতীমাল্যভূষিতা।
ভদ্রশীলা ব্রতং সত্যং সিন্ধুতীরেঽকরোন্মুনে॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সাধুঃ কোঽপি সমাগতঃ।
বাণিজ্যার্থং বহুধনৈ রত্নাদ্যৈঃ পরিপূরিতঃ॥
নাবং সংস্থাপ্য তত্তীরে জগাম তত্তটং প্রতি।
দৃষ্ট্বা তত্র ব্রতং সম্যক্ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥

সাধুরুবাচ।

কিমিদং কুরুষে রাজন্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
প্রকাশং কুরু তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সম্প্রতি।

রাজোবাচ।

পূজনং ক্রিয়তে সাধো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
ব্রতঞ্চ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পুত্রাদিপ্রাপ্তয়ে ময়া॥
প্রত্যুবাচ ততো নত্বা রাজানং মধুরং বচঃ।
সত্যং কথয় মে রাজন্ ব্রতমেতৎ করোম্যহং॥
মমাপি সন্ততিনাস্তি সত্যমেতৎ স্মৃতব্রতং।
ততো নিবৃত্য বাণিজ্যাৎ সানন্দং গৃহমাগতঃ॥
ভার্য্যায়ৈ কথিতং সর্ব্বং ব্রতঞ্চ সন্ততিপ্রদং।
তদা ব্রতং করিষ্যামি যদা মে সন্ততির্ভবেৎ॥
যৎকিঞ্চিদ্দিবসে তস্য ভার্য্যা লীলাবতী সতী।
গর্ভযুক্তানন্দচিত্তাভবদ্ধর্ম্মপরায়ণা॥
পূর্ণে গর্ভে ততোজ্জাতা বালিকা চাতিনির্ম্মলা।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে যথা শশী॥
ততো বণিক্ সুতায়াশ্চ জাতকর্ম্মাদিকঞ্চরন্।
নাম্না কলাবতী চেতি তন্নামকরণং কৃতং॥
ততো লীলাবতী প্রাহ স্বামিনং মধুরং বচঃ।
ন করোষি কিমর্থন্ত্বা পুরা যচ্চ প্রতিশ্রুতং॥
বিবাহসময়েঽপ্যস্যাঃ করিষ্যামি ব্রতং প্রিয়ে।
ইতিভার্য্যাং সমাশ্বাস্য জগাম নগরং প্রতি॥

ততঃ কলাবতী কন্যা বৰ্দ্ধিতা পিতৃবেশ্মনি।
দৃষ্ট্বা কন্যাং ততঃ সাধু র্নগরে বন্ধুভিঃ সহ ॥
মন্ত্রয়িত্বা স তং দূতং প্রেরয়িত্বা স ধর্ম্মবিৎ।
বিবাহার্থঞ্চ কন্যায়া বরং শ্রেষ্ঠং বিচারয়ন্ ॥
তেনাজ্ঞপ্তশ্চ দূতোঽসৌ কাঞ্চনং নগরং যযৌ।
তস্মাদেকং বণিক্‌পুত্রং সমাদায়াগতোহি সঃ ॥
দৃষ্ট্বা তং সুন্দরং বালং বণিক্‌পুত্রং গুণান্বিতং।
জ্ঞাতিভির্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পরিতুষ্টেন চেতসা ॥
দত্তবান্ সাধুরাহূয় কন্যাং বিধিবিধানতঃ।
ততো ভাগ্যবশাত্তেন বিস্মৃতং ব্রতমুত্তমং ॥
বিবাহসময়েঽপ্যস্যাস্তেন রুষ্টোঽভবদ্বিভুঃ।
ততঃ কালেন কিয়তা নিজধর্ম্মবিশারদঃ ॥
বাণিজ্যার্থং গতঃ শীঘ্রং জামাত্রা সহিতো বণিক্।
রত্নসারপুরে রম্যে গত্বা সিন্ধুসমীপতঃ ॥
বাণিজ্যং কুরুতে সাধুর্জামাত্রা শ্রীমতা সহ।
পুরীং নির্ম্মায় নগরে চন্দ্রকেতোর্নৃপস্য চ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ।
ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞমালোক্য শাপং তস্মৈ প্রদত্তবান্ ॥
অদ্যপ্রভৃতি কালঞ্চ মহাদুঃখং ভবিষ্যতি।
তস্মিন্নেব দিনে রাজ্ঞোধনমাদায় তস্করঃ ॥
তেনৈব বর্ত্মনা যাতঃ পৃষ্ঠদেশং বিলোকয়ন্।
তৎপশ্চাদ্ধাবকান্ দূতান্ দৃষ্ট্বা ভীতেন চেতসা ॥

ধনং সংস্থাপ্য তত্রৈব গতঃ শীঘ্রমলক্ষিতঃ।
ততো দূতাঃ সমায়াতা যত্রাস্তে সজ্জনো বণিক্ ॥
দৃষ্ট্বা নৃপধনং তত্র বদ্ধা দূতা বণিকসুতৌ।
হর্ষযুক্তা ধাবমানা ঊচুর্নৃপসমীপতঃ ॥
তস্করৌ দ্বৌ সমানীতৌ বিলোক্যাজ্ঞাপয় প্রভো।
তে নৃপাজ্ঞাং সমাদায় দৃঢ়ং বদ্ধা তু তাবুভৌ ॥
স্থাপিতৌ দ্বৌ মহাদুর্গে কারাগারেঽবিচারয়ন্ ॥

সূত উবাচ।

মায়য়া সত্যদেবস্য ন শ্রুতঞ্চ তয়োর্বচঃ।
ততস্তয়োর্ধনং যচ্চ গৃহীতং চন্দ্রকেতুনা ॥
তচ্ছাপাচ্চ তয়োর্গেহে ভার্য্যা চ দুঃখিতাভবৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং গৃহে যচ্চ স্থিতং ধনং ॥
আধিব্যাধিসমাযুক্তা ক্ষুৎপিপাসার্ত্তিপীড়িতা।
অতিচিন্তাপরা ভূত্বা ভ্রমতে চ গৃহে গহে ॥
ততঃ কলাবতী কন্যা বভ্রাম প্রতিবাসরে।
একস্মিন্ দিবসে রাত্রৌ ক্ষুধার্ত্তা দ্বিজমন্দিরং ॥
গত্বা পশ্যদ্ব্রতং তত্র সত্যনারায়ণস্য সা।
উপবিশ্য কথাং শ্রুত্বা বরং প্রার্থয়তী মুদা ॥
প্রসাদভক্ষণং কৃত্বা যযৌ রাত্রৌ গৃহং প্রতি।
ততো লীলাবতী কন্যাং ভর্ৎসয়ামাস তাং ভৃশং ॥
পুত্রি রাত্রৌ স্থিতা কুত্র কিন্তে মনসি বর্ত্ততে।
দ্বিজালয়ে ব্রতং মাতদৃষ্টং বাঞ্ছিতসিদ্ধিদং ॥

তৎশ্রুত্বা কন্তকাবাক্যং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতা।
সম্মতা সা বণিগ্‌ভার্য্যা সত্যনারায়ণস্য চ॥
ব্রতং চক্রে চ বৈ সাধ্বী বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সহ।
ভর্ত্তৃজামাতরৌ ক্ষিপ্রমাগচ্ছেতাং মমাশ্রমং॥
ইতি দেবং বরং যাচে সত্যদেবং পুনঃ পুনঃ।
অপরাধন্ত ভর্ত্তুর্শ্মেজামাতুঃ ক্ষন্তমর্হসি॥
ব্রতেন তস্যাস্তুষ্টোঽসৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ।
দর্শয়ামাস স্বপ্নং হি চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমং॥
বন্দিনৌ মোচয় প্রাতর্ব্বণিজৌ নৃপসত্তম।
দেয়ং ধনঞ্চ তৎসর্ব্বং বিধিনা দ্বিগুণীকৃতং॥
নো চেৎ ত্বাং নাশয়িষ্যামি সরাজ্যধনপুত্রকং।
এবমাভাষ্য রাজানং ধ্যানগম্যোঽভবৎ প্রভুঃ॥
ততঃ প্রভাতসময়ে রাজা চ স্বজনৈঃ সহ।
উপবিশ্য সভামধ্যে প্রাহ দূতজনং প্রতি॥
বদ্ধৌ মহাজনৌ শীঘ্রং মোচয়ধ্বং বণিক্‌সুতৌ।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা মোচয়িত্বা মহাজনৌ॥
সমানীয় নৃপস্যাগ্রে প্রোচুশ্চ বিনয়ান্বিতাঃ।
আনীতৌ দ্বৌ বণিক্‌পুত্রৌ মুক্তৌ নিগড়বন্ধনাৎ॥
ততো মহাজনৌ নত্বা চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমং।
স্মৃত্বা চ পূর্ব্ববৃত্তান্তং বিস্ময়াত্ত্বয়বিহ্বলৌ॥
রাজা বণিক্‌সুতৌ বীক্ষ্য প্রোবাচ সাদরং বচঃ।
দৈবাৎ প্রাপ্তং মহৎ কষ্টং ইদানীং নাস্তি তে ভয়ং॥

ইদানীমেব মুক্তস্ত্বং ক্ষুরকর্ম্মাদিক কুরু।
ততো নৃপবরঃ শ্রীমান্ স্বর্ণরত্নবিভূষণৈঃ॥
অলঙ্কৃত্য বণিক্‌পুত্রৌ বচসা প্রীণয়ন্ভৃশং।
পুরানীতঞ্চ যদ্দ্রব্যং দ্বিগুণীকৃত্য দত্তবান্॥
প্রোবাচ তৌ ততো রাজা গচ্ছ সাধো নিজাশ্রমং।
রাজানং প্রণিপত্যাহ গন্তব্যং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥
যাত্রাং কৃত্বা ততঃ সাধুর্ম্মঙ্গলাচারপূর্ব্বিকাং।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সহর্ষো নগরং যযৌ॥
কিয়দ্দূরে গতে সাধৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ।
জিজ্ঞাসাং কৃতবান্ সাধো কিমস্তি তরণৌ তব॥
ততো মহাজনো মত্তো হেলয়া চ প্রহস্য চ।
কথং পৃচ্ছসি ভো দণ্ডিন্ মুদ্রাং কিং লব্ধুমিচ্ছসি॥
লতাপত্রাদিকঞ্চৈব বর্ত্ততে তরণৌ মম।
নিষ্ঠুরঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা সত্যং ভবতু তে বচঃ॥
এবমুক্ত্বা গতঃ শীঘ্রং দণ্ডী তস্য সমীপতঃ।
কিয়দ্দূরে ততো গত্বা স্থিতঃ সিন্ধুসমীপতঃ॥
গতে দণ্ডিনি সাধুশ্চ কৃতনিত্যক্রিয়স্তদা।
উত্থিত ন্তরণীং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতো হ্যপতদ্ভুবি॥
লব্ধসংজ্ঞো বণিকপুত্রস্ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
শ্বশুরং দুহিতুঃ কান্তো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥

জামাতোবাচ।

কিমর্থং কুরুতে শোকং শাপাদেতচ্চ দণ্ডিনঃ।
শক্যতে তেন সর্ব্বং হি কর্ত্তুং হর্ত্তুং ন সংশয়ঃ॥

ততস্তচ্ছরণং যামো বাঞ্ছিতার্থো ভবিষ্যতি।
জামাতুশ্চ বচঃ শ্রুত্বা তৎসকাশং গতস্তদা॥
দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনং ভক্ত্যা নত্বা প্রোবাচ সাদরং।
ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ॥
ময়া দুরাত্মনা দেব মুগ্ধোঽহং তব মায়য়া।
যদুক্তং তদ্বচো নাথ দুষ্টং মে ক্ষন্তুমর্হসি॥
যতঃ পরকৃতাঃ সর্ব্বে ক্ষমাসারা হি সাধবঃ।
পুনঃ পুনস্ততো নত্বা রুরোদ শোকবিহ্বলঃ॥
তমুবাচ ততো দণ্ডী বিলপন্তং বিলোক্য চ।
মা রোদীঃ শৃণু মে বাক্যং মম পূজাপরাঙ্মুখঃ॥
মামবজ্ঞায় দুর্ব্বুদ্ধে লব্ধং দুঃখং মুহুর্ম্মুহুঃ।
তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥

সাধুরুবাচ।

ত্বন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
ন জানন্তি গুণং রূপং তবাশ্চর্য্যমিদং প্রভো॥
মূঢ়োঽহং ত্বাং কথং জানে মোহিতস্তব মায়য়া।
প্রসীদ পূজয়িষ্যামি যথাবিভববিস্তরৈঃ॥
পুত্রং বিত্তঞ্চ মচ্চিত্তং পাহি মাং শরণাগতং।
শ্রুত্বা ভক্তিযুতং বাক্যং পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ॥
বরঞ্চ বাঞ্ছিতং দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততোঽসৌ নাবমারুহ্য দৃষ্ট্বা রত্নাদিপূরিতাং॥
কৃপয়া সত্যদেবস্য যৎ ফলং বাঞ্ছিতং মম।
ইত্যুক্ত্বা স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি॥

হর্ষেণ মহতা সাধুঃ প্রয়াণং চাকরোদ্বিজঃ।
নাবং সংযোজ্য বেগেন স্বদেশমগমত্তদা॥
ততো জামাতরং প্রাহ পশ্য বৎস পুরীং মম।
দূতঞ্চ প্রেরয়ামাস নিজবিত্তস্য রক্ষকং॥
ততোঽসৌ নগরং গত্বা সাধুভার্য্যাং বিলোক্য চ।
উবাচ বাঞ্ছিতং বাক্যং নত্বা বদ্ধাঞ্জলিস্তদা॥
নিকটে নগরস্যৈব জামাত্রা সহিতো বণিক্।
আগতো বন্ধুবর্গৈশ্চ ধনৈর্ব্বহুবিধৈস্তথা॥
শ্রুত্বা দূতমুখাদ্বাক্যং মহাহর্ষবৃতা সতী।
সত্যপূজাং ততঃ কৃত্বা প্রোবাচ তনুজাং প্রতি॥
ব্রজামি শীঘ্রমাগচ্ছ সাধুসন্দর্শনায় চ।
ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা ব্রতং কৃত্বা সমাপ্য চ॥
প্রসাদং সংপরিত্যজ্য গতা সা চ পতিং প্রতি।
তেন রুষ্টঃ সত্যদেবো ভর্ত্তারং তরণীস্তথা॥
সংহৃত্য চ ধনৈঃ সার্দ্ধং জলে তস্মিন্ সমর্পয়ৎ।
ততঃ কলাবতী কন্যা নালোক্য বণিজং পতিং॥
শোকেন মহতা তত্র রুদন্তী চাপতদ্ভুবি।
দৃষ্ট্বা তথাবিধাং কন্যাং ন দৃষ্ট্বা তৎপতিং তরিং॥
ভীতেন মহতা সাধুঃ কিমাশ্চর্য্যমিদং মহৎ।
বিচিন্ত্যমানাস্তে সর্ব্বে বভূবুস্তরিবাহকাঃ॥
ততো লীলাবতী সাধ্বী দৃষ্ট্বা তদ্বিহ্বলা সতী।
বিললাপাতিদুঃখেন ভর্ত্তারঞ্চেদমব্রবীৎ॥

ইদানীং নৌকয়া সার্দ্ধমদৃশ্যোহভূদলক্ষিতঃ।
ন জানে কেন দৈবেন হেলয়া বাপহারিতং॥
সত্যদেবস্য মাহাত্ম্যং কিং জ্ঞাতুং নহি শক্যতে।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ তত্রস্থা স্বজনৈঃ সহ॥
ততো লীলাবতী কন্যাং ক্রোড়ে কৃত্বা রুরোদ চ।
ততঃ কলাবতী কন্যা নষ্টে স্বামিনি দুঃখিতা॥
গৃহীত্বা পাদুকাং তস্য অনুগন্তুং মনো দধে।
কন্যায়াশ্চরিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যঃ সুজনো বণিক্॥
অতিশোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
হৃতো হি সত্যদেবেন জামাতা সত্যমায়য়া॥
সত্যপূজাং করিষ্যামি যথাবিভববিস্তরৈঃ।
ইতি সর্ব্বান্ সমাহূয় কথিতঞ্চ মনোরথং॥
নত্বা চ দণ্ডবদ্ভূমৌ সত্যদেবং পুনঃ পুনঃ।
ততস্তুষ্টঃ সত্যদেবো গগনাদ্বণিজং প্রতি॥
জগাদ বচনঞ্চেদং নৈবেদ্যমবমন্য চ।
আগতা স্বামিনং দ্রষ্টুমতোহদৃশ্যোহভবৎ প্রভুঃ॥
গৃহং গত্বা প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা চায়াতি সা পুনঃ।
লব্ধভর্ত্তৃসুখা সাধো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ততশ্চ প্রাণদং বাক্যং শ্রুত্বা গগনমণ্ডলাৎ।
ক্ষিপ্রং তদা গৃহং গত্বা প্রসাদং প্রতিভুজ্য চ॥
অপশ্যৎ পুনরাগত্য পতিং নাবং জনৈঃ সহ।
ততঃ কলাবতী তুষ্টা জগাদ পিতরং প্রতি॥

এহি তাত গৃহং যামি বিলম্বং কুরুষে কথং।
তৎশ্রুত্বা কন্যকাবাক্যং সন্তুষ্টোঽভূদ্বণিক্‌সুতঃ॥
পূজনং সত্যদেবস্য কৃত্বা বিধিবিধানতঃ।
ধনৈর্ব্বন্ধুগণৈঃ সার্দ্ধং জগাম নিজমন্দিরং॥
পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ॥
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণকথায়াং।
বণিক্‌সাধুমোক্ষবর্ণনো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

সূত উবাচ।

অথ চান্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ।
আসীদ্বংশধ্বজো রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ॥
প্রসাদং সত্যদেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ।
একদা স বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ মৃগান্॥
আগত্য বটমূলে চ দৃষ্ট্বা সত্যস্য পূজনং।
গোপাঃ কুর্ব্বন্তি সন্তুষ্টা ভক্তিযুক্তাঃ সবান্ধবাঃ॥
রাজা দৃষ্ট্বা তু দর্পেণ নাগতো ন ননাম সঃ।
ততো গোপগণাঃ সর্ব্বে প্রসাদং নৃপসন্নিধৌ॥
সংস্থাপ্য পুনরাগত্য ভুক্ত্বা সর্ব্বে যথেপ্সিতং।
ততঃ প্রসাদং সংত্যজ্য রাজা দুঃখমবাপ সঃ॥
তস্য পুত্রশতং নষ্টং ধনধান্যাদিকঞ্চ যৎ।
সত্যদেবেন তৎ সর্ব্বং নাশিতং মম নিশ্চিতং॥
অতস্তত্রৈব গচ্ছামি যত্র দেবস্য পূজনং।
মনসেতি বিনিশ্চিত্য যযৌ গোপালসন্নিধিং॥

ততোঽসৌ সত্যদেবস্য পূজাং গোপগণৈঃ সহ।
ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা চকার বিধিবন্নৃপঃ॥
সত্যদেবপ্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ॥
য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরমদুর্লভং।
শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাং॥
ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ।
দরিদ্রো লভতে বিত্তং বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
ঈপ্সিতঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ॥
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতং।
যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজাকথাফলং।
সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে॥
নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেবপ্রসাদতঃ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণ
ব্রতকথানাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ * ॥

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণব্রতকথা সমাপ্তা॥

শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণব্রতকথা।

(বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত)।

ওঁ তৎসৎ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

প্রথম অধ্যায়।

একদা নৈমিষারণ্যতীর্থে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি সমবেত হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে মুনিপুঙ্গব, পুরাণ-বক্তা, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বলোকহিতৈষী সূত মহাশয় শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া হরিগুণগান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ সশিষ্য সূত মহাশয়কে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। সূত মহাশয়, সেই পরমবৈষ্ণব ঋষিগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সশিষ্য উপ-বেশনপূর্ব্বক পরস্পর স্বাগত কুশলাদি অবগত হইলেন। তৎপরে কুলপতি শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! কলিকাল সমাগত দেখিয়া আমরা যারপরনাই চিন্তাকুলিত হইয়াছি। তৎকালে লোকে ধর্ম্মচ্যুত হইবে ও নানাবিধ রোগে প্রপীড়িত হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করিবে। আপনি অবগত আছেন, যে কলিকালে জীবসকল অন্নগতপ্রাণ, স্বল্পায়ুঃ, স্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সদা

কুপথগামী, পরশ্রীকাতর, ষড়রিপুপ্রবলপরতন্ত্র, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার-রহিত, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিবিরহিত, সদাচারভ্রষ্ট ও স্ত্রীপরায়ণ হইবে। স্ত্রীলোকগণ পতিভক্তিবিরহিতা, স্বাধীনা, সদাকুপথ-গামিনী, কুটীলা ও স্বার্থপরায়ণা হইবে, তাহাতেক্রমশঃ সৃষ্টিলোপ হইবার সম্ভাবনা। হে মুনিশার্দ্দূল! শাস্ত্রে আছে, যে কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি পুণ্য বা পাপ উপদেশ দেয় তাহারাও সেই পাপ পুণ্যের ভাগী হয়। যাঁহারা পুণ্যোপদেশী, সদা কৈতববিবর্জ্জিত এবং পাপাচরণবিরোধী তাঁহারা কলিযুগে কেশবের সমান। যাঁহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অপরকে জ্ঞানোপদেশ না দিয়া থাকেন, জ্ঞানরূপী হরি তাঁহাদিগকে দর্শন করেন না। যাঁহারা জ্ঞানরত্ন এবং পার্থিবরত্নদ্বারা পরোপকার করেন তাঁহারা নিশ্চয় নররূপী হরির সমান। ব্রত বা তপস্যাদ্বারা যে বাঞ্ছিত ফললাভ হয় সেই সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি বেদবেদাঙ্গ পারগ, যেহেতু অপনি বেদব্যাসের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি ভিন্ন আমরা আর অন্য কোন বক্তা দেখিনা। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে কলিযুগে জীবসকল হরিপরায়ণ ও সৎ-কার্য্যে নিষ্ঠাবান হইবে, তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগের নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন।

সূত বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমিই ধন্য এবং তুমিই বৈষ্ণব-চূড়ামণি যেহেতু সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ। হে শৌনক! তুমি যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা আমি বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবর্ষি নারদ কমলাপতিকে এবিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

এবং কমলাপতি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

একদা যোগী নারদ জীবের দুঃখমোচন করিবার মানসে সমস্ত লোক পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মর্ত্যলোকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সমস্ত লোক নানাযোনিতে সমুৎপন্ন এবং নানাপাপ-জনিতফলে অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে। জীবের দুঃখ যাহাতে মোচন হয়, এই চিন্তা করিয়া দেবর্ষি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গোলকবিহারী শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালাবিভূষিত,কমলাপতি নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন, এবং প্রণতিপূর্ব্বক করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দেব! তুমি বাক্য মনের অতীত, তুমি অনন্তশক্তিস্বরূপ, তুমি আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নির্গুণ অথচ গুণাত্মক, তুমি সকলের আদিভূত, ভক্তসকলের দুঃখনাশক, তোমাকে নমস্কার করি। ভগবান, নারদের মুখে এই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহাভাগ! সর্ব্বত্র কুশল ত? কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছ?

নারদ বলিলেন, হে দেবেশ! আমি মর্ত্যলোকে গমন করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জীবসকল নানাযোনিসমুৎপন্ন ও নানাশোকসমন্বিত হইয়া অতিশয় ক্লেশ-ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধারের কোন উপায় নাই।

বিশেষতঃ কলিযুগ সমাগতপ্রায় দেখিয়া আমি অতি ভীত হইয়াছি। যাহাতে কলিযুগের জীব স্বল্পায়াসে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া তব পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, কৃপা করিয়া তাহার উপায় বর্ণন করুন। ভগবান নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিলেন, হে সর্ব্বজনহিতৈষিন্ নারদ! কলিযুগে জীবসকলের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর অন্য কোন উপায় দেখিনা, কেবল সত্যনারায়ণদেবের পূজা ও তাঁহার ব্রতকথা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করিলে সদ্যঃ ঈপ্সিত ফল, অনন্ত সুখ ও সম্পদ প্রাপ্ত হইবে ও পরে মোক্ষপদ স্বল্পায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সূত বলিলেন, দেবর্ষি নারদ, কমলাপতি নারায়ণের মুখ-নির্গলিত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ ব্যক্তি, কোথায়, কোন সময়ে, কিকারণে এবং কিরূপবিধানে সত্যনারায়ণদেবের ব্রত করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট কৃপা করিয়া বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

ভগবান বলিলেন, হে নারদ! আমার কথিত ব্রতের ফল শ্রবণ কর। এই ব্রত করিলে শোক ও দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধন ধান্য পরিবর্দ্ধিত, সৌভাগ্যের প্রকাশ, সুসন্তান উৎপন্ন, এবং সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়। এই ব্রত যে কোন দিবসে মনুষ্যগণ সায়ংকালে সন্তুষ্টচিত্তে, বন্ধুবান্ধব ও ব্রাহ্মণগণ মিলিত এবং ধর্ম্মতৎপর হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিবে। হে মহাভাগ!

এই সত্যনারায়ণদেবপূজায় যে যে উপচার আবশ্যক তাহাও শ্রবণ কর।

রম্ভাফল, ঘৃত, ক্ষীর, গোধূমচূর্ণ অথবা শালিচূর্ণ, এবং শর্করা অভাবে গুড়, এই সমস্ত দ্রব্য সপাদক্রমে অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্য সওয়াপোয়া বা সওয়াসের ওজনে একত্র করিয়া নিবেদন করিবে। পরে ব্রতকথা শ্রবণ করিবে এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিয়া বন্ধুবান্ধবসহিত ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইবে। তৎপরে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিবে। হে নারদ! এই নিয়মে এই ব্রত করিলে জীবের বাঞ্ছাসিদ্ধি হয়। বিশেষতঃ কলিযুগে মনুষ্যসকল এই ব্রত করিলে নিশ্চয় হরি-পরায়ণ হইয়া অবশেষে দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া দিব্যধামে গমন করিবে। এই ব্রত করিয়া এক ব্রাহ্মণ যেরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।

মর্ত্ত্যলোকে কাশীপুর নামক কোন গ্রামে একটী নির্ধন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণপ্রিয় ভগবান নারায়ণ সেই দুঃখিত ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! কি কারণে দুঃখিতচিত্তে তুমি ভ্রমণ করিতেছ? আমি সেই সমস্ত কথা শুনিতে ইচ্ছা করি, যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হয় আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি অতিদরিদ্র, ভিক্ষার নিমিত্ত নানা স্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু আজ অদৃষ্টক্রমে ভিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে ক্ষুৎ-

পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, কি উপায়ে জীবনধারণ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। হে প্রভো! যদি ইহার কোন প্রতিবিধান থাকে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন, নচেৎ আমার প্রাণ যায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-বেশধারী ভগবান বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের ঈপ্সিত ফল অনায়াসে লাভ করিবার জন্য পৃথিবীতে এক মাত্র সত্যনারায়ণদেবের পূজা ও তাঁহার ব্রতকথা শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। এই ব্রত করিলে সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং যে ব্যক্তি যে কোন ফল-লাভের কামনা করে তাহা সুলভে প্রাপ্ত হয়। তুমি একাগ্র চিত্ত হইয়া যথাবিধানে সত্যনারায়ণদেবের পূজা ও তাঁহার ব্রতকথা শ্রবণ কর, তাহা হইলে সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধারী ভগবান সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃদ্ধব্রাহ্মণের অন্তর্দ্ধ্যান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধব্রাহ্মণ আর কেহই নহেন, সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন কৃপা করিয়া আমার দুঃখমোচন করিবার জন্য ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে সত্যনারায়ণদেবের ব্রতে ব্রতী হইতে আদেশ করিলেন। এই চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ স্বীয় বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং এই ঘটনা চিন্তা করিয়া রাত্রিযোগে নিদ্রালাভ করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সত্যনারায়ণদেবের যথাবিধানে ব্রত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ভিক্ষার্থে গমন করিলেন।

ভগবৎকৃপায় ব্রাহ্মণ সেইদিন ভিক্ষা করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিলেন, এবং প্রফুল্লচিত্তে যথাবিধানে সত্যনারায়ণদেবের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাত্রিযোগে বন্ধুবান্ধব-মিলিত হইয়া সত্যনারায়ণদেবের পূজা ও তাহার ব্রতকথা শ্রবণ করিলেন, এবং প্রসাদগ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। সত্যনারায়ণদেবের কৃপায় ব্রাহ্মণ অতি অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্ত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন। সেই দিন হইতে প্রতি মাসে সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধানে সত্যনারায়ণ-দেবের পূজা করিতে লাগিলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারায়ণের এবম্বিধ ব্রত করিয়া সমস্ত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অবশেষে দুর্লভ মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন। হে নারদ! এই ব্রত যে সময়ে পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে সে সময়ে মনুষ্যসকলের কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না, সর্ব্বপাপ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিবে।

সূত বলিলেন, হে শৌনক! মহাত্মা নারদের নিকট নারায়ণ মুখনিঃসৃত ব্রতকথা আমিও তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গতরেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণব্রতকথায়াং বিপ্রসংবাদনামকঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, হে মুনে! ব্রাহ্মণ আচরিত এই ব্রত পৃথিবীতে আর কে করিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া আমাদিগের নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

সূত বলিলেন, তাহার পর কে পৃথিবীতে এই ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।

একদা সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বগৃহে বন্ধুবান্ধব মিলিত হইয়া সত্য-নারায়ণদেবের ব্রত করিতেছেন, এমন সময়ে কাষ্ঠকেতু নামক একজন কাঠুরিয়া ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কাঠুরিয়া কাষ্ঠের বোঝা বাহিরে সংস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণকে পূজায় নিযুক্ত দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আপনি কি পূজা করিতেছেন? এই পূজা করিলে কি ফললাভ হয় তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন্। বিপ্র বলিলেন, আমি সত্যনারায়ণ-দেবের পূজা করিতেছি, এই ব্রত করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ, দুঃখ ও শোকাদি বিনষ্ট, এবং সর্ব্বস্থানে বিজয়, ধনসম্পত্তি ও সুপুত্র লাভ হয়। এই ব্রতপ্রসাদে আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছি। কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণের নিকট কিরূপে ব্রত করিতে হয় জানিয়া এবং ব্রত ফল কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে গমন করিল।

পরদিন কাষ্ঠকেতু স্থিরচিত্তে সত্যনারায়ণদেবকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যে অদ্য কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হইব

তদ্দ্বারা আমিও সত্যদেবের ব্রত করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া কাষ্ঠ লইয়া নগরের যে স্থানে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বাস করে তথায় গমন করিল। সত্যনারায়ণদেবের এমনি মহিমা যে সেই দিনে কাঠুরিয়া কাষ্ঠের দ্বিগুণ মূল্য পাইয়া সহর্ষে সপাদ শর্করা, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূমচূর্ণ, ও সুপককদলীফলাদি পূজার উপচার সকল ক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পরে রাত্রিযোগে বন্ধুবান্ধব আহ্বান করিয়া যথাবিধি ব্রত আচরণ করিল। সত্যনারায়ণদেবের কৃপায় সেই কাঠুরিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সুসন্তান লাভ করিল, ইহলোকে সুখী হইয়া কালক্রমে সত্যদেবেরপুরী গমন করিল।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গতরেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণব্রতকথায়াং বিপ্রকাষ্ঠকেতুসংবাদনামকো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ শৌনক! ভগবান পতিতপাবন হরি, দেবর্ষি নারদের নিকট অন্য উপাখ্যান যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন নগরে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, স্বধর্ম্মপরায়ণ, মহাপ্রতাপান্বিত উল্কামুখ নামক এক রাজা বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ পরিবর্দ্ধন করিতেন। নিয়ত অতিথিসৎকার, ধর্ম্মালোচনা

প্রভৃতি সৎকার্য্য ভিন্ন তাঁহার আর কোন কার্য্য ছিলনা। রাজ্য-শাসনপ্রণালীও তিনি বিশেষরূপে জানিতেন এবং প্রজাবর্গের দুঃখ বিমোচন করিতেন ও তাহাদিগের হিতসাধনে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। রাজা উল্কামুখের কোন বিষয়ের চিন্তা ছিলনা, কেবল মাত্র নিঃসন্তান বলিয়া সর্ব্বদাই দুঃখিত ভাবে কালযাপন করিতেন। অশেষরূপগুণসম্পন্না, পতিব্রতা, ধর্ম্মপরায়ণা, সরোজ-বদনা ভদ্রশীলা নাম্নী তাঁহার ভার্য্যা নিঃসন্তান বলিয়া সর্ব্বদা ক্ষুন্নমনে ও বিষণ্নবদনে কালযাপন করিতেন। একদা রাজা উল্কামুখ সত্যনারায়ণ ব্রত, ঈপ্সিত ফলপ্রদ শ্রবণ করিয়া, পুত্র কামনায় পত্নীসহ সাগরতীরে সত্যনারায়ণদেবের পূজা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক সাধুসদাগর বাণিজ্যার্থে বহুধনরত্নপরিপুরিত নৌকাসহ সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। রাজা উল্কামুখ সস্ত্রীক পূজা করিতেছেন, দেখিয়া তীরে নৌকা সকল রক্ষা করিয়া, তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন! ভক্তিযুক্তচিত্তে এই সাগরতীরে কাহার পূজা করিতেছেন? আমাকে কৃপা করিয়া বলুন, শুনিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। রাজা অভ্যাগত সদাগরের কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে সদাগর! আমি সস্ত্রীক পুত্র কামনায় অতুলতেজসম্পন্ন সত্যনারায়ণদেবের পূজা করিতেছি। সদাগর শ্রবণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক রাজাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন! আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন এই ব্রত সুতপ্রদ কিনা? আমি সন্তানবিহীন, যদ্যপি এই ব্রত আচরণ করিলে সুসন্তান

উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমিও পুত্র কামনা করিয়া এই ব্রত অবলম্বন করিব। রাজা বলিলেন, এই ব্রত বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, যাহা কামনা করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে তাহাই অনায়াসে ফলপ্রদ হইবে। সদাগর রাজার নিকট ব্রত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক, বাণিজ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া, নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সাধু তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা ভার্য্যা লীলাবতীকে রাজকথিত সুতপ্রদব্রতবৃত্তান্ত বলিলেন। লীলাবতী ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দিন আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই দিন আমি এই সত্যনারায়ণদেবের ব্রত আচরণ করিব। সত্যনারায়ণদেবের কি অপার মহিমা, যে দিন সদাগরপত্নী ব্রতাচরণের সংকল্প করিলেন সেই দিনই তিনি গর্ভবতী হইলেন। লীলাবতী ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইয়া শুভক্ষণে একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। সদাগর এবং তাঁহার পত্নী অভীষ্টফলপ্রদব্রতের মাহাত্ম্য দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে কন্যার মুখ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। সুকুমারী কন্যা দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে সদাগর, কন্যার জাতকর্ম্মাদিসংস্কার করিয়া কলাবতী নাম রাখিলেন। কিছুকাল পরে বণিক্‌পত্নী লীলাবতী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে স্বামিন্! কন্যার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে আপনি যে সত্যনারায়ণদেবের ব্রত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা কি নিমিত্ত বিস্মরণ হইতেছেন? আপনিত জানেন দেবতার নিকট প্রতিশ্রুত প্রতিপালন না করিলে অবশেষে

অত্যন্ত পরিতাপ পাইতে হয়, এবং দেবতা রুষ্ট হইলে তাহা হইতে কাহারই নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। সদাগর পত্নীকে আশ্বাসিতা করিয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! আমি স্থির করিয়াছি যে কলাবতীর বিবাহসময়ে আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া একাগ্রচিত্তে সত্যনারায়ণদেবের ব্রত আচরণ করিব। তদনন্তর কলাবতী দিন দিন পিতৃগৃহে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। সদাগর কন্যাকে বর্দ্ধিতা দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য বন্ধুবান্ধব মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এবং উত্তম পাত্র স্থির করিবার জন্য নানাদেশে দূত প্রেরণ করিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাঞ্চননগরস্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ব-গুণান্বিত এক বণিকপুত্রের সহিত কলাবতীর বিবাহ স্থির করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সহিত বণিকপুত্রকে নিজ বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক যথাবিধানে কন্যাদান করিলেন। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়! অদৃষ্টে সুখ বা দুঃখ থাকিলে তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেনা। সদাগর এবং তাঁহার পত্নী সত্যনারায়ণদেবের ব্রত করিতে কৃত সংকল্প হইয়া সুকুমারী কন্যা লাভ করিলেন, কিন্তু ধনমদে মত্ত হইয়া কন্যার বিবাহের পরও প্রতিশ্রুত ব্রত করিতে একেবারে বিস্মরণ হইলেন; সুতরাং সত্যনারায়ণদেবের কোপনয়নে তাহারা উভয়ে পতিত হইলেন।

কিছুকাল পরে সেই নিজধর্ম্মবিশারদ বণিক্ জামাতার সহিত বাণিজ্য করিতে অভিলাষ করিলেন। নানাবিধ অর্ণবযান সুসজ্জিত করিয়া বহু রত্ন লইয়া বাণিজ্য করিতে যাত্রা

করিলেন। ক্রমে সাগরতীরে রত্নসারনগরে গমন করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সাধুসদাগর তথায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া জামাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রভু সত্যনারায়ণদেব বণিক্‌কে ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন, যে সন্তান কামনা করিয়া আমার ব্রত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে সেই জন্য কলাবতী কন্যা লাভ করিয়াছ, কিন্তু ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া তখন আমার পূজা না করিয়া কন্যার বিবাহের সময় ব্রত করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহাও সময় ক্রমে বিস্মরণ হইয়াছ; অতএব তুমি ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞ, এই জন্য আজ হইতে তোমার মহাদুঃখ উপস্থিত হইবে। ভগবান সত্যনারায়ণদেব এই বলিয়া সেই বণিক্‌কে অভিসম্পাত করিলেন। দেবতা রুষ্ট হইলে এবং তাঁহার কোপ-নয়নে পতিত হইলে এজগতে কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে! বণিক্ শাপগ্রস্থ হইয়া সেই দিন হইতেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন৷

সেই রত্নসারনগরাধিপতি চন্দ্রকেতু অতিশয় প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। যে দিন বণিকের প্রতি অভিসম্পাত হইল সেই দিনই তস্করে চন্দ্রকেতুরাজার ধনাগার হইতে প্রচুর ধন অপহরণ করিয়া যে স্থানে সাধুসদাগর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন সেই পুরীর নিকটবর্ত্তি পথে পৃষ্ঠদেশ অবলোকন করিয়া গমন করিতেছিল। তস্করেরা পশ্চাৎধাবিত রাজদূত সকলকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়া অপহৃত ধন সমুদায় সেই সাধুসদাগরের বাটীর সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক

অলক্ষিত হইল। রাজদূতগণ ক্রমে সদাগরের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধন তথায় দর্শন করিল। তাহারা সাধুসদাগর ও তাহার জামাতাকে তস্কর নিশ্চয় করিয়া উভয়কে বন্ধনপূর্ব্বক মহাহর্ষযুক্ত হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিল। দূতগণ রাজাকে দর্শন করিয়া বলিল, হে প্রভো! এই দুই দুষ্টতস্কর আপনার ধনাগার হইতে ধন অপহরণ করিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে বন্ধন করিয়া সমস্তধনসহ আনিয়াছি, আপনি উহাদিগের দণ্ড বিধান করুন। রাজা অমাত্যবর্গের সহিত বিচার করিয়া উভয়কে দৃঢ়বন্ধনপূর্ব্বক কারাগারে বদ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন, এবং সদাগরের গৃহ হইতে সমস্ত ধনাদি আনয়ন করিয়া নিজ ধনাগারে রাখিতে আদেশ করিলেন। বণিক্ ও তাঁহার জামাতা রাজার নিকট বারম্বার স্বীয় নিরপরাধ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সত্যদেবের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রাজা চন্দ্রকেতু তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

এদিকে বণিকের পত্নী সত্যনারায়ণদেবের অভিসম্পাতজনিত অতিশয় দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার গৃহে যে সমস্ত ধন রত্নাদি ছিল তাহা সমুদয় দস্যুতে অপহরণ করিল। বণিক্‌পত্নী অবশেষে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেন যে তিনি অল্প কালের মধ্যে ব্যাধিযুক্তা এবং ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িতা ও অন্নচিন্তায় কাতরা হইয়া নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। এমন কি জীবনান্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

একদা সদাগরকন্যা কলাবতী পল্লীতে ভ্রমণ করিতে করিতে

ক্ষুৎপিপাসায় কাতরা হইয়া এক ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় দেখিল ব্রাহ্মণ বন্ধুবান্ধবসহিত সত্যনারায়ণ-দেবের পূজা করিতেছেন। ইহা দর্শন করিয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক পূজাদর্শন, পরে সংযত হইয়া সত্যনারায়ণদেবের ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিল যে হে সত্যনারায়ণ দেব! আমার পিতা ও ভর্ত্তা যেন বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ করিয়া অতিশীঘ্র দেশে প্রত্যাগমন করেন। হে দেব! আমরা স্ত্রীজাতি সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি, যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিনা, পিতা ও ভর্ত্তা শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে আমিও এই ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমার পূজা ও ব্রতকথা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিব। এই প্রার্থনা করিয়া কলাবতী প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বাটী প্রত্যাগমন করিল। লীলাবতী কন্যাকে রাত্রিকালে অনুপস্থিতা দেখিয়া বারম্বার তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, রে পুত্রি! রাত্রিযোগে কোথায় গমন করিয়াছিলে? তোমার মনের ভাব কি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। কলাবতী মাতার ক্রোধ দর্শন করিয়া ভীতা হইয়া বলিতে লাগিল, হে মাতঃ! ব্রাহ্মণগৃহে অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ সত্যনারায়ণদেবের ব্রতকথা শ্রবণ করিতেছিলাম, সেইজন্য বিলম্ব হইয়াছে, আমি অন্য কোন স্থানেই গমন করি নাই। লীলাবতী, কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইলেন, তখন সত্যনারায়ণদেবের পূজার কথা তাহার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে আমি সত্যনারায়ণদেবের পূজা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা করিতে একবারে বিস্মরণ হইয়াছি, সেই

জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। লীলাবতী এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্যনারায়ণদেবের পূজা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি পূজার আয়োজন করিয়া স্বজন এবং বন্ধুগণ মিলিত হইয়া প্রফুল্লিতান্তঃকরণে সত্যনারায়ণদেবের পূজা ও ব্রতকথা শ্রবণ করিলেন ও ভক্তিসহকারে প্রসাদগ্রহণকরিয়া সত্যনারায়ণদেবের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিলেন, হে দেব! আমার স্বামী ও জামাতা উভয়ে যেন শীঘ্র নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। হে প্রভো! যদ্যপি তাঁহারা কোন কারণে আপনার নিকট অপরাধী হইয়া থাকেন, আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমিও নিতান্ত অপরাধিনী, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি ভিন্ন আমার এই সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিদান করে এমন কাহারও সামর্থ্য নাই, হে দেব! আমি একান্ত শরণাপন্না, আমাকে মার্জ্জনা করুন। সত্যনারায়ণদেব বণিক্‌পত্নী লীলাবতীর ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাত্রিযোগেই রত্নসারাধিপতি চন্দ্রকেতু রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার কারাগারে জামাতার সহিত যে বণিক্ বন্দী আছে, রাত্রিপ্রভাতমাত্রেই তাহাদিগকে মোচন করিবে, এবং তাহাদিগের যে ধনসম্পত্তি রাজকোষে অর্পণ করিয়াছ, তাহা দ্বিগুণ করিয়া দিবে। পরন্তু তাহাদিগকে যথাযথ সম্মানপূর্ব্বক নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিবে। যদ্যপি আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে রাজ্য সহিত ধন ও পুত্রসমূহ সমূলে বিনাশ করিব। সত্যনারায়ণদেব রাজাকে স্বপ্নে এইরূপ জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃ-

কালে রাজা চন্দ্রকেতু সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া স্বপ্নকথা ব্যক্ত করিলেন এবং মন্ত্রণা করিয়া বণিক্‌দ্বয়কে মোচন করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। দূত তৎক্ষণাৎ বণিক্‌দ্বয়কে কারামুক্ত করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে কহিল, হে প্রভো! নিগড়বন্ধন মুক্ত করিয়া বণিক্‌দ্বয়কে রাজসমীপে আনয়ন করিয়াছি। রাজা চন্দ্রকেতু বণিক্‌দ্বয়কে দর্শন করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, হে সাধুবণিক্‌দ্বয়! দৈবযোগে স্বীয় কর্ম্মফলহেতু তোমরা উভয়ে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদিগের কোন ভয় নাই। সম্প্রতি ক্ষৌরকার্য্য ও স্নানাদি সমাপন করিয়া আমার নিকট আগমন কর। রাজা এই বলিয়া বণিক্‌দ্বয়কে দূতের সহিত প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে তাহারা স্নানাদি করিয়া পুনরায় রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বারম্বার শান্তনা করিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে দ্বিগুণ ধনদান করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন কর। তখন বণিক্‌দ্বয় রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার বিচারে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং আপনার অনুমতিক্রমে এক্ষণে আমরা উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিব, এই বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সদাগরদ্বয় পুনর্ব্বার অর্ণবযান সুসজ্জিত করিয়া এবং মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিয়া শুভক্ষণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সদাগর কিয়-দ্দূর গমন করিলে পর প্রভু সত্যনারায়ণদেব দণ্ডিরূপ ধারণ

করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! তুমি কোথায় গমন করিতেছ? সদাগর ধনমদে মত্ত হইয়া অবহেলা পূর্ব্বক পরিহাস করিয়া বলিলেন, হে দণ্ডিন্! তুমি কে? এবং কি নিমিত্ত তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি আমার নিকট ধনাকাঙ্ক্ষী? দণ্ডী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি ধনের প্রত্যাশা করিনা, তোমার নৌকায় কি আছে জানিতে বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। তখন সাধু দণ্ডিরূপী সত্যনারায়ণদেবকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, আমার নৌকায় ধনরত্নাদি কিছুই নাই, কেবল লতা ও পত্রাদিতে পরিপূর্ণ। দণ্ডী বণিকের এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমার বাক্যই সত্য হউক, নৌকাতে লতা পত্রাদি ভিন্ন আর যেন কিছুই থাকেনা, এই বলিয়া দণ্ডী তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর বণিক্ কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাগরতীরে নৌকা বন্ধনপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিলেন, পরে তরণীতে আরোহণ করিয়া অতি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেখিলেন তরণীসকল লতাপত্রাদিতে পরিপূর্ণ, ধনরত্নাদি কিছুই নাই। বণিক্ এবং তাঁহার জামাতা উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অতীব চিন্তিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বণিকের জামাতা বলিল, হে মহাশয়! দুঃখ পরিত্যাগ করুন, এই যে সমস্ত লতা পত্রাদি দেখিতেছেন, ইহা সমস্তই সেই দণ্ডীর অভিশাপে হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, দণ্ডিরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং সত্যনারায়ণদেব আমাদিগকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন।

আসুন আমরা সেই দণ্ডীর নিকট গমন করি, তাঁহার নিকট গমন করিলেই আমরা ঈপ্সিত ফল লাভ করিব। জামাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিক্ তাহার সহিত তীরে গমন করিলেন, এবং দণ্ডী যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, হে প্রভো! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি ভ্রমবশতঃ আপনাকে না জানিতে পারিয়া আপনার ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছি। হে দেব! আমি দুরাত্মা, আপনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি। আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি, আমাকে মার্জ্জনা করুন, আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। বণিক্ অতি বিহ্বল হইয়া সেই দণ্ডীর চরণ ধারণপূর্ব্বক বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দণ্ডী বণিক্‌কে অতি বিহ্বল ও দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, হে সদাগর! আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়াছ। তুমি ধনমদে মত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়াছ, সেই জন্যই এত ক্লেশ পাইতেছ। তখন সদাগর সেই দণ্ডীর কথা শ্রবণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! ব্রহ্মাদিদেবগণ আপনার শক্তিস্বরূপিণী মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনার রূপ ও গুণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে পারেন্ না, আমি অতিমূঢ়মতি, ভক্তিবিহীন মনুষ্য হইয়া আপনার অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য কি রূপে অবগত হইব। আমি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি, সেই জন্যই আমি এই রূপ

দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি, হে দেব! আমি আপনার একান্ত শরণাপন্ন, প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি যথাসাধ্য বিভবদ্বারা ভক্তিসহকারে আপনার পূজা করিব। জনার্দ্দন, বণিকের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বাঞ্ছিত বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে বণিক্ নৌকায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন নৌকাসকল রত্নাদিতে পরিপূর্ণ। তখন তিনি মনে করিলেন সত্যদেবের কৃপায় আমি বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎপরে বণিক্ স্বজনের সহিত যথাবিধি সত্যদেবের পূজা করিয়া অতিবেগে নৌকাসঞ্চালনপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিন পরে সদাগর জামাতার সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে উপস্থিত হইলেন এবং তরণীসকল ঘাটে রক্ষা করিয়া জামাতাকে বলিলেন, হে বৎস! সত্যদেবের কৃপায় আমরা নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হইলাম, ঐ আমার পুরী দর্শন কর, এক্ষণে এক জন দূতদ্বারা বাটীতে সংবাদ প্রেরণ করা উচিত। জামাতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ একজন দূত বাটীতে পাঠাইলেন। দূত নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধুসদাগরের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং সদাগরের ভার্য্যাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া বলিল, হে মাতঃ! সাধুসদাগর জামাতা ও বন্ধুবর্গের সহিত বহু ধন লইয়া এই নগরের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনারা অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাটীতে আনয়ন করুন। দূতমুখে এইবাক্য শ্রবণ করিয়া বণিক্‌ভার্য্যা মহাহর্ষযুক্তা হইলেন এবং সেইস্থানে সত্যদেবের পূজা করিয়া কন্যা কলাবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক

বলিলেন,হে বৎসে! শীঘ্র আইস, ঘাটে সদাগর জামাতার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দর্শনার্থে গমন করিব। সাধুকন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে একান্ত বিহ্বলা হইয়া মাতার সহিত পিতা ও ভর্ত্তাকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! কাল উপস্থিত হইলে বিধির বিড়ম্বনা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। যে সময়ে কন্যা কলাবতী মাতার সহিত গমন করিতেছিলেন,সেই সময়ে তিনি সত্যনারায়ণ দেবের প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা ও ভর্ত্তার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বলা হইয়া প্রসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই কারণে সত্যদেব তাঁহার প্রতি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বণিক্‌জামাতা, রত্নাদি পরিপূরিত তরণীর সহিত সেই অগাধ জলধিতলে নিমগ্ন হইলেন। সাধুভার্য্যা ও কন্যা ইত্যবসারে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, সাধুসদাগর ও তাঁহার বন্ধুগণ অন্য তরণীতে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন। সাধুপত্নী ও কলাবতী জামাতার ও ভর্ত্তার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হাহাকার শব্দ করিয়া রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। কন্যার বিবিধ বিলাপ শ্রবণ করিয়া সাধু ও তাঁহার ভার্য্যা শোকে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তখন সাধু বলিতে লাগিলেন, হে সত্যদেব! আপনার কৃপায় অনেক বিঘ্ন ও বাধা অতিক্রম করিয়া বহুকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কোথায় আজ ভার্য্যা, কন্যা ও স্বজনগণ মিলিত হইয়া আপনার পূজা এবং আনন্দোৎসব করিব, না বাটীতে উপস্থিত না হইতেই

তরণীসহ জামাতা জলে নিমগ্ন হইলেন। হে বিধাতঃ! ইহা অপেক্ষা রত্নসারনগরে আমাদিগের যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকা ভাল ছিল। হে সত্যদেব! আপনার কৃপায় আমি পুনরায় তরণীসকলের মধ্যে লতা পত্রাদির স্থানে বহুরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং আপনারই কৃপায় আজ স্বদেশে নিরাপদে আগমন করিয়াছি,এক্ষণে কোন্ পাপে আমার এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! এই বলিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সাধুপত্নী কন্যাকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে সত্যদেব! আমরা আপনার কোপনয়নে পতিত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ পাইয়াছিলাম এবং আপনারই কৃপায় সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলাম, তবে আজ কোন্ পাপে আমার এই সর্ব্বনাশ হইল। আজ কোথায় আমি পতি ও জামাতাকে বহুদিবসের পর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দোৎসব করিব, না একেবারে আমাদিগকে চিরদুঃখিনী করিলেন, এই বলিয়া নানাবিধ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কলাবতী স্বামীশোকে একান্ত বিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে নাথ! তুমি কি কারণে নৌকার সহিত অলক্ষিত হইলে? আমি স্ত্রীজাতি,জানিনা কোন্ দৈবকর্ত্তৃক তুমি অপহৃত হইলে। আমরা বারম্বার সত্যদেবের পূজা করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। আজ তোমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যেন মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ অপরাধে আমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলে! অনন্তর কলাবতী স্বামীশোকে নিতান্ত

দুঃখিতা হইয়া পতির পাদুকা বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পতির অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সমস্ত লোক কলাবতীর ঈদৃশ শোকবিহ্বলতা দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন সাধুসদাগর ভার্য্যার সহিত সত্যদেবকে বারম্বার নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সত্যদেব! আমাদিগকে অনেক বিপদ হইতে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে জামাতাকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করুন, আমরা যথাসাধ্য আপনার পূজা করিব। আমরা বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি,আমাদিগকে উদ্ধার করুন। আপনি ভিন্ন এবিপদ হইতে আমাদিগকে কে আর উদ্ধার করিবে? হে প্রভো! আপনি সর্ব্বান্তর্যামিন্, আমাদিগের মনের ভাব সকলি জানিতে পারিতেছেন। হে মধুসূদন! লোকে আপনাকে বিপদভঞ্জন মধুসূদন বলে, যে হেতু আপনি লোকের বিপদ নাশ করেন, অতএব হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। এইরূপ বারম্বার স্তব করিতে লাগিলেন। সত্যনারায়ণদেব বণিকের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আকাশপথ হইতে দৈববাণীক্রমে বলিলেন, তোমার কন্যা পতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বলা হইয়া আমার প্রসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগরতীরে পতি সন্দর্শনে গমন করিয়াছিল, সেই পাপে তোমার জামাতা তরণীসহ জলে নিমগ্ন হইয়াছেন। হে বণিক্! তোমার কন্যা শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ ভোজন করুক, তাহার পর পুনরায় সাগরতীরে আসিলে তোমার জামাতাকে দেখিতে পাইবে। গগনমণ্ডল হইতে সেই প্রাণপ্রিয়

বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিক্‌কন্যা তৎক্ষণাৎ গৃহে গমন করিয়া পরিত্যক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং পুনরায় সাগরতীরে স্বজনের সহিত আসিয়া নৌকায় পতিকে দর্শন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া সত্যনারায়ণদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং লোকে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর বণিক্, ভার্য্যা, কন্যা, জামাতা এবং বন্ধুগণের সহিত নিজ গৃহে গমনপূর্ব্বক সত্যনারায়ণদেবের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদান করিলেন। পরে স্বীয়গৃহে পরিবারসহ সুখে কালযাপন করিয়া দেহান্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। লোকে পৌর্ণমাসী বা সংক্রান্তি দিবসে সত্যনারায়ণদেবের পূজা করিলে ইহলোকে সুখসম্ভোগ করিয়া দেহান্তে সত্যদেবপুরী গমন করে।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গতরেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণব্রতকথায়াং বণিক্‌সাধুমোক্ষবর্ণনো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুখে এই অপূর্ব্ব আখ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! আপনার মুখনিঃসৃত এই অপূর্ব্ব সত্যনারায়ণদেবের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমরা যারপর নাই চরিতার্থ হইলাম। আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যামৃতপান করিয়া আমাদিগের শ্রবণেচ্ছা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, যদ্যপি আর কোন উপাখ্যান থাকে, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া বর্ণন করুন।

সূত বলিলেন, আমি অন্য আখ্যান বলিতেছি। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। বংশধ্বজনামক রাজা সত্যদেবের প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিতেছি, আপনারা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

একদা প্রজাপালনতৎপর, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বংশধ্বজ মৃগয়ার্থে বনে গমন করেন। তথায় বিবিধ মৃগ বিনাশ করিয়া শ্রমাপনোদন করিবার অভিলাষে প্রত্যাগমনকালীন এক বটবৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে রাজা দেখিলেন, কিয়দ্দূরে নগরবাসী গোপসকল মিলিত হইয়া সত্যদেবের পূজা করিতেছে। রাজা উহা দর্শন করিয়াও পূজা দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন না। এদিকে গোপগণ পূজার পর রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সত্যদেবের প্রসাদ লইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসাদ তথায় সংস্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার পূজার স্থানে প্রত্যাগমন করিল। সকলেই সেই ঈপ্সিতফলপ্রদ সত্যদেবের প্রসাদ ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। রাজা বংশধ্বজ দুর্ভাগ্য-বশতঃ গোপগণকে ঘৃণা করিয়া সত্যদেবের প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিবস হইতেই রাজা সত্যদেবের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজা বংশধ্বজের শতপুত্র বিনষ্ট হইল, এবং তিনি অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিবস রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন্ দোষে আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। আমি জ্ঞানপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকট কোন

দোষ করি নাই, তবে কি নিমিত্ত আমার এই বিপদ্ হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে মৃগয়ার্থে বনে গমন করিয়া গোপগণদত্ত সত্যদেবের প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধেই আমার এই সমস্ত বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি গোপগণসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সত্যদেবের পূজা করিব এবং তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিব। রাজা মনে মনে এই স্থির করিয়া এক দিবস গোপগণ নিকটে গমন করিলেন এবং স্বীয় মনের ভাব তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন। গোপগণ রাজার কথা শ্রবণ করিয়া পূজার উপচার গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে স্থানে সত্যদেবের পূজা করিয়াছিল তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সত্যদেবের পূজা তৎপরে প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। সত্যদেবের কৃপায় অতি অল্প কালের মধ্যে রাজা বহু পুত্রবান হইলেন এবং ধনধান্য লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন। সত্যদেবের প্রসাদে এজগতে রাজা বংশধ্বজ বিপুল সুখসম্ভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি এই পরম দুর্লভ সত্যনারায়ণদেবের কথা ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করে, সত্যনারায়ণদেবের প্রসাদে সে ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়, দরিদ্রের দুঃখ মোচন হয়, বন্ধন ও ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে এবং বাঞ্ছিতফল লাভ করিয়া পরে সত্য-পুরে গমন করে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! যে সত্যনারায়ণদেবের পূজা

করিলে মানবগণ ঈপ্সিতফললাভ করে সেই উপাখ্যান তোমা-দিগের নিকট বর্ণন করিলাম। সেই সত্যদেব নানারূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জীবের ঈপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবের দুঃখ বিমোচন হইবার আর কোন উপায় নাই, কেবল সত্যদেবের পূজা এবং ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেই নিশ্চয় লোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত এবং পবিত্র ও হরিপরায়ণ হইবে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! যে স্থানে সত্যনারায়ণদেবের কথা পাঠ হয় সেই স্থান পুণ্যভূমি হয় এবং যাহারা শ্রবণ করে তাহারা সত্যদেবের প্রসাদে সমস্ত পাপ হইতে নিস্তার লাভ করে।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গতরেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণব্রতকথায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণব্রতকথা সমাপ্তা।

অনন্তর পরিমাণে (ওজনে) সপাদ অর্থাৎ সওয়া পোয়া, সওয়াসের ইত্যাদি ঘৃত, ক্ষীর অথবা দুগ্ধ, গোধূমচূর্ণ কিম্বা শালিচূর্ণ, শর্করা অভাবে গুড়, এবং রম্ভাফল একত্র করিয়া সত্য-নারায়ণদেবকে নিবেদন করিবে। সমর্থ হইলে ইহার পর হোম করা বিধি। অবশেষে আরতি করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসত্যনারায়ণপূজাতৎকথা-শ্রবণাদিকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চ্চিতং শ্রীসত্যনারায়ণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। পরে অচ্ছিদ্রাব-ধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ। যথা—

ওমস্তকৃতৈতৎশ্রীসত্যনারায়ণপূজাতৎকথাশ্রবণাদিকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

বৈগুণ্যসমাধান। যথা—

ওমস্তকৃতেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজাতৎকথাশ্রবণাদিকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ।

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণব্রতং সমাপ্তং।

অথ শিবরাত্রিব্রতং।

গৌণফাল্গুনমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীতিথিতে রাত্রিকালে শিবরাত্রিব্রত করা বিধি।

পূর্ব্বদিনে সংযম (হবিষ্যান্নাদিভক্ষণ) করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর স্নান করিয়া উত্তরমুখে বিহিতাসনে উপবেশন করিবে। পরে দুই বার আচমন, সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি * ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন † করিবে। স্বস্তিবাচনে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শিবরাত্রিব্রতকর্ম্মণি" ইত্যাদি উল্লেখ করিবে। পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত ‡ পাঠ করিবে।

তৎপরে তাম্রাদিপাত্রে (কোশাতে) কুশ (ত্রিপত্র) পুষ্প, ফল, তিল, জল লইয়া এই সকল মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

---

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

† সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

‡ সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

ওঁ তৎসৎ—

ওঁ সূর্য্যঃসোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনোদিক্‌পতির্ভূমি রাকাশং খচরা নরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসন মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং॥

পরে সংকল্পবাক্য পাঠ করিবে। যথা—

* ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য ফাল্গুনেমাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতকর্ম্মাহং করিষ্যে। এই সকল পাঠ করিয়া তাম্রপাত্রের জল অন্যপাত্রে প্রক্ষেপপূর্ব্বক স্বস্ববেদীয়সংকল্পসূক্ত † পাঠ করিবে।

প্রাতঃকালে ত্রয়োদশীতিথি থাকিলে "ত্রয়োদশ্যাং তিথাবারভ্য" বলিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ শিবরাত্রিব্রতঞ্চৈতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলং।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাজ্জগৎপতে॥

প্রাতঃকালে এই রূপ সংকল্প করিয়া সংযতভাবে ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিবে।

পরে রাত্রিতে পার্থিবশিবলিঙ্গপূজার বিধি অনুসারে চারি প্রহরে চারিবার শিবের পূজা করিবে কিন্তু বিশেষ এই পার্থিব শিবলিঙ্গপূজায় প্রদর্শিত প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া

---

* স্ত্রী ও শূদ্র "প্রণব" স্থানে "নমঃ" বলিবে। স্ত্রীলোক "অমুকদেবশর্ম্মা" স্থানে "অমুকীদেবী, অথবা অমুকীদাসী" বলিবে। শূদ্র "অমুকদাসঃ" বলিবে।

† জন্মাষ্টমী পূজায় দ্রষ্টব্য।

প্রথমে দুগ্ধাদি ও জলদ্বারা স্নান করাইবে পরে অর্ঘ্য দিয়া দশোপচারদ্বারা পূজা করিবে *। তৎপরে অন্যান্য কার্য্য বিধিমত করিবে।

প্রথমপ্রহরে।

স্নানমন্ত্রঃ।

দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইবে।

মন্ত্রঃ—হৌং ঈশানায় নমঃ।

পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবে। পরে অর্ঘ্য দিবে। যথা—

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥

দ্বিতীয়প্রহরে।

স্নানমন্ত্রঃ।

দধিদ্বারা স্নান করাইবে।

মন্ত্রঃ—হৌং অঘোরায় নমঃ।

পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর অর্ঘ্য দিবে। যথা—

* পাষাণাদিগঠিত প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পূজা করিলে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিবে না।

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥

তৃতীয়প্রহরে।

স্নানমন্ত্রঃ।

ঘৃতদ্বারা স্নান করাইবে।

মন্ত্রঃ—হৌং বামদেবায় নমঃ।

পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবে। পরে অর্ঘ্য দিবে। যথা—

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য মুমাকান্ত প্রসীদ মে॥

চতুর্থপ্রহরে।

স্নানমন্ত্রঃ।

মধুদ্বারা স্নান করাইবে।

মন্ত্রঃ—হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ।

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর অর্ঘ্য দিবে। যথা—

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

ময়াকৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য মুমাকান্ত গৃহাণ মে॥

এইরূপে রাত্রিতে পূজাকার্য্য সমাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদিপ্রাতঃকৃত্য ও একটি শিবপূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে।

অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হরে॥
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতং॥
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভূতিং প্রতিপদ্যতাং।
তদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽহস্মি ন সংশয়ঃ॥

পরে পূজিতশিবলিঙ্গ বিসর্জ্জন করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে।

অথ শিবরাত্রিব্রতকথা।

পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে।
দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণসেবিতে॥
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিঃ রিতস্ততঃ।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে॥
স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে।
পারিজাতপ্রসূনোত্থগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে॥
আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে।
ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে॥
ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূতবেদধ্বনিনিনাদিতে।
উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ॥
সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করং॥

দেব্যুবাচ।

কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী।
তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবং।
ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া॥
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ।
ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারীসমাহিতঃ॥
নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃৎ ভুঞ্জীত নান্যথা।
মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে॥
রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবদ্ বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥
ততোনিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাং।
নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে॥
বিল্বপত্রৈ র্বিনির্ম্মায়াথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।
একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতি র্বিল্বপত্রৈ র্যথা মম॥
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কে॥

তৃতীয়েন তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা
পঞ্চাক্ষরবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি॥
পূজয়েন্মাং সদা ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভির্নরাঃ।
অপরেহ্ন্যু স্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান॥
ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ।
এবমেতৎ ব্রতং দেবী মম প্রীতিকরং শুভং॥
যজ্ঞদানং তপাংস্যাস্ত কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
এতদ্ব্রতপ্রভাবেন গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥
সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারতঃ।
তিথে রস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু॥
অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা।
ব্যাধস্তত্র বসেদ্ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ॥
খর্ব্বকৃষ্ণবপুঃক্রূরঃপিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ।
বাগুরাপাশশৈল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরং॥
স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্।
মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ॥
সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুংশ্রান্তো বনান্তরে।
বিশ্রামহেতোঃ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ॥
অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা।
তত উত্থায় সোপশ্যৎ ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতং॥
হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে।
লতা পাশৈর্বহুবিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ॥

তমেব বৃক্ষকোত্তস্থো মূলে শ্বাপদভীষিতে।
শিতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥
জজাগার তদারাত্রৌ প্লুতো নিহারবারিণা।
দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং॥
শিবরাত্রিতিথিঃ সাচ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ।
অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি॥
যজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ।
তস্য তেনৈবভাবেন মম তোষো মহানভূৎ॥
তিথিমাহাত্ম্যতো দেবী বিল্বপত্রস্য চেশ্বরী।
ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ॥
তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাত্তত্র মেহর্চ্চা মহাফলা।
ততঃপ্রভাতে বিমলে গতোহসৌ নিজমন্দিরং॥
কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যাগাৎ।
বদ্ধ্বা কামস্ত তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ॥
পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ।
অথোভয়ো র্ব্যাধহেতোঃ কলহশ্চ মহানভূৎ॥
অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ।
যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুত্তমং॥
দৃষ্ট্বা তু নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাং।
ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ॥
তৎশ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ।
ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়াসাস তং যমং॥

এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্।
পাপমেবাকরোদ্ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ ॥
শিবরাত্রিপ্রভাবেন নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধৌ।
ততোহসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ ॥
দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবিতঃ।
এবমস্য প্রভাবেন ব্রতস্য বরবর্ণিনী ॥
অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে।
ত্বৎশ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা ॥
প্রশশংস ততো দেবী শিবরাত্রিব্রতং মুদা।
বান্ধবেভ্যঃ প্রকথয়ৎ ব্রতমেতৎ সুগোপিতং ॥
তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতং ॥
ভূতেশ্বরাদিহপরোঽস্তি ন পূজনীয়ঃ
নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে নচ তীর্থমস্তি
নান্যদ্ব্রতং শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তশিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা।

পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অনন্তর পারণমন্ত্র পাঠ করিয়া পারণ করিবে।

পারণমন্ত্রঃ।

ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥

অবশেষে দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোমত্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশিব-প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎশিবরাত্রিব্রতব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং বা তাম্রখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ। যথা—

ওমদ্যকৃতৈতৎ শিবরাত্রিব্রতকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত।

বৈগুণ্যসমাধান। যথা—

ওমদ্যকৃতেঽস্মিন শিবরাত্রিব্রতকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ।

ইতি শিবরাত্রিব্রতং সমাপ্তং।

অথ শুভবাচনী (সুবচনী) ব্রতং।

এ প্রদেশে বিবাহাদি শুভকার্য্যের পর সুবচনীব্রত করা ব্যবহার আছে।

প্রথমে বিহিতাসনে উপবেশন করিয়া দুইবার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দ্বারদেবতাপূজা, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি ও প্রাণায়াম * করিবে।

পরে গণেশাদিপঞ্চদেবতার পূজা করিয়া কুশিতে আতপতণ্ডুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

স্বস্তিবাচনে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবাচনীব্রতকর্ম্মণি" ইত্যাদি উল্লেখ করিবে। স্বস্তিবাচন করিয়া স্বস্ববেদীয় স্বস্তিসূক্ত † পাঠ পূর্ব্বক তাম্রাদিপাত্রে (কোশাতে) ত্রিপত্র, তিল, হরিতকী, তুলসী ও জল লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ তৎসৎ—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতি র্ভূমিরাকাশং খচরা মরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসন মাস্থায় কল্পধ্ব মিহসন্নিধিং॥

পরে সংকল্পবাক্য পাঠ করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ বা দাস্যাঃ মনোঽভীষ্টসিদ্ধিকামঃ গণেশাদি নানাদেবতা পূজা পূর্ব্বকশুভবাচনীব্রতকর্ম্মাহং করিষ্যামি। এই সকল পাঠকরিয়া কোশার জল অন্য পাত্রে ফেলিবে।

অনন্তর বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া সংকল্পসূক্ত পাঠ ‡ করিবে। পরে ঘট স্থাপন § করিয়া তাহাতে গণেশাদিপঞ্চদেবতা, সূর্য্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল, সর্ব্বদেব, সর্ব্বদেবী, গুরুও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে।

পরে "হ্রীং" বীজদ্বারা অঙ্গন্যাস, করন্যাস, প্রাণায়াম করিয়া উক্ত ঘটে শুভবাচনীদুর্গার আবাহন করিবে। যথা—

---

† সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।
‡ জন্মাষ্টমী পূজায় দ্রষ্টব্য।
§ পরে দ্রষ্টব্য।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ শুভবাচনীদুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

তৎপরে কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ রক্তা পদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না চন্দ্রার্দ্ধকারাঙ্কিতা
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা যাভীতিহস্তা শিবা
ধ্যেয়া সা শুভবাচনী ত্রিজগতাং সর্ব্বাপদোদ্ধারিণী॥

এইরূপ ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত পুষ্প মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক প্রার্থনামুদ্রাদ্বারা মানসোপচারে * পূজা করিবে।

পরে বিশেষার্ঘ্য † স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান পাঠপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে শুভবাচনীদুর্গার পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শুভবাচনীদুর্গায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি উল্লেখ করিবে।

এইরূপে পূজা সমাপন করিয়া "হ্রীং" বীজদ্বারা অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ হ্রীং শুভবাচনীদুর্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। জপান্তে পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া জপ সমর্পণ ‡ করিবে। পরে স্তোত্রাদিপাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

---

* সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।
† সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।
‡ সাধারণবিধিতে দ্রষ্টব্য।

প্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

অনন্তর শুভবাচনীদুর্গার ব্রতকথা শ্রবণ করিবে।

অথ সুবচনীব্রতকথা।

বন্দমাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে,
শুন আপনার ব্রতবাণী॥

প্রণমিয়া দেবগুরু বিপ্রের চরণে।
সুবচনী মাতা বন্দ আনন্দিত মনে॥
প্রজা লয়ে রাজ্য করেন কলিঙ্গ ঈশ্বর।
সেই দেশে অনাথা ব্রাহ্মণী করে ঘর॥
সবে মাত্র এক পুত্র পড়ে পাঠশালে।
ভিক্ষামেগে যজ্ঞসূত্র দিল যথাকালে॥
পাঠশালে পড়ে সবে নানা দ্রব্য খায়।
দ্বিজপুত্র দুঃখী সবাকার পানে চায়॥
মনে করে আজি ত্বরা করে ঘরে যাব।
পরিপূর্ণ করে মৎস্য মাংস অন্ন খাব॥
ঘরে গিয়া পুত্র জননীর কাছে বলে।
উত্তম সুখাদ্য খায় বালকসকলে॥

ব্রাহ্মণীর পুত্র তখন্ কন হেসে হেসে।
পরম আনন্দে জননীর কোলে বসে॥
মাগো, অন্যের বালক সব নানাদ্রব্য খায়।
মৎস্য আদি পক্ষিমাংস খেতে সাধ যায়॥
ব্রাহ্মণী বলেন বাছা আমি কোথা পাব।
তনয় বলেন আমি কালি এনে দিব॥
উঠিয়া প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়।
নগরে ভ্রমণ করে ত্যজিয়া আলয়॥
হংসশালে নৃপতির আছে যত হাঁস।
দিবারাত্রি রক্ষক আছয়ে বারোমাস॥
হংস সব চরে সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে।
পাছু ছিল খোঁড়া হাঁস দ্বিজ পুত্র ধরে॥
আছাড়িয়া মেরে জননীর কাছে দিল।
রন্ধন করিয়া মাংস গোপনে খাইল॥
প্রাতঃকালে দেখে সবে খোঁড়া হাঁস নাই।
রাজার শাসনে দূত চলে ধাওয়া ধাই॥
রাজা বলে আজি খোঁড়া হাঁস খুজে আন।
খোঁড়া হাঁস না পাইলে বধিব পরাণ॥
ভয়ে ব্যগ্র হয়ে খুঁজে যত হংস চর।
ঘাট বাট মহারণ্য সবাকার ঘর॥
হংসের সন্ধান কোন মতে নাহি পায়।
ব্রাহ্মণীর বাটীর নিকট দিয়া যায়॥

সেই হংস পাখা দেখে বিপ্র ভস্ম কুণ্ডে।
দ্বিজ পুত্রে ধরে সবে বজ্র পাড়ে মুণ্ডে॥
ব্রাহ্মণীরে যথোচিত তিরস্কার করে।
তার পুত্র ধরে দিল রাজার গোচরে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিঙ্গের অধিকারী।
ক্রোধে পরিপূর্ণ কহে আর্ত্তনাদ করি॥
রাজা বলে ওরে বেটা এত অহঙ্কার।
হংস মেরে খাইয়াছ পাবে ফল তার॥
আজ্ঞা দিল রাজা দ্বিজে রাখ বন্দিশালে।
বক্ষেতে পাথর দাও ভূমিতলে ফেলে॥
বন্দিশালে রাখে দূত নৃপ আজ্ঞা পেয়ে।
ব্রাহ্মণীরে সবে সমাচার দিল গিয়ে॥
শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাই বান্ধে।
তারিণী ব্রাহ্মণী বলে দ্বিজমাতা কান্দে॥ ০॥

ভয়ে দ্বিজমাতা কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে,
অচেতনে পড়ে ভূমিতলে।
করে হাহাকার রব, শুনি ধেয়ে এল সব,
আহা উঠহ বলি তোলে॥
ব্রাহ্মণের নহে ধর্ম্ম, করেছে কুৎসিৎ কর্ম্ম,
হোক ব্রাহ্মণের ছেলে বটে।
শাম্যহোক্ নৃপ ক্রোধ, সবে গিয়া উপরোধ,
রাজারে করিব করপুটে॥

কেহ কহে উপদেশ, কহি শুন সবিশেষ,
কান্দিলে না হবে কিছু আর।
কাহতে কিছু না হয়, শাস্ত্রেতে এমন কয়,
ভাল মন্দ কর্ম্ম দেবতার॥

আর কেহ নাহি যায়, সুবচনী মাতা তায়,
এক ভাবে পদ ভাব তাঁর।
ভেবে হারা মরা পায়, এবা কোন বড় দায়,
তব পুত্রে করিবেন উদ্ধার॥

সেই গ্রামে এক ঘরে, সুবচনী পূজা করে,
তথা যায় এও নারীগণ।
শুনিয়া পূজার কথা, ব্রাহ্মণী গেলেন তথা,
এক ভাবে করয়ে মানন॥

আমার পুত্র রাজদ্বারে, উদ্ধারিয়া এলে ঘরে,
সুবচনী মায়েরে পূজিব।
সবে বলে সিদ্ধিহোক্, মায়ের মহিমা রৌক,
মিথ্যা হলে পরাণ ত্যজিব॥

ব্রাহ্মণী কাতর দেখি, সকলে সজল আঁখি,
করপুটে করিছে মানন।
উর মাতা নিজ গুণে, মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণে,
নিজপূজা করহ গ্রহণ॥

দেবী শুনিলেন কাণে, রাজা শুয়ে যেই স্থানে,
মহানিশি কাছে ছয় রাণী।

উদ্ধারিতে দ্বিজবরে, দেবী গিয়া সেই ঘরে,
রাজারে কহিছে স্বপ্নবাণী ॥
শুন রাজা তোরে কই, কার মন্দকারী নই,
এলাম হিত কথা কহিবারে।
যে মেরেছে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রত দাস,
বন্দিশালে রেখেছ তাহারে ॥
হলে তার অপমানে, ব্যথা বড় পাই মনে,
দেখ তোর সর্ব্বনাশ হয়।
হবে রক্ত অগ্নি বৃষ্টি, নষ্ট হবে সব সৃষ্টি,
পুরী সব হবে ভস্মময় ॥
যদি বল খোঁড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ করেছে নাশ,
সে কেবল লোকের লাগান।
কালি প্রাতঃকাল হলে, তুমি গিয়া হংসশালে,
খোঁড়াকে দেখিবে বিদ্যমান ॥
দ্বিজপুত্রে করে মুক্ত, তবে তার উপযুক্ত,
রাজ্য দিয়া কর তার মান।
মোর কথা সত্য জ্ঞানে, মিথ্যা না ভাবিহ মনে,
শকুন্তলা কন্যাদিবে দান ॥
তবে রাজ্য রক্ষা হবে, দেশে দেশে কীর্ত্তি রবে,
এত বলি দেবী অন্তর্দ্ধান।
এ সব দেবীর রঙ্গ, নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ,
ভয় পেয়ে রাণীকে জাগান ॥

উঠ উঠ উঠ রাণী, শুন স্বপনের বাণী,
স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল।
নিদ্রাবশে যে দেখিনু, বুঝি সব হারাইনু,
রাজ্যধন পুত্রাদি সকল॥

কারাগারে দ্বিজ সুতে, ক্লেশ দিনু বিধি মতে,
সে দেবীর বর পুত্র হয়।
সেই অধর্ম্মের ফলে, রাজ্য পুত্রাদি সকলে,
বুঝি সুবচনী করে ক্ষয়॥

শুনি স্বপনের কথা, রাণী মনে পায় ব্যথা,
অতিশয় চঞ্চলা হইল।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণেক রাজার পার্শ্বে,
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল॥

বলিতে বলিতে নিশা, পোহাইল হইল উষা,
উঠি রাজা হংসশালে যান।
নৃপতির কাছে কাছে, মৃত খোঁড়া হাঁস নাচে,
দেবীবরে পেয়ে প্রাণদান॥

দেখে রাজার হৈল বোধ, নৃপতির গেল ক্রোধ,
বৈসে এসে বাহিরদালানে।
উদ্বেগ উঠিছে মনে, পাত্র মিত্র বন্ধুগণে,
ত্বরা করে ডাকাইয়া আনে॥

বন্দিশালে আছে বিপ্র, মুক্ত করে আন ক্ষিপ্র,
তাহারে সঁপিব মম রাজ্য।

তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কন্যা দিব,
আজি সমাপিব শুভকার্য্য ॥
নৃপ আজ্ঞা পাবামাত্র, নৃপতির পাত্র মিত্র,
বিপ্রপুত্রে মুক্ত করে আনে।
দিব্য বস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দিয়া,
আপনারে ধন্য বলি মানে ॥
নৃপ, দ্বিজের নিকটে, দাণ্ডাইয়া করপুটে,
স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে।
হয়ে মোরে অবতংশ, রক্ষা কর মোর বংশ,
সবান্ধব শরণাগতেরে ॥
চিনিতে নারিলাম তোমা, অপরাধ কর ক্ষমা,
যত দুঃখ তোমারে দিলাম।
দিয়া কন্যা রাজ্য দান, রাখিব তোমার মান,
আজি হৈতে আশ্রয় নিলাম ॥
পরে রত্ন সিংহাসনে, বসাইয়া ব্রাহ্মণে,
নিজ হস্তে চরণ ধুয়ায়।
দূত গিয়া ত্বরা করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে,
সেইক্ষণে সভায় আনায় ॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্দিত,
শুভলগ্ন করিলেন স্থির।
তবে কলিঙ্গ ঈশ্বর, নিজ রাজ্যে করে ঘর,
শোভা করে সভার মন্দির ॥

দেখে দিন শুভক্ষণে, স্ত্রীগণে ডাকিয়া আনে,
তৈল হরিদ্রা দিতে গায়।
বসন ভূষণ পরি, নানাবর্ণে বেশ করি,
সিমন্তিনি সারিসারি যায়॥

শুনি বিবাহের রব, বাদ্যকর যতসব,
রাজার রাজ্যেতে বাস ছিল।
যন্ত্র সুমিলন করি, সবে বেশ ভূষা ধরি,
রাজপুরিতে প্রবেশিল॥

এককালে বাদ্য ধ্বনি, সবে চমকিত শুনি,
ক্ষিতিতে বৈসছে লোক যত।
বাজিতেছে জগ ঝম্প, শব্দে হয় ভূমিকম্প,
শুনি রাণী হৈল আনন্দিত॥

এয়ো সব হৈল জড়, অন্তরে আহ্লাদ বড়,
যত নারী হরিদ্রা মাথায়।
শঙ্খরব হুলাহুলি, সব সীমন্তিনী মিলি,
সরোবরে স্নান জন্য যায়॥

ঘটেতে পুরিয়া বারি, লইল মস্তকে করি,
রাজরাণী অঞ্চল লুটায়ে।
প্রবেশি নিজ মন্দিরে, ঘটেতে প্রণাম করে,
রত্নদীপ বাসরে জ্বালিয়ে॥

জিজ্ঞাসয়ে রাজরাণী, শুন সব সীমন্তিনী,
হাইআমলা বাটিবেক কে।

স্বামী ধরিবেক ছাতা, না জীবেক কোন ব্যথা,
পতির প্রেয়সী হবে যে ॥
কাছে ছিল বিপ্র সুতা, বড় রূপগুণযুতা,
পতির প্রেয়সী সেই ধনী।
তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে বহু সহচরী,
ছাইআমলা বাটাইল রাণী ॥
ব্রাহ্মণীর পুত্র লয়ে, মঙ্গলাচরণ করে,
করাইল স্নান অধিবাস।
সন্ধ্যায় লইয়া বরে, সবে স্ত্রী আচার করে,
নানামতে করে পরিহাস ॥
ছাওলায় দোঁহে লয়ে, পুরোহিত ডাকাইয়ে,
শুভকর্ম্ম করে আরম্ভণ।
দুহাত একত্র লয়ে, বান্ধে পুষ্পমাল্য দিয়ে,
রাজরাণী আনন্দে মগন ॥
পরে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে,
বাসরঘরে করে জাগরণ।
সব সখীগণ সঙ্গে, নানামত খেলারঙ্গে,
প্রাতঃকালে উঠে দুই জন ॥
ব্রাহ্মণীর পুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নয়,
বিদায় করহ ত্বরা করি।
মজল আসনোপরে, বসাইল কন্যাবরে,
রূপ হেরে যত নরনারী ॥

রাজ কন্যা বৈসে বামে, রতি যেন শোভা কামে,
নারায়ণে শোভে সিন্ধু সুতা।
শচী যেন আখণ্ডলে, হৈমবতী হরকোলে,
বশিষ্ঠেতে অরুন্ধতী যুতা॥
ধান্যদূর্ব্বা দিয়ে শিরে, সবে আশীর্ব্বাদ করে,
হাতে হাতে কন্যা সঁপে রাণী।
ধরি জামাতার হাতে, শকুন্তলার হস্ত তাতে,
দিয়া কহে মধুস্বর বাণী॥
মনে না করিবে রোষ, ক্ষমা কর সব দোষ,
শকুন্তলা লয়ে কর ঘর।
কন্যার বিদায় কালে, রাণী ভাসে অশ্রু জলে
আজি হইতে বাছা হলে পর॥
করে হাহাকার ধ্বনি, সকাতরে কান্দে রাণী,
ধূলায় ধূসর হয়ে গায়।
শুনিয়া ক্রন্দন বাণী, সকাতরে নৃপমণি,
সভামধ্যে কান্দে উভরায়॥
নানাবাদ্য শব্দ উঠে, আগে পিছে লোক ছুটে,
পদে পদে নাহি পায় পথ।
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র আইল,
ধনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ॥
ধেয়ে গিয়া কহে লোক, ঠাকুরাণী ত্যজ শোক,
দেখ সে তোমার মন ভাল।

বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিয়া ঘরে,
রাজার তনয়া লয়ে এল ॥
শুনে এই শুভবাণী, আনন্দিত ঠাকুরাণী,
মনে করে এমন কি হব।
সুবচনী মাতা বুঝি, হাতে তুলে দিল নিধি,
হারাধন ঘরে বসে পাব ॥
অঙ্গের অম্বর তার, সম্বরা হইল ভার,
অমনি ধাইল এলোকেশে।
এতেক বলিয়া উঠে, বাদ্য শুনে সন্নিকটে,
আনন্দ সাগরে যেন ভাসে ॥
পুত্র আসিয়া নিকটে, দাণ্ডাইয়া করপুটে,
জননীরে করিল প্রণাম।
ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর কোলে বসো,
এবে দেবী পুরাল মনস্কাম ॥
তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে,
আঙ্গিনায় পূজে সুবচনী।
চারি কোণা করি ঘর, কাটিল আঙ্গিনা পর,
আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী ॥
চিত্র বিচিত্র করি, খোঁড়া হাঁস সারি সারি,
লিখি তীর আরোপিলা তাতে।
আম্রশাখা পূর্ণবারি, ছন্দেতে এহেন পুরী,
দিব্য শোভা পদ্মেরি পত্রেতে ॥

সুবচনী পূজা সব, সাঙ্গকরে শঙ্খ রব,
শুনে সব দণ্ডবৎ হয়ে ।
এয়োরে করয়ে দান, লাড়ু রম্ভা গুয়া পান,
তৈল সিন্দুর সব দিয়ে ॥
সীমন্তিনী সারি সারি, দাণ্ডাইল শোভা করি,
ব্রাহ্মণী চরণে দিল জল ।
অঞ্চল লোটায়ে তাতে, দিল পুত্র বধূমাথে,
মনোবাঞ্ছা হইল সফল ॥
প্রসাদীয় দ্রব্য যাহা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা,
ব্রাহ্মণী আপনি বেটে দিল ।
একান্ত মনে সকলে, বিস্তার করি অঞ্চলে,
ভক্তি ভাবে সকলে লইল ॥
দক্ষিণান্ত সমর্পিয়া, ঘটে বিসর্জ্জন দিয়া,
পুরোহিত করিল গমন ।
তবে পুত্রবধূ লয়ে, পূর্ণঘট কক্ষে দিয়ে,
গৃহ মধ্যে প্রবেশে তখন ॥
সুবচনী ব্রতকথা, হয়ে মনে একাগ্রতা,
যেবা শুনে বন্ধুগণ লয়ে ।
মনস্কাম পূর্ণ হয়, নাহিক ইথে সংশয়,
সুখে থাকে দারাসুত লয়ে ॥

ইতি সুবচনীব্রতকথা সমাপ্তা ।

অনন্তর আরতি করিয়া ভোগ দিবে ।

পরে দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকীদেব্যাঃ বা দাস্যাঃ মনোঽভীষ্টসিদ্ধিকামনয়া কৃতৈতৎগণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীশুভবাচনীব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চ্চিতং শ্রীশুভবাচনীদুর্গাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সংপ্রদদানি।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ। যথা—

ওমদ্যকৃতৈতৎ শ্রীশুভবাচনীব্রতকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

বৈগুণ্যসমাধান। যথা—

ওমদ্যেত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ শ্রীশুভবাচনীব্রতকর্ম্মণি যৎকিঞ্চি-দ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ।

ইতি শ্রীশুভবাচনীব্রতং সমাপ্তং।

অথ মিতু (ইঁতু) পূজা।

সূর্য্যের নাম মিত্র, মিত্রপূজা হইতে ক্রমশঃ মিতু বা ইঁতুপূজা হইয়াছে। বিষ্ণুপদীসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবারে শস্যবৃদ্ধিকামনায় সূর্য্যের পূজা করিতে হয়। পৌষমাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা সমাপন করিবে।

প্রথমতঃ পরিবারবর্গের মধ্যে যতগুলি স্ত্রীলোক থাকিবে প্রত্যেকের জন্য এক একটী অর্থাৎ ততগুলি ছোট ছোট ইঁতুঘট মৃত্তিকার সরার উপর স্থাপন করিবে। ঘট বসাইবার পূর্ব্বে সরার উপর মৃত্তিকা দিয়া পঞ্চশস্য ছড়াইবে এবং তাহাতে ধান্য মান ও হরিদ্রা বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক ছোট খুরির উপর ঘট বসাইবে। ঘটগুলি গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে হরতকী বা সুপারি দিবে। তাহার পর সাধারণ বিধ্যনুসারে সামান্যার্ঘ্যাদি করিয়া সূর্য্যের ধ্যানমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দশোপচারদ্বারা বা পঞ্চোপচারদ্বারা পূজা * করিবে। তাহার পর ইঁতুর কথা শ্রবণ করিবে।

বীজমন্ত্রাণামর্থাঃ।

অনেকেই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বীজমন্ত্রের অর্থ না জানিয়া উপদেশানুক্রমে তাহাই জপ করিয়া থাকেন কিন্তু যে কোন কার্য্য বা জপ করিতে হইলে বীজমন্ত্রের অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক এবং অর্থ না জানিয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল লাভ হয় না। অতএব কতিপয় বীজমন্ত্রের অর্থ এইস্থানে প্রদর্শিত হইল।

"ওঁ" বীজে অ উ ম্ এই তিন বর্ণ আছে। অ বর্ণে সত্ত্বগুণ, ব্রহ্মা, স্বর্গ, ঋগ্বেদ ও উদাত্তস্বর বুঝায়। উ বর্ণে রজোগুণ, বিষ্ণু, মর্ত্ত্যলোক, যজুর্ব্বেদ ও অনুদাত্ত স্বরবুঝায়। ম বর্ণে তমোগুণ, পাতাল, সামবেদ; স্বরিত স্বরবুঝায়। অতএব ওঁ শব্দে যিনি ত্রিগুণান্বিত হইয়া যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরস্বরূপ ত্রিমূর্ত্তি

* সূর্য্যের ধ্যান, ও পূজাবিধি ২৬৬ পাতায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধারণ করেন এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যাঁহার বিরাট দেহ ও বেদত্রয় যাঁহাকে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধস্বরে কীর্ত্তন করেন। ইদৃশ অপ্রাকৃতপৌরুষান্বিত সেই ভগবান আমাদের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সন্তাপ বিনাশ করুন।

"হ্রীং" বীজে হ্ র্ ঈ ং এই চারিটি বর্ণ আছে। হ বর্ণে শিব, র বর্ণে প্রকৃতি, ঈ বর্ণে মহামায়া, ং বর্ণে দুঃখ বিনাশ অতএব হ্রীং বীজের অর্থ শিবের ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মহামায়া প্রকৃতি দেবী আমাদের দুঃখ বিনাশ করুন ইহাই জানিবে।

"ক্রীঁ" বীজে ক্ র্ ঈ ং এই চারিটি বর্ণ আছে। ক বর্ণে কালী, র বর্ণে ব্রহ্মা, ঈ বর্ণে মহামায়া, ং বর্ণ দুঃখ বিনাশ অতএব ক্রীঁ বীজের অর্থ ব্রহ্মময়ী মহামায়াস্বরূপিণী কালী মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিদের দুঃখ বিনাশ করুন ইহাই জানিবে।

"ঐং" বীজে, ঐ, ং এই দুইটি বর্ণ আছে। ঐ বর্ণে সরস্বতী দেবী, ং বর্ণে দুঃখ বিনাশ অতএব ঐং বীজের অর্থ সরস্বতী দেবী আমাদের দুঃখ বিনাশ করুন ইহাই জানিতে হইবে।

"দুং" বীজে দ্, উ, ং এই তিনটি বর্ণ আছে। দ্ বর্ণে দুর্গা, উ বর্ণে রক্ষা করা. ং বর্ণে দুঃখ বিনাশ অতএব দুং বীজের অর্থ দুর্গা দেবী আমাদের দুঃখ বিনাশ করিয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন ইহাই জানিতে হইবে।

"হৌং" বীজে হ্, ঔ, ং এই তিনটি বর্ণ আছে। হ বর্ণে মহাদেব, ঔ বর্ণে সদাশিব, ং বর্ণে দুঃখ বিনাশ অতএব হৌং বীজের অর্থ কল্যাণদাতা মহেশ্বর আমাদের দুঃখ বিনাশ করুন ইহাই জানিতে হইবে।

"ক্লীঁ" বীজে ক্, ল্, ঈ ং এই চারিটি বর্ণ আছে। ক বর্ণে কৃষ্ণ, ল বর্ণে ইন্দ্র, ঈ বর্ণে সন্তোষ, ং বর্ণে দুঃখ বিনাশ অতএব ক্লীঁ বীজের অর্থ পরমেশ্বর কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের দুঃখ বিনাশ করুন ইহাই জানিতে হইবে।

"শ্রীঁ" বীজে শ, র, ঈ, ং এই চারিটি বর্ণ আছে। শ বর্ণে লক্ষ্মী, র বর্ণে ধনদাত্রী, ঈ বর্ণে তুষ্টি, ং বর্ণে দুঃখ বিনাশ অতএব শ্রীঁ বীজের অর্থ ধনদায়িনী লক্ষ্মী সন্তুষ্টা হইয়া আমাদের দুঃখ বিনাশ করুন ইহাই জানিতে হইবে।

সংকল্পঃ।

উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া দক্ষিণজানু ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলিমধ্যে কোশা রাখিয়া তাহাতে তিল, তুলসী, কুশ ত্রিপত্র ও হরীতকী দিয়া * নিম্নোক্ত বাক্য পাঠ করিবে।

ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসদদ্য † অমুকে মাসি (তান্ত্রিক কার্য্য করিলে অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে বলিবে) অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্র—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদাসঃ, স্ত্রীলোক—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী) শ্রীঅমুদেবতাপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক শ্রীঅমুকদেবতাপ্রীতিকামা) শ্রীঅমুকদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।

তৎপরে কোশার জল ঈশান-কোণে অন্য পাত্রে ফেলিয়া, কোশাটি উপুড় করিয়া রাখিবে. এবং তদুপরি পুষ্প দিয়া বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে। (স্ত্রীলোক ও শূদ্র 'নমঃ নমঃ' বলিবে।

* সধবা স্ত্রী—তিলের পরিবর্ত্তে যব এবং কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ব্যবহার করিবে।

† স্ত্রী ও শূদ্র—শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য বলিবে।

সামবেদীয়সঙ্কল্পসূক্তং।

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণা॰ বিবষ্ট্যাসিচং। উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্ বো দেব ওহতে॥

ঋগ্বেদীয়সঙ্কল্পসূক্তং।

ওঁ যা গুংগূর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী-মহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥

যজুর্ব্বেদীয়সঙ্কল্পসূক্তং।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।

ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবে। ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। পুরোহিত—"ভবতু" বলিবে।

ঘটস্থাপনং।

দেবদেবীর প্রতিমাদিতে পূজা করিতে হইলে অথবা প্রতিমাদি না করিয়া পূজা করিলেও ঘটস্থাপন করিতে হয়। প্রথমে মৃত্তিকার বেদী করিয়া তাহার উপরে পঞ্চশস্য (যব, গম, মুগ, তিল এবং ধান্য) প্রক্ষেপ করিবে। পরে তদুপরি জলপূর্ণ ঘটস্থাপন করিয়া তন্মুখে পঞ্চপল্লব (অশ্বত্থ, বট, আম্র, পাকুড় ও যজ্ঞডুম্বুর) অভাবে কেবল আম্রপল্লব দিবে। তদুপরি তণ্ডুল পরি-পূর্ণ সরা ও সশীস্ ডাব অভাবে কলা বা সুপারি ও অন্যান্য ফল দিয়া ঘটগাত্রে দধ্যক্ত ও সিন্দূরের পুত্তলিকা করিয়া দিবে।

ঘটে মাল্য, আল্‌তা ও অন্যান্য আভরণ দেওয়াও ব্যবহার আছে।

শান্তিঘটে পঞ্চরত্ন (স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও প্রবাল) দিতে হয়। উক্ত রূপ ঘট সজ্জিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে।

সামবেদিঘটস্থাপনমন্ত্রাঃ।

ভূমি স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।

ধান্য স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপূপবন্ত-মুক্‌থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।

ঘট স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো, বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।

জল স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।

ফল স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান; আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ শ্রীরসি, ময়ি রমস্ব।

সিন্দুর স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্নতে।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থিরীকরণ করিবে। যথা—

ওঁ স্থাবতঃ পুরুবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাং।

তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই সকল মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেব-সমন্বিতং।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।

স্ত্রীদেবতাপূজায়—"তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ" এইরূপ পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদিঘটস্থাপনমন্ত্রাঃ।

ভূমি স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানা-মবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে,দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাৎ।

ধান্য স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপূপবন্ত-মুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।

ঘট স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো, অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি।

জল স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমা সীদ।

ফল স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থিরীকরণ করিবে। যথা—

ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহণঃ।

তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেব সমন্বিতং।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।

স্ত্রীদেবতাপূজায়—"তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ" এইরূপ পাঠ করিবে।

যজুর্ব্বেদিঘটস্থাপনমন্ত্রাঃ।

ভূমি স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতির্ধসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।

ধান্য স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং।

ঘট স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ।

জল স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমা সীদ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।

ফল স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপ মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থিরীকরণ করিবে। যথা—

ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ, অশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহণঃ।

তৎপরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেব সমন্বিতং।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।

স্ত্রীদেবতাপূজায়—"তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ" এইরূপ পাঠ করিবে।

তান্ত্রিকঘটস্থাপনং ।

"ক্লীং" বলিয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে "ঐং" বলিয়া মার্জ্জন করিবে এবং "হ্রীং" বলিয়া জলপূরণ করিবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ।
সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং ॥

অনন্তর।—

"শ্রীং" বলিয়া পল্লব স্পর্শ করিবে। "হূং" বলিয়া ফল স্পর্শ করিবে। "যং" বলিয়া পুষ্প স্পর্শ করিবে। "হ্রীং" বলিয়া দূর্ব্বা স্পর্শ করিবে। "রং" বলিয়া সিন্দূর স্পর্শ করিবে। "ওঁ" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিবে। "হূং ফট্‌স্বাহা" বলিয়া কুশদ্বারা তাড়ন করিবে। "স্ত্রীং" বলিয়া স্থিরীকরণ করিবে।

পুষ্পনির্ণয়ঃ ।

মালতী মল্লিকা চৈব যূথিকাচাতিমুক্তকঃ।
পাটলা করবীরঞ্চ জয়া সেবতিরেব চ ॥
কুব্জক স্তগুরুশ্চৈব কর্ণিকারঃ কুরুণ্টকঃ।
চম্পক স্তগরঃ কুন্দো বাণাবর্ব্বরমল্লিকা ॥
অশোক স্তিলকশ্চম্পস্তথা চৈবাটরুষকঃ।
অমী পুষ্পপ্রকারাস্তু শস্তাঃ কেশবপূজনে ॥

কেতকীপত্রপুষ্পঞ্চ পুষ্পং ভৃঙ্গারকস্ত চ।
তুলস্যামলকী চৈব সদ্যস্তুষ্টিকরং হরে॥
পদ্মান্যম্বুসমুথানি রক্তনীলে তথোৎপলে।
সিতোৎপলঞ্চ কৃষ্ণস্য দয়িতানি সদা নৃপ
তানি পুষ্পানি দেয়ানি বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥

মালতী, মল্লিকা, যুঁই, অতিমুক্তক (ভ্রমরানন্দা), পাটল, করবীর, জয়া, সেবতি (সেঁউতি), কুব্জক (কুজা) অগুরু (অগর) কর্ণিকার (কর্ণিয়ার) কুরুণ্টকা (পীতবর্ণ ঝিণ্টী) চাঁপা, টগর, কুন্দ, বাণ, বর্ব্বরমল্লীকা, অশোক, তিল, চম্পা, বৈরাটরুষক, কেতকীপুষ্প ও পত্র ভৃঙ্গারকপুষ্প (ভীমরাজ) তুলসী, আমলকী, পদ্ম, রক্ত ও নীলবর্ণ উৎপল, শুভ্র উৎপল পুষ্প, বিষ্ণুপূজনে প্রশস্ত।

নিষিদ্ধপুষ্পাণি।

উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যায়তনজাতানি কণ্টকানি তথৈবচ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞ চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানিচ।
শ্মশানজাতান্যনানি যানি চাকালজানি চ॥
কুটজশাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ং রোগং নিম্বত্বঞ্চপ্রযচ্ছতি॥
বন্ধুজীবকপুষ্পানি রক্তান্যপি চ দাপয়েৎ।
অযুক্তরক্তকুসুমদানাৎ দৌর্ভাগ্য মাপ্নুয়াৎ॥

উগ্রগন্ধবিশিষ্ট ও গন্ধহীন পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে না। অন্যোদ্যানজাত, কণ্টকীবৃক্ষোৎপন্ন, শ্মশানস্থিতবৃক্ষোৎপন্ন, অকালজ, কুঁড়্চি, সিমুল, শিরীষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেনা। বন্ধুজীবক, পদ্মও করবীর পুষ্প ভিন্ন রক্তবর্ণ পুষ্প বিষ্ণুপূজায় বিহিত নহে। ক্রিমিকীটাদিভক্ষিত, শীর্ণ, ভগ্ন, কেশ ও কীট সহিত, যাচিত, পরকীয়, পর্য্যুসিত, শূদ্রাদিস্পৃষ্ট, পদস্পৃষ্ট পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেনা।

গণপতি ও চণ্ডী ভিন্ন প্রায় সমস্ত দেবতাকে তুলসীদ্বারা পূজা করা যায়। লক্ষ্মীকে ঝাঁটি পুষ্প, কাঞ্চন ও তুলসীদ্বারা, নারায়ণকে কৃষ্ণাঅপরাজিতা ও কুঁড়্চি পুষ্পদ্বারা, সরস্বতীকে তুপরেস্যূর্য্যামুখী এবং দ্রোণ পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে না। নারায়ণ ও মহাদেব ভিন্ন প্রায় সমস্ত দেবতাকে জবাপুষ্পদ্বারা পূজা করা যাইতে পারে।

মল্লিকা, মালতি, জাঁতি, কুন্দ, শেফালিকা, জবা, ও কাষ্টটগর শিবপূজায় বিহিত নহে।

শেফালিকা (সিউলি) এবং বকুল পুষ্প ভিন্ন বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পুষ্প দেবকার্য্যে বিহিত নহে।

তুলসী, কুন্দ, হেলা, বিল্বপত্র, চাঁপা, বকুল, পদ্ম, এবং যে পুষ্পের কলিকা তুলিলে প্রস্ফুটিত হয় তাহা পর্য্যুসিত (বাসি) হয় না। স্বর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালে উত্তোলিত ধুস্তুরপুষ্প শিবপূজায় প্রশস্ত। বিল্বপত্র ছয়মাসের পর পর্য্যুসিত হয়।

পুষ্প স্বয়ং আহরণ করিয়া পূজা করিবে। অন্যাহৃত পুষ্প দেবপূজায় বিহিত নহে।

পুষ্প, ফল এবং বিল্বপত্রাদি যে ভাবে প্রস্ফুটিত হয় সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে।

পঞ্চগব্যং ।

স্ত্রী ও শূদ্রাদি যদি শালগ্রামশিলাদি স্পর্শ করে অথবা শাল-গ্রামশিলাদি যদি অস্পৃশ্যবস্তুদ্বারা দূষিত হয় তাহা হইলে পঞ্চ গব্যদ্বারা স্নান করাইতে হয় ; এবং স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুসময়ে গর্ভাধানসংস্কার না হইলে তাহাকেও পঞ্চগব্য পান করান ব্যব-হার আছে। এইরূপ অনেক কার্য্যে পঞ্চগব্য প্রাশনের বিধান আছে।

গোমূত্র, গোময়, গব্যদুগ্ধ গব্যদধি, গব্যঘৃত এই পাঁচ দ্রব্যকে একত্র করিলে পঞ্চগব্য হয়। পঞ্চগব্যের পরিমাণ গোমূত্র ৮ তোলা, গোময় ২ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা, দধি ১ গণ্ডূষ, ঘৃত ৮ তোলা, অথবা সকল দ্রব্যই সমানভাবে লইবে। পরে পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে স্থাপন করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ধরিয়া এক একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, অনন্তর তাহাতে কুশের জল দিয়া গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক অন্য পাত্রে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিবে।

সামবেদীয়পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্রাঃ ।

প্রথমে গোমূত্র শোধন করিতে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

গোময় স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ গাবশ্চিদ্ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥

দুগ্ধ স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ গব্যো ষু ণো অথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাং॥

দধি স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥

ঘৃত স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা মভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা॥

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশোদক ক্ষেপণ করিবে।

ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥

পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া একত্র করিবে।

ঋগ্বেদীয়পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্রাঃ।

প্রথমে গোমূত্র শোধন করিতে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

গোময় স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥

দুগ্ধ স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ আপ্যে অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা॥

দধি স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ উদ্ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী মিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ॥

ঘৃত স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম॥

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশোদক ক্ষেপণ করিবে।

ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে॥

অবশেষে গায়ত্রী পাঠ করিয়া একত্র করিবে।

যজুর্ব্বেদীয়পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্রাঃ।

প্রথমে গোমূত্র শোধন করিতে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

গোময় স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং॥

দুগ্ধ স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥

দধি স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥

ঘৃত স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানা মনাধৃষ্টং দেবযজনং॥

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশোদক ক্ষেপণ করিবে।

ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥

পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া একত্র করিবে।

পঞ্চগব্যপানমন্ত্রঃ।

ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে আশ্বিনৌ দেবা-বা ধত্তাং পুষ্করস্রজা * ॥

পঞ্চামৃতং।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি) এই পাঁচ দ্রব্যকে একত্র করিলে পঞ্চামৃত হয়। প্রথমে স্বস্ববেদোক্ত পঞ্চগব্যের মন্ত্রে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত সংশোধন করা বিধি। মধু এবং শর্করা স্পর্শ করিয়া "মধু বাতা" ইত্যাদি নিম্নোক্ত তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক একত্র করিবে।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্ নো বনস্পতি-র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

---

* সামবেদীয়েরা পুষ্করস্রজৌ বলিবে।

পঞ্চামৃতপানমন্ত্রঃ।

ওঁ পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতস্ত্বং গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥

স্নানসঙ্কল্পঃ।

গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্নানসংকল্পবাক্যং।

মকর সংক্রান্তি দিবসে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিতে হয়। আচমন করিয়া নিম্নোক্ত সংকল্প বাক্য পাঠ করিবে।

* ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্নানবিধির অনুসারে স্নান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥

ব্রহ্মপুত্রস্নানসংকল্পবাক্যং।

চান্দ্র চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে অর্থাৎ অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে হয়।

আচমন করিয়া নিম্নোক্ত সংকল্পবাক্য পাঠ করিবে।

---

* "সংকল্পবাক্যে সর্ব্বত্র স্ত্রীলোক "অমুকগোত্রা অমুকীদেবী বা দাসী অমুককামা" বলিবে। শূদ্র "অমুকদাসঃ" বলিবে, এবং "প্রণব" স্থানে "নমঃ" পাঠ করিবে।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

গ্রহণস্নানসংকল্পবাক্যং।

সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ কালে নিম্নলিখিত সংকল্পবাক্য পাঠ করিয়া স্নানবিধির অনুসারে স্নান করিবে। যথা।—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তদিবাকরে (চন্দ্রগ্রহণ হইলে "রাহুগ্রস্তনিশাকরে") অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশকোটিগুণ-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল প্রাপ্তিকামঃ (চন্দ্রগ্রহণ হইলে "বহুশতচন্দ্রগ্রহণকালীনগঙ্গাস্নান-জন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ") গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

গ্রহণমুক্তির পর একবার মন্ত্ররহিতস্নান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ *।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

* চন্দ্রগ্রহণ হইলে "চন্দ্রসঙ্গমঃ" পাঠ করা বিধি।

দশহরাস্নানসঙ্কল্পবাক্যং।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীতিথিতে দশহরা স্নান করিতে হয়।

আচমন করিয়া নিম্নোক্ত সংকল্প বাক্য পাঠ করিবে।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য জৈষ্ঠেমাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

স্নানকালে হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমীতিথি হইলে "হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ এবং দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়কামঃ" বলিতে হইবে। হস্তানক্ষত্রযুক্তদশমীতিথিতে যদি মঙ্গলবার হয় তাহা হইলে "কুজবারাধিকরণকহস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়শতগুণাশ্বমেধজনিতপুণ্যসমপুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ" পাঠ করিতে হইবে।

সংকল্প করিয়া নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নানবিধ্যনুসারে স্নান করিবে। যথা—

ওঁ অদত্তানা মুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরোদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
পারুষ্য মনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥
পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসং॥

এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

নন্দাস্নানসংকল্পবাক্যং।

প্রতিপদ ষষ্ঠী এবং একাদশী তিথিকে নন্দাতিথি বলে। নন্দাতিথিতে স্নান করিতে হইলে নিম্নোক্ত সংকল্পবাক্য পাঠ করিয়া স্নানবিধানুসারে স্নান করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ নন্দায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সপ্তজন্মাবচ্ছিন্নপতিতান্ন-ভক্ষণপতিতসংসর্গজন্যপাপপঞ্চমহাপাতকানির্ব্বচনীয়পাপক্ষয়রজস্ব-লাস্পৃষ্টান্নভোজনসত্তাসত্যকথনস্বর্ণমনিরত্নাপহরণসামান্যসকলবস্ত্ব পহরণসখিবধমিত্রহিংসাদিজনিতমহাঘোরবাদ্যনবরতযমকিঙ্করতা-ড়নপ্রশমনজন্মকৌমারাদিদশপাতকক্ষয়ব্রহ্মলোকা[illegible]করণকপরমহং সাবলোকনপুরঃসরবাসাধীতচতুর্ব্বেদসংপ্রদানককপিলধেনুলক্ষদান-জনিতফলশ্রীমন্নারায়ণদক্ষিণকরবাসতদুত্তরমর্ত্ত্যলোকীয়জন্মগুণাশ্র-য়ত্বসর্ব্বসুখভোগযশঃপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

বারুণীস্নানসঙ্কল্পবাক্যং।

গৌণচৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতিথিতে শতভিষা-নক্ষত্র হইলে বারুণী হয়। শনিবারে বারুণী হইলে তাহাকে মহাবারুণী বলে। মহাবারুণীতে শুভযোগ হইলে মহামহা বারুণী হয়।

নিম্নলিখিত সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিয়া স্নানবিধির অনুসারে স্নান করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য চৈত্রেমাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিষানক্ষত্র যুক্তত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীনগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

মহাবারুণীস্নানসংকল্পঃ।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণ শতভিষানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণকালীনগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

মহামহাবারুণীস্নানসঙ্কল্পঃ।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকারণক শুভযোগশতভিষানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ত্রিকোটিকুলোদ্ধরণকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

অর্দ্ধোদয়স্নানসঙ্কল্পবাক্যং।

পৌষ অথবা মাঘমাসের অমাবস্যায় দিবাভাগে রবিবার শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাতযোগ হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয়যোগ কহে। ঐ দিনে সমস্ত জলাশয়ের জল গঙ্গাজলসদৃশ হইয়া থাকে। ঐ দিনে স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যে সংকল্প করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা রবিবারাধিকরণকব্যতীপাতযোগ শ্রবণানক্ষত্রান্বিতায়ামমাবাস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়ে কোটিসূর্য্য গ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্ত-ফল-সমফলপ্রাপ্তি-কামঃ গঙ্গায়াং স্নান-মহং করিষ্যে।

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

কার্ত্তিকমাসীয়প্রাতঃস্নানসংকল্পবাক্যং।

কার্ত্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান চান্দ্র ও সৌর এই দ্বিবিধ মাসেই করিতে পারে এবং প্রত্যেক দিনে সংকল্প করিয়া কার্ত্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান করিতে পারে।

নিম্নলিখিত সংকল্পবাক্য ও মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান বিধির অনুসারে স্নান করিবে।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য তুলাস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নান মহং করিষ্যে *।

চান্দ্রস্নান সংকল্পে :—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে প্রতিপত্তিথাবারভ্য কার্ত্তিকমাসং যাবৎ প্রত্যহং" এই মাত্র বিশেষ।

দৈনিকস্নান সংকল্পে :—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ" এইমাত্র বিশেষ।

---

* গঙ্গাগর্ভে স্নান করিলে "গঙ্গায়াং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে" বলিবে।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিবে।

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

রটন্তীস্নানসংকল্পবাক্যং।

পৌণমাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়চতুর্দ্দশীতিথিতে অরুণোদয় কালে রটন্তীস্নান করিতে হয়।

নিম্নোক্ত সংকল্পবাক্য পাঠ করিয়া স্নানবিধির অনুসারে স্নান করিবে।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রটন্ত্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যমদর্শনাভাবকামোঽরুণোদয়বেলায়াং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

মাঘমাসীয়প্রাতঃস্নানসঙ্কল্পবাক্যং।

অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধসূর্য্যোদয় অবধি চারিদণ্ডকাল প্রাতঃস্নানে বিহিত। মাঘমাসীয়স্নান চান্দ্র ও সৌর এই দ্বিবিধমাসেই করিতে পারে, এবং প্রত্যেক দিনে সংকল্প করিয়াও স্নান করিতে পারা যায়। নিম্নোক্ত সংকল্পবাক্য পাঠ করিয়া স্নান বিধির অনুসারে স্নান করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথাবারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে *।

* গঙ্গাতে স্নান করিলে "গঙ্গায়াং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে" বলিতে হইবে।

চান্দ্রমাঘস্নানসংকল্পে :—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে প্রতিপত্তিথাবারভ্য মাঘমাসং যাবৎ প্রত্যহং" এই মাত্র বিশেষ।

প্রতিদিন স্নানসংকল্পে :—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ" এই মাত্র বিশেষ।

স্নান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥ ১
ওঁ দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনম্॥ ২
ওঁ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥ ৩
ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘস্নানং মহাব্রতম্॥ ৪

এই চতুষ্টয় মন্ত্রের মধ্যে চান্দ্রমাসীয়স্নানে ও দৈনিকসঙ্কল্পিত-স্নানে তৃতীয় মন্ত্রটি পাঠ করিবে না। এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীধর, শ্রীহরি, শ্রীবসুদেব, ইহাদিগকে স্মরণ করিবে।

* মাকরীসপ্তমীস্নানসঙ্কল্পবাক্যং।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতিথিকে মাকরীসপ্তমী বলে। এই মাকরীসপ্তমীতে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়া মস্তকে সাতটি আকন্দ পত্র ও সাতটি কুলপত্র স্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠান্তে স্নান করিবে।

* মাকরীসপ্তমীতে চন্দ্রভাগায় স্নান প্রশস্ত।

সংকল্পবাক্যং।—ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে করীসপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-রবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি-নামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

স্নানমন্ত্রঃ।—যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

স্নান করিয়া "ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ-র্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। পরে করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ জননি সর্ব্বভূতানাং সপ্তমি সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥
ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

মানসিকহরিপূজনং (হরির লুট দেওয়া বিধি।)

প্রথমে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, যে ব্যক্তির মানসিক, তাহার নামে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ মনোভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং মানসিকহরিপূজন-মহং করিষ্যামি।

অনন্তর যথাশক্তি হরি পূজা করিয়া ভোগ দান বিধি অনুসারে মিষ্টান্ন নিবেদন করিবে, পরে হরিধ্বনি করিয়া তিন বার ছড়াইয়া দিবে, অনন্তর "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে হরিকে প্রণাম করিবে।

ঘটোৎসর্গঃ।

সৌরবৈশাখমাসের যে কোন দিবসে ঘটদান করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে মহাবিষুবসংক্রান্তি, অক্ষয়তৃতীয়া ও বৈশাখীপূর্ণিমায় ঘটদান প্রশস্ত।

প্রথমে আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক বামহস্তে ঘট ধারণ করিবে। পরে "এতস্মৈ * সযবোপকরণগঙ্গাজলপূর্ণঘটায় নমঃ" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। অনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সযবোপকরণগঙ্গাজলপূর্ণঘটায় নমঃ" বলিয়া ঘটের পূজা করিবে। তৎপরে "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুর পূজা করিবে। অনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া উদ্দেশে ব্রাহ্মণের পূজা করিবে।

পরে দক্ষিণ হস্ত কোশায় জলে স্থাপন করিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদন্ত অমুকে মাসি † অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ

---

* গঙ্গাজল না হইলে কেবল "জলপূর্ণ" বলিবে।

† সংক্রান্তি দিবসে ঘটদান করিলে "বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে রবে মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং" ইত্যাদি উল্লেখ করিবে।

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ * ইমং সযবোপকরণঘট মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মনায়াহং সংপ্রদদে" † বলিবে।

এইরূপে ঘটোৎসর্গ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে। যথা—

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥
ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তা শ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং প্রাণিনাং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাশ্বতী॥

পরে দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সযবোপকরণঘটদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণায়াহং সংপ্রদদানি।

---

* ইষ্টদেবতার উদ্দেশে ঘটদান করিলে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া "প্রীতিকামঃ" বলিবে। পিতা, মাতা, পিতামহাদিকে দিলে তাহাদের গোত্র ও সম্বন্ধিপদ (পিতুঃ পিতামহস্য ইত্যাদি) এবং নাম উল্লেখ করিয়া "অক্ষয় তৃপ্তিকামঃ" বলিবে। যথা—"অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়তৃপ্তি-কামঃ" ইত্যাদি।

† পিত্রাদির উদ্দেশে দিলে "সম্প্রদদানি" বলিবে।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ। যথা—

ওমস্তু কৃতৈতৎ সযবোপকরণঘটদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

বৈগুণ্যসমাধান। যথা—

ওমস্তু কৃতেঽস্মিন্ ঘটদানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ।

পরে বিষ্ণুপ্রণাম করিয়া গুরুপ্রণাম ও পিতৃপ্রণাম করিবে।

বিষ্ণুপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়েত্যাদি।

গুরুপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকার মিত্যাদি।

পিতৃপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্যং।

কার্ত্তিক মাসে কালীপূজার পর দ্বিতীয়া তিথিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে। ঐ দিবসে ভগ্নি ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ফোঁটা দিবে, পরে অন্ন দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

* ভ্রাতস্তবাগ্র জাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

* কনিষ্ঠা ভগিনী হইলে "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং" বলিবে।

গোগ্রাসদানমন্ত্রঃ।

* কার্ত্তিকমাসের গোষ্ঠাষ্টমীতে গো-পূজা করা বিধি।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা করিবে।

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

গোপ্রণাম-মন্ত্রঃ।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

আকাশপ্রদীপদানমন্ত্রঃ।

কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্ত্তিকমাসে প্রত্যেক দিন সায়ংকালে আকাশে দীপদান করিতে হয়।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দীপ দান করিবে।

ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

নষ্টচন্দ্রদর্শনদোষবিনাশমন্ত্রঃ।

ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতিথিতে চন্দ্র দর্শন করা নিষেধ। দৈবাৎ দর্শন করিলে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠদ্বারা অভি-

* গোস্বামীমতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপদে গোপূজা বিধি।

মন্ত্রিত জল পান করা কর্ত্তব্য ; এবং স্যমন্তকমণির উপাখ্যান শ্রবণ করা বিধি।

সিংহঃ প্রসেন-মবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী-স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

একতারাদর্শনদোষক্ষয়মন্ত্রঃ।

আকাশে একটিমাত্র তারা দর্শন করিলে নারদ মুনিকে স্মরণ করা বিধি।

বজ্রভয়-নিবারণমন্ত্রঃ।

বজ্রপাত সময়ে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে বজ্রভয় থাকেনা।

রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বিদ্যুতো ভয়ং॥
"জৈমিনি" মুনির স্মরণে বজ্রভয় থাকে না।

সর্পভয়-নিবারণমন্ত্রঃ।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে সর্পভয় থাকেনা।

অসিতঞ্চার্ত্তিমন্তঞ্চ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ॥

শেষ নিবেদন।

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥

শাস্ত্রে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মভেদে ত্রিবিধকর্ম্ম লিখিত আছে। জীবের সম্বন্ধে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম এবং নিষিদ্ধরূপে বিহিত কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা বিকর্ম্ম।

বিহিত কর্ম্মও নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। এই গ্রন্থে সকল কর্ম্মই প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য যথাবিধি পূর্ব্বোল্লিখিত নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও আনুসঙ্গিক পিতৃ-লোক এবং সত্যলোকাদিপ্রাপ্তিরূপ উত্তম ফল লাভ করে। কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জীবের স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্ম আচরণ করিলে নরকাদিপ্রাপ্তি ও চিত্তমালিন্য হয়; অতএব অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিহার করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর এবং সেই উদ্দেশেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। যথাযথরূপে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের ক্রমশঃ বিমলীকৃত অন্তঃকরণে পরমার্থতত্ত্বের অনুভূতিরূপ পরমপুরুষার্থের উপলব্ধি হয়। কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে স্বর্গাদিফলের ক্ষয়িষ্ণুত্ব ও ক্লেশদাতৃত্বাদি পর্য্যালোচনাদ্বারা কাম্যফলে অনাশক্তি হইয়া

থাকে। এবম্বিধ জীব পরমার্থ-সাধনে অধিকৃত হইয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে।

অতএব প্রথমে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কাম্যফলে যাহাতে অনাশক্তি হয় তাহা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, কাম্যফলে অনাশক্তি হইলে জীব পরমার্থ-সাধনে অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া বৈরাগ্য-সাধনে ও অর্পিত কর্ম্মফলদ্বারা ভগবৎ প্রীতিসাধনে তৎপর হইয়া থাকে। পরে পরমপুরুষার্থলাভেচ্ছায় শমদমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া বেদার্থ-নিপুন ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক গুরূপদিষ্টজ্ঞান-দ্বারা সদসৎ বস্তুবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরে ব্রহ্মই সত্য অপর অনিত্য ইত্যাদিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া শান্তিলাভ করে। যাহাতে সেইরূপ শান্তিলাভ করিতে পারা যায় তাহারই অধস্তন সোপানস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিলাম। ইহাদ্বারা যদি লাকে অনুমাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আমি পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

সম্পূর্ণঃ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে মেদিনীপুর নাড়াজোলের শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুর "ডাকের কথা" প্রচার কল্পে ১১৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

ভোলানাথ দত্ত

মথুরাবাটী।